Halima Khal

সবুজ সাথী

MESBAH RONY MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE
সবুজ সাথী

ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড

মোহাম্মদ হামিদুল হক
কাপাসগোলা প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, পাকিস্তান

MESBAH RONY
সবুজ সাথী
MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE
MESBAH—RONY
CHITTAGONG

ঈস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্‌স্টবুক বোর্ড কর্তৃক ১৯৭০ সালের
শিক্ষা-বৎসরের জন্য পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ধারিত।

সবুজ সাথী

পঞ্চম ভাগ

পঞ্চম শ্রেণীর জন্য

রচনায়
মুহম্মদ মুকম্মদ আলি বি. এ.; এইচ. ডিপ্‌-ইন্‌-এড্‌
এ্যাসিস্টান্ট সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট, পি. টি. ইনস্টিটিউট,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা।

চৌধুরী অসিউদ্‌দীন আহ্‌মদ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা মডেল মাল্‌টিল্যাটারেল হাইস্কুলের
বাঙ্‌লার শিক্ষক।

সম্পাদনায়
কবি গোলাম মোস্তফা

**ঈস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্‌স্টবুক বোর্ড,
ঢাকা।**

MESBAH—RONY
CHITTAGONG
MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE

ঈস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত
[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৬৪
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৬৪
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৬৫
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৬৬
পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭
পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭
পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৬৭
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৬৮
পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮
পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৬৮
পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৬৯

২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) পুস্তক পুনর্মুদ্রণ ও
বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত পরিবেশক :

সিটি পাবলিশার্স

৩৩, ইসলামপুর,

ঢাকা—১

মূল্য : এক টাকা বত্রিশ পয়সা

ইনার সূচীসহ ১ম হইতে ৪র্থ ফর্মা জিনাত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৯, রমাকান্ত নন্দী লেন, ৫ম ও ১০ম ফর্মা রুবী মেশিন প্রেস, ৩৮, বাংলা বাজার, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম ফর্মা এ্যাবকো প্রেস, ৬/৭ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ৯ম ও ১১শ ফর্মা মুসলিম প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২, নন্দলাল দত্ত লেন, ঢাকা হইতে মুদ্রিত।

বাঁধাই-এ : সিটি বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, ৭/১, আহ্‌সানউল্লাহ রোড, ঢাকা-১ ২৫,০০০

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	মুনাজাত	৫
২।	গ্যাসের আলোর জন্মকথা	৯
৩।	ঈমান	১৫
৪।	এভারেস্ট বিজয়	২৪
৫।	সুরমা নদীর আত্মকথা	৩২
৬।	ভোট দিব কাকে	৩৯
৭।	চাঁদে যাত্রা	৪৭
৮।	তুর্কী বীর কামাল পাশা	৫৫
৯।	সেকালের কথা	৬২
১০।	বিচার	৬৮
১১।	হা-ডু-ডু	৮১
১২।	ভিন্ দেশের ছেলেমেয়ে	৮৬
১৩।	সীল মাছ	৯৯
১৪।	উইপোকার আজব কাহিনী	১০৬
১৫।	মমতাজ শাহ্‌নওয়াজ	১১২
১৬।	রচ্‌ডেলের তাঁতী	১১৮
১৭।	মমিনরা সাতভাই	১২৪

MESBAH ROKY সবুজসাথী MOHAMMAD MUJIBUL HAQUE

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

পদ্যাংশ

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। তরুণের অভিযান	১৩৫
২। কিশোর	১৩৮
৩। সামান্য ক্ষতি	১৪১
৪। কাজলা দিদি	১৪৬
৫। চৈতালী	১৪৯
৬। নদীর স্বপ্ন	১৫২
৭। পাকিস্তান	১৫৪
৮। মেঘনায় বান	১৫৬
৯। ঈদের চাঁদ	১৫৮
১০। শিশু যাদুকর	১৬০
১১। সকাল	১৬৩
১২। পল্লী-স্মৃতি	১৬৫
১৩। পিঁপড়ে ও ঘুঘু পাখী	১৬৮
১৪। গাঁয়ের ডাক	১৭০
১৫। প্রতিবেশী	১৭৩
১৬। কে সে জন	১৭৫

MESBAH-RONY CHITTAGONG

মুনাজাত

গোলাম মোস্তফা

হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা তোমার। এই আকাশ-আলো, ফল-ফুল ও তরুলতায় ঘেরা সুন্দর পৃথিবীতে তুমি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছ। তোমাকে ধন্যবাদ।

কী অসীম তোমার করুণা! তুমি আমাদিগকে সৃষ্টির সেরা মানুষরূপে সৃষ্টি করিয়াছ এবং অন্যান্য প্রাণী ও পদার্থকে আমাদের অধীন করিয়া দিয়াছ। তোমার চন্দ্র-সূর্য প্রতিদিন আমাদিগকে আলো দান করে, তোমার বায়ু আমাদের শরীর জুড়ায়, তোমার নদীর পানি আমাদের তৃষ্ণা মিটায়। এই যে চাঁদের আলো, ফুলের হাসি, পাখীর গান; এই যে আস্‌মান-জমিনে এত শোভা, এত রূপ—এ সমস্তই আমাদের সুখ ও আনন্দ দানের নজ্য। এই করুণার জন্য আমরা তোমার কাছে চির-কৃতজ্ঞ

সবুজসাথী

একমাত্র তুমিই আমাদের জীবন-মরণের প্রভু। আমরা শুধু তোমারই বন্দিগী করি, তোমারই সাহায্য চাই। আমাদিগকে সত্য ও সরল পথ দেখাও।

হে আল্লাহ্! আমাদের অন্তরে তুমি সুমতি দাও। মাতাপিতা, শিক্ষক ও গুরুজনদিগকে আমরা যেন মান্য করি; যাহা সত্য ও সুন্দর তাহাই যেন বরণ করি—অন্যায়, অসত্য ও অসুন্দরকে যেন ঘৃণা করি।

সকল মানুষই ভাই-ভাই—এই মহাসত্য আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। আর্ত, পীড়িত ও ব্যথিতকে আমরা যেন ভালবাসি। দেশ ও দশের আমরা যেন সেবা করি।

হে প্রভু! আলোকের সন্ধানে আমরা আজ পথে বাহির হইয়াছি। আমাদের আলোর তৃষ্ণা মিটাও। ফুলের মত আমাদের অন্তরকে বিকশিত কর। সেই সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হউক।

শব্দার্থ :–

সৃজন—পয়দা। তৃষ্ণা—পিপাসা; পিয়াস। কৃতজ্ঞ—যে উপকার মনে রাখে এবং উপকারীর কাছে নিজকে ঋণী মনে করে। জীবন-মরণের প্রভু—যে প্রভুর হাতে আমাদের জীবন ও মরণ অর্থাৎ মরা-বাঁচা যাঁহার করুণার উপর নির্ভর করে। বন্দিগী করি—এবাদৎ করি; উপাসনা করি। সকল মানুষই ভাই-ভাই—সব মানুষ সমান। আর্ত—বিপন্ন; পীড়িত। সৌরভে—খোশবুতে; সুবাসে। আমোদিত—আনন্দিত।

সবুজসাথী

অনুশীলনী

১। মানুষকে 'সৃষ্টির সেরা জীব' বলা হয় কেন?

২। চন্দ্র, সূর্য, বায়ু এবং নদীর পানি আমাদের কি কি উপকার করিয়া থাকে?

৩। আল্লাহ্‌র কাছে মানুষ কি প্রার্থনা করে?

৪। 'সরল পথ' বলিতে কি বুঝ?

৫। নিম্নলিখিত কথাগুলি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দাও :—

(ক) জীবন-মরণের প্রভু আল্লাহ্।

(খ) আমাদের আলোর তৃষ্ণা মিটাও।

(গ) অন্যায়, অসত্য ও অসুন্দরকে যেন ঘৃণা করি।

৬। 'ফল-ফুল'—এক জোড়া শব্দ; নীচে আরও কয়েকটা শব্দ দেওয়া হইল। উহাদের জোড়া শব্দ মিলাও।

(ক) তরু—। (খ) চন্দ্র—। (গ) আসমান—।

(ঘ) জীবন—। (ঙ) সুখ—।

ব্যাকরণ : শব্দ ও পদ

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পড় :—

১। বায়ু আমাদের শরীর জুড়ায়।

২। নদীর পানি আমাদের তৃষ্ণা মিটায়।

৩। চন্দ্র-সূর্য আমাদিগকে আলো দান করে।

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

এবার গুণিয়া দেখ যে,

প্রথম বাক্যটিতে মোট চারিটি শব্দ আছে।

দ্বিতীয় বাক্যটিতে মোট পাঁচটি শব্দ আছে।

তৃতীয় বাক্যটিতে মোট ছয়টি শব্দ আছে।

এইরূপে---বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই **পদ**।

অতএব প্রথম বাক্যটিতে চারিটি, দ্বিতীয় বাক্যটিতে পাঁচটি এবং তৃতীয় বাক্যটিতে মোট ছয়টি পদ রহিয়াছে।

অন্য কথায় বলিতে গেলে---কোন বাক্যে ব্যবহৃত সমুদয় শব্দই **পদ**।

বাংলা ভাষার সমুদয় পদকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন —বিশেষ্যপদ, সর্বনামপদ, বিশেষণপদ, অব্যয়পদ এবং ক্রিয়াপদ।

আমরা বিভিন্ন পদ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি।

MESBAH-RONY-BOOK CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIB

গ্যাসের আলোর জন্মকথা

আবদুর রশীদ খান

সে অনেক দিন আগের কথা। স্কটল্যাণ্ডের একটি গ্রামের ঘটনা। তোমাদেরই বয়সের একটি ছেলে প্রতিদিন কয়লা কুড়াইয়া আনিয়া একটি গর্তে জমা করিত। তারপর তাহাতে আগুন ধরাইয়া চাহিয়া থাকিত। ইহাই ছিল তাহার খেলা এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইত প্রচুর। ছেলেটি একটু বড় হইয়া চাকরির আশায় বার্মিংহাম শহরে চলিয়া গেল। তখন ছিল জেম্‌স্ ওয়াটের যুগ। জেম্‌স্ বাষ্পের শক্তিকে কাজে লাগাইয়া মস্ত বড় এক কারখানা বসাইয়াছেন।

ছেলেটি যখন চাকরির আশায় সেই কারখানায় গেল, তখন ওয়াট সেখানে ছিলেন না। তখন কারখানায় ছিলেন ওয়াটের অংশীদার বোল্‌টন সাহেব। ছেলেটি তাঁহার সামনে গিয়া খুব বেশী ভয় পাইয়া গেল। হাত হইতে তাহার টুপি পড়িয়া গিয়া এক অদ্ভুত আওয়াজ করিল। এই অদ্ভুত আওয়াজ শুনিয়া বোল্‌টন সাহেব জানিতে চাহিলেন, টুপিটি সে কোথা হইতে ক্রয় করিয়াছে। উত্তরে ছেলেটি বলিল যে, সে নিজেই এই টুপি তৈয়ার করিয়াছে। বোল্‌টন ভাবিলেন, এই রকম বুদ্ধিমান

সবুজ সাথী

লোকেরই দরকার তাঁহাদের কারখানায়। তখন ছেলেটি কাজে বহাল হইয়া গেল।

তাহার প্রতিভা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল; তাহার কদর বাড়িয়া গেল। তবু তাহার কাজের বিরাম নাই। আবার এদিকে অবসর সময়ে সে নিজের খুশিমত নতুন কাজে ব্যস্ত থাকিত। অবসর সময়ে নিজের মনে কাজ করিতে করিতে সে আলোর অভাব বোধ করিতে লাগিল। তারপরই শুরু হইল তাহার গবেষণা—কি ভাবে আলোর অভাব দূর করা যায়। হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল ছেলেবেলার সেই কয়লা পোড়াই-বার কথা। হয়ত এ ধুঁয়া হইতে আলো পাওয়া যাইতে পারে। ব্যস, শুরু হইল তাহার পরীক্ষার কাজ।

একদিন একটি কেটলিতে কিছু কয়লা লইয়া ছেলেটি তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। কেটলির নলের সঙ্গে অন্য একটি

সবুজসাথী

ধাতুপাত্রের সংযোগ করিয়া ঐ পাত্রের গায়ে একটি নল লাগাইল। সেলাই করিবার সময়ে দরজীরা আঙ্গুলে ঠুসী ব্যবহার করে। তাহারই একটি দিয়া ছেলেটি নলের মুখটি বন্ধ করিয়া দিল। ঠুসীর গায়ে শুধু ছোট্ট একটি ছিদ্র আছে।

এইবার সে কেটলীর কয়লা জ্বাল দিতে লাগিল। ধুঁয়া ধাতু-পাত্রে জমা হইয়া বেশ জোরের সঙ্গেই ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। যেইমাত্র ছেলেটি ধুঁয়ার মুখে আগুন ধরিল, অমনি উহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; আর অপরূপ উজ্জ্বল আলোতে ঘর আলোকিত হইয়া উঠিল। পর পর কয়েকবার এইভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখার পর ছেলেটির আনন্দ দেখে কে! সে পাইয়াছে আলোর সন্ধান, যাহা মানুষের অশেষ উপকার সাধন করিবে। যে গ্যাস হইতে আলো পাওয়া যায়, তাহারই নাম কোল-গ্যাস বা কয়লার গ্যাস।

ছেলেটি নিজের বাগানে প্রচুর পরিমাণে কোল-গ্যাস তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করিল। সেখান হইতে বড় বড় নল দিয়া সমস্ত বাড়ীটাকে আলোকে আলোকময় করিয়া তুলিল। পাড়া-পড়শীরা পাশের বাড়ীতে এত আলোক দেখিয়া অবাক হইয়া গেল; কেননা, তখনও বিজলীবাতির ব্যবহার মানুষ জানিতে পারে নাই। তাই ছেলেটির বুদ্ধি দেখিয়া সে আলোর রহস্য জানিবার জন্য অনেকেই অনেক প্রলোভন দেখাইল। কিন্তু সে কাহারও প্রস্তাবেই সাড়া দিল না।

MESBAH-KONY-EXPO
CHITTAGONG
MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

একদিন ছেলেটি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করিল যে, সে সমস্ত লণ্ডন শহরের রাস্তা-ঘাট কোল-গ্যাসের আলোয় উজ্জ্বল করিয়া দিবে। অনেকের কাছে তাহার প্রস্তাব অদ্ভুত মনে হইল; কিন্তু কিছুকাল পরে তাহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা অবাক্ হইয়া দেখিল যে গোটা লণ্ডন শহর গ্যাসের আলোকে হাসিয়া উঠিয়াছে।

এই অদ্ভুত বুদ্ধিমান ছেলেটির নাম উইলিয়াম মারডক্। বুদ্ধির জোরে তোমরাও এই ছেলেটির মত নূতন নূতন আবিষ্কারে পাকিস্তানের উন্নতি করিতে পারিবে। সকলে সেই আশায়ই তোমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে।

MESBAH-RONY
CHITTAGONG
MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

শব্দার্থ :—

স্কটল্যাণ্ড—ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের একটি প্রদেশ বা অংশের নাম। বার্মিংহাম—মধ্য ইংলণ্ডের একটি প্রধান শহর। এখানে লৌহশিল্পের বিরাট কারখানা আছে। জেম্‌স্ ওয়াট—বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কারক। বোল্‌টন—জেম্‌স্ ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিনের কারখানার অংশীদার। অদ্ভুত—আশ্চর্য ; বিস্ময়কর। বহাল—স্থায়ী। গবেষণা—কোন বিষয়ে গভীর চিন্তা বা অন্বেষণ। আবিষ্কার—অজ্ঞাত বিষয়ের সন্ধান লাভ বা প্রকাশ। কেটলি—পানি জ্বাল দেওয়ার পাত্র। লণ্ডন—ইংল্যাণ্ডের রাজধানী ; পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যস্থান।

অনুশীলনী

১। গ্যাস বলিতে কি বুঝ?

২। গ্যাসের আলো কে আবিষ্কার করিয়াছেন?

৩। উইলিয়াম মারডকের জন্মস্থান কোথায়? সে বার্মিংহাম শহরে গিয়াছিল কেন?

৪। কি ভাবে বালক মারডক্ বোল্‌টন সাহেবের কারখানায় কাজ পাইয়াছিল?

৫। মারডক্ কি উপায়ে গ্যাসের আলো আবিষ্কার করিয়াছিল?

৬। বাষ্প-শক্তির আবিষ্কারক কে ছিলেন? বাষ্প-শক্তি কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

৭। অন্য কোন আবিষ্কারকের নাম জানা থাকিলে বল। তাঁহাদের কে কি জিনিস আবিষ্কার করিয়াছেন সংক্ষেপে বল।

সবুজসাথী

৮। ডান পাশের বাক্যাংশের সহিত বাম পাশের অংশ ঠিক মত যোগ কর :—

(ক) সমস্ত বাড়ীটাকে—
(খ) সে কেটলির কয়লা—
(গ) হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল—
(ঘ) উত্তরে ছেলেটি বলিল যে, সে নিজেই—
(ঙ) জেম্‌স্ ওয়াট বাষ্পের শক্তিকে কাজে লাগাইয়া—

(১) এই টুপি তৈরার করিয়াছে। (২) মস্ত বড় এক কারখানা বসাইয়াছেন। (৩) আলোকে আলোকময় করিয়া তুলিল। (৪) জ্বাল দিতে আরম্ভ করিল। (৫) ছেলেবেলার সেই কয়লা পোড়াইবার কথা।

ব্যাকরণ : বিশেষ্যপদ (প্রথম পাঠ)

নিম্নলিখিত বাক্যটি পড় এবং নীচে-দাগ-দেওয়া পদগুলি লক্ষ্য কর :

উইলিয়াম মারডক্, চাকরির আশায় বার্মিংহাম চলিয়া গেল।

এখানে
- উইলিয়ম মারডক্—কোন লোকের নাম,
- বার্মিংহাম—কোন একটি স্থানের নাম,
- চাকরির—কোন একটি কাজের নাম,
- আশায়—কোন একটি (কাজের) ভাবের নাম।

এইভাবে যে সকল পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, স্থান, কাজ বা ভাব বুঝায়, তাহাই **বিশেষ্যপদ**।

কিন্তু শুধু এই কয়টিই বিশেষ্যপদ নহে। ইহা ছাড়া আরও কয়েক রকমের বিশেষ্যপদ রহিয়াছে। সে সম্বন্ধে পরে বলিতেছি।

সবুজ সাথী

ঈমান

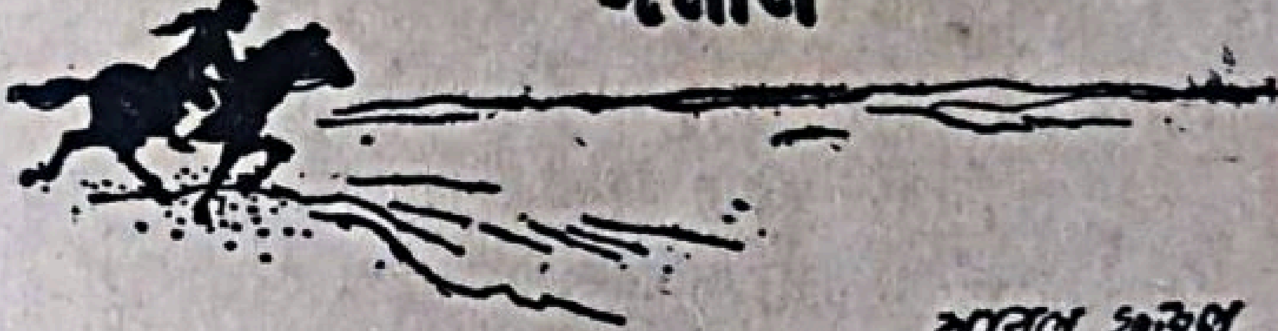

আবুল ফজল

[প্রথম দৃশ্য]

[বাহ্‌রাইনের বাদশাহ্, বন্দী সঈদ ও ইসহাক]

বাদশাহ্ঃ (বন্দী সঈদের দিকে তাকিয়ে) বন্দী, তুমি নাকি আমার বহু সৈন্য নিহত করেছ? তাই আমিও হুকুম দিয়েছি তোমাকে হত্যা করার জন্যে।

সঈদ ঃ জাহাঁপনা, লড়াইয়ের ময়দানে শত্রু-সৈন্যকে নিহত করা সমর-নীতিরই অঙ্গ; তা কোন দেশেরই যুদ্ধ-নীতির খেলাপ নয়। আমি কোন বেসামরিক লোককে হত্যা করিনি।

বাদশাহ্ঃ সে যা-ই হোক, আমার হুকুম বহাল। তুমি প্রস্তুত?

সঈদ ঃ হাঁ। মুসলমান মাত্রেই মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। আমিও প্রস্তুত।

[তারপর সঈদ বাদশাহের দিকে তাকাইলেন। বাদশাহ্ও অপলক নেত্রে সঈদের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ; তারপর বিস্ময়-বিহ্বল ভাবে এক এক পা করে সামনে অগ্রসর হলেন।

MESBAH—RONY CHITTAGONG MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE

সঈদের নিকটবর্তী হ'য়ে ভাল করে তিনি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন]

বাদশাহ্: যুদ্ধ বাধবার আগে তায়েফের বনে শিকারে গিয়ে আমি যখন তৃষ্ণায় ছটফট করছিলাম, তখন পানি দিয়ে যে আমার প্রাণরক্ষা করেছিল, সে কি তুমি? সেই ব্যক্তি তুমি নও কি?

সঈদ: হাঁ, বাদশাহ্! তখন ছিল আমাদের রমজান মাস। এফ্‌তার ক'রে পান করার জন্য আমি যে পানিটুকু রেখেছিলাম, নিজে পান না ক'রে সেদিন আমার সেই পানিটুকুই আপনাকে পান করিয়েছিলাম। আপনি তখন তৃষ্ণায় প্রায় বেহুঁশের মত মাটিতে প'ড়ে ছটফট করছিলেন।

বাদশাহ্: এ পানি না দিলে সেদিন সেই বনভূমিতেই আমাকে হয়ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হ'ত। (ভাবাবেগ সামলে নিয়ে) সে যা-ই হোক, (সঈদের দিকে তাকিয়ে) বন্দী, তাই বলে আমি কিন্তু তোমার প্রাণভিক্ষা দিতে পারি না। আমার বহু সিপাই তুমি হত্যা করেছ। না, তোমার ক্ষমা নেই। ক্ষমা নেই!

সঈদ: (দৃঢ় কণ্ঠে) জাহাঁপনা, আমিও আপনার কাছে প্রাণ-ভিক্ষা চাইনি। মুসলমান এক আল্লাহ্‌র কাছে ছাড়া আর কারো কাছে প্রাণভিক্ষা চায় না।

MESBAH—RONY—MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE
CHITTAGONG

বাদশাহ্‌ঃ সে যা-ই হোক, দুনিয়ায় আমি অকৃতজ্ঞ বলেও পরিচিত হইতে চাই না। প্রাণ ছাড়া অন্য যা কিছু তোমার কাম্য থাকে, আমার কাছে এখন তা চাইতে পার।

সঈদঃ জাহাঁপনাকে আগেই বলেছি, মৃত্যু আমার কিছুমাত্র ভয়ের বস্তু নয়।

বাদশাহ্‌ঃ তোমার অন্য কোনও আরজু থাকে ত বল।

সঈদঃ জাহাঁপনা, লড়াইয়ের ময়দানে এসে শুনতে পেলাম আমার একটি ছেলে হয়েছে। এই আমার প্রথম সন্তান। যদি আপনার মর্জি হয়, আজকের সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমাকে আমার প্রাণ ধার দিতে পারেন।

২—

সবুজ সাথী

সূর্যাস্তের পূর্বেই ফিরে এসে আমার ধার শোধ করবো, আমার প্রাণ আপনার জল্লাদের হাতে তুলে দেব।

বাদশাহ্‌ : (হেসে) কিন্তু তোমার জিম্মাদার হবে কে? তুমি না এলে কে নেবে তোমার শাস্তি? জামিন ছাড়া কিছুতেই আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না।

ইসহাক : (সঙ্গীদের সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত সঙ্গী) আমি হব সঙ্গীদের জামিন। ওঁর বন্ধন খুলে দেওয়ার আদেশ হোক, যাতে ঘোড়া হাঁকিয়ে দ্রুত ছুটে গিয়ে তিনি তাঁর নবজাত শিশুকে দেখে সূর্যাস্তের আগেই ফিরে আসতে পারেন। আর ওঁর হাতকড়া দিন্ আমার হাতে, পায়ের বেড়ি দিন্ আমার পায়ে।

বাদশাহ্‌ : তাই হবে। (সঙ্গীদকে লক্ষ্য করে) সঙ্গীদ, তোমার আরজু অপূর্ণ থাকবে না। প্রহরী, সঙ্গীদের বন্ধন খুলে দাও এবং তার পরিবর্তে একে (ইসহাককে দেখিয়ে) হাতে পায়ে বেড়ি লাগিয়ে বেঁধে রাখ। সঙ্গীদ যথাসময়ে ফিরে না এলে, একেই করা হবে কতল। এই আদেশের কিছুমাত্র অন্যথা হবে না।

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

[সন্ধ্যা। সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত। বন্দী অবস্থায় ইসহাক। জল্লাদ ও বাদশাহ্‌র কয়েকজন অনুচর দাঁড়িয়ে।]

জনৈক অনুচর : (ইসহাককে লক্ষ্য করে) তুমি একটি গাধা অনর্থক পরের জন্য নিজের প্রাণ দিতে যাচ্ছ, বাপু।

সবুজসাথী

দ্বিতীয় অনুচর: একবার ছাড়া পেলে কেউ আবার স্বেচ্ছায় তলোয়ারের নীচে মাথা দিতে আসে নাকি? আহ্‌মকের বাদশাহ্‌ বলে এইসব লোককেই।

প্রথম অনুচর: ফাঁদ থেকে একবার পালাতে পারলে শেয়াল কি আবার ফাঁদের দিকে পা বাড়ায়?

দ্বিতীয় অনুচর: জাল-মুক্ত ঘুঘু কি আবার জালে ধরা দেয়? এমন কথা শুনেছ কোন দিন?

প্রথম অনুচর: মরুভূমির ঝড়কে যদি আদেশ কর, সে হয়ত ফিরে আসতে পারে; কিন্তু সঈদ কখনও ফিরবে না। জানো, প্রাণের মায়া সব চেয়ে বড় মায়া।

ইসহাক: (হাসিমুখে) সঈদ মুসলমান, তাঁর কথার অন্যথা হবে না। আমি বলছি ফিরে তিনি আসবেন। নিশ্চয়ই তিনি ফিরে আসবেন।

[সূর্যাস্তের আর বেশী দেরী নাই। এইবার বাদশাহ্‌ পাত্র-মিত্র সহ ঢুকলেন।]

বাদশাহ্‌: (সূর্যের দিকে তাকিয়ে) বন্দী, দেখতে পাচ্ছ তো? সূর্যাস্তের আর দেরী নাই। সঈদ এখনও ফিরল না। তার মৃত্যুদণ্ড কিন্তু তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে। তিলমাত্র তার অন্যথা হবে না।

ইসহাক: সূর্যাস্ত পর্যন্ত সবুর করে দেখুন, সঈদ না এলে আমি তো তৈরীই আছি, বাদশাহ্‌!

[বাদশাহ্‌, উজির ও পারিষদবর্গ উৎসুক নেত্রে একবার আকাশের অস্তগামী সূর্যের দিকে আর একবার সঙ্গীদের পথের পানে ঘন ঘন তাকাচ্ছেন।]

বাদশাহ্‌ঃ উজির, কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

উজিরঃ না, জাহাঁপনা। না, কোন মানুষের ছায়া পর্যন্ত কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অসম্ভব, ছাড়া পেলে কেউ কি স্বেচ্ছায় মৃত্যুর গুহায় ফের প্রবেশ করে?

বাদশাহ্‌ঃ বন্দী, জানো তো, হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।

ঐ চেয়ে দেখ সূর্য ডুব্‌লো। এইবার, জল্লাদ! (জল্লাদ শাণিত তরবারি উত্তোলন করলো) বন্দী, তোমার ইষ্টনাম জপ কর।

ইসহাকঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু···

সবুজসাথী

MESBAH—RONY—CHITTAGONG—MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE

[হঠাৎ দূর থেকে চীৎকারধ্বনি ভেসে এল—থাম! থাম! আমি হাজির, আমি হাজির। সঙ্গে সঙ্গে ঘর্মাক্ত কলেবরে সঈদের প্রবেশ।]

সঈদ : এক মুহূর্ত থামুন, আমি হাজির। (ইসহাকের কড়া-দেওয়া হাতের উপর চুম্বন ক'রে) জল্লাদ, তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর। (বলেই জল্লাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো) জাহাঁপনা, আমি এক মুহূর্তও দেরী করিনি, পুত্রকে শুধু এক নজর মাত্র দেখেছি। ঘোড়াকেও দিইনি কিছুমাত্র বিশ্রাম। যেটুকু দেরী হয়েছে, তা পথের দূরত্বের জন্যই ঘটেছে।

[বিস্মিত বাদশাহ্ দু-এক মিনিট অবাক হ'য়ে রইলেন।]

বাদশাহ্ : (জল্লাদকে তরবারি নামাবার ইঙ্গিত ক'রে বিস্ময়-মিশ্রিত কণ্ঠে) এত মহৎ তোমরা, এত মহৎ তোমাদের ধর্ম! যাও, তোমরা মুক্ত। আজ হ'তে তোমরা আমার বন্ধু। (পরস্পর আলিঙ্গন)

শব্দার্থ :—

ঈমান—বিশ্বাস। জাহাঁপনা—(জগতে আশ্রয়) বাদশাহ্‌কে সম্বোধন। অকৃতজ্ঞ—যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। সমর-নীতি—যুদ্ধের নিয়ম। অপলক নেত্রে—পলকহীন চোখে। বিস্ময়—আশ্চর্য। বিহ্বল ভাবে—অভিভূত হইয়া। আরজু—প্রার্থনা; নিবেদন। জিম্মাদার—জামিনদার। সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত—যে এখনই মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ভাবাবেগ—ভাবজনিত আবেগ বা উৎকণ্ঠা। আহ্‌মকের বাদশাহ্—চরম বোকা। স্বেচ্ছায়—নিজের ইচ্ছায়। তিলমাত্র অন্যথা—অতি সামান্য ব্যতিক্রম। পারিষদবর্গ—সভাসদ্‌গণ। উৎসুক নেত্রে—চোখে আগ্রহ নিয়া। হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না—(প্রবাদ বাক্য) বিচারক বদলী হইলেও তাঁহার বিচারের রায়ের পরিবর্তন হয় না। ইষ্টনাম—কল্যাণকর নাম, উপাস্যের নাম।

অনুশীলনী

১। (ক) সঈদ কোথায় বন্দী হইয়াছিলেন? (খ) বাদশাহ্ কেন তাঁহাকে হত্যার আদেশ দিলেন? (গ) সঈদ বাদশাহ্‌কে কি দিয়া বাঁচাইয়াছিলেন? (ঘ) বাদশাহ্ তাঁহাকে শেষ কথা কি বলিয়াছিলেন? (ঙ) তাঁহার জিম্মাদার কে হইয়াছিল? (চ) শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ কি করিলেন?

২। (ক) যুদ্ধে অধিকসংখ্যক সৈন্য নিহত করার প্রশ্নে বাদশাহের নিকট সঈদ কি উত্তর দিয়াছিলেন? (খ) সঈদের শেষ আরজু কি ছিল? তাহা পূর্ণ করিতে কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল? (গ) অনুচরেরা ইসহাককে কি বলিয়াছিল? (ঘ) কিরূপে সঈদ এবং ইসহাক উভয়েই রক্ষা পাইলেন?

৩। (ক) বাদশাহ্, সঈদ, ইসহাক—এই তিনজনের মধ্যে তুমি কাহাকে বেশী ভাল মনে কর? (খ) আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে কি শিক্ষা পাইলাম?

৪। এই নাটিকার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

৫। নাটিকাটির ঈমান নামকরণের সার্থকতা কি?

MOSTAFA ROHY
সবুজসাথী
MOHAMMAD MURAD HOSSAIN

ব্যাকরণ : বিশেষ্যপদ (দ্বিতীয় পাঠ)

নিম্নলিখিত বাক্যের মোটা-হরফে-লেখা পদগুলি লক্ষ্য কর—

১। আমার বহু **সিপাই** তুমি হত্যা করেছ।

২। **মুসলমান** মাত্রেই মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত।

৩। সূর্যাস্ত পর্যন্ত **সবুর** করে দেখুন।

এখানে প্রথম বাক্যের 'সিপাই' পদ দ্বারা একই কাজের বহুলোক বা উহাদের সমষ্টি বুঝাইতেছে।

দ্বিতীয় বাক্যের 'মুসলমান' পদ দ্বারা একই ধর্মের বহুলোক বা একটি জাতি বুঝাইতেছে।

তৃতীয় বাক্যের 'সবুর' পদটি দ্বারা কোন গুণ বুঝাইতেছে। ইহারাও বিশেষ্যপদ।

অর্থাৎ বাক্যের অন্তর্গত যে সকল পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, স্থান, কাজের ভাব, সমষ্টি, জাতি কিংবা গুণ বুঝায়, উহাই **বিশেষ্যপদ**।

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

এভারেস্ট বিজয়

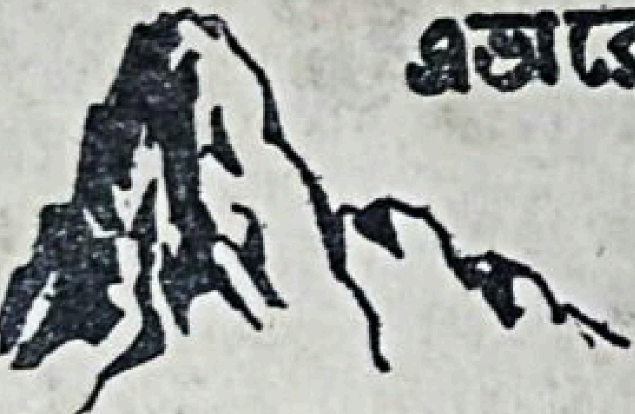

অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অজেয়কে জয় করার চেষ্টা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়াই মানুষ চালাইয়াছে জগতের বড় বড় অভিযান, করিয়াছে যত সব আবিষ্কার। এখন তোমাদিগকে এই রকম এক অভিযানের কথা বলিব।

তোমরা নিশ্চয়ই পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টের নাম শুনিয়াছ। ইহাই পাক-ভারতের বিশাল পর্বত হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ২৯,০২৮ ফুট। ১৮৪৯ সালে রাধানাথ শিকদার নামে একজন বাঙালী ইহার উচ্চতা নির্ণয় করেন এবং তখনকার জরীপ বিভাগের প্রধান পরিচালকের নাম অনুসারে ইহার নাম এভারেস্ট রাখা হয়।

মানুষের জলে স্থলে অবাধ গতির সঙ্গে সঙ্গে এভারেস্ট তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। এই এভারেস্টকে পদানত করিবার জন্য শুরু হইল অভিযান। কিন্তু এই অভিযানে রহিয়াছে নানা বিপদ, অসহনীয় কষ্ট। পর্বতের উপরিভাগ বরফে ঢাকা, মাইলের পর মাইল শুধু বরফ আর বরফ। এত উঁচু জায়গায় বায়ু স্বভাবতঃই থাকে হাল্কা—তাই শ্বাস-প্রশ্বাস

MESBAH-RONY-CHITTAGONG-MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

লইতে খুবই কষ্ট হয়। তদুপরি দুর্গম পথ, তুষার ঝড়, বরফের ধস যে কোন সময় অভিযাত্রী বাহিনীর সকলের মৃত্যু ঘটাইতে পারে। তাই বলিয়া মানুষ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে নাই।

১৯২১ সালে হাওয়ার্ড বেরীর নেতৃত্বে যে অভিযাত্রী দলটি, এভারেস্ট জয় করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ২৫,০০০ ফুটের উর্ধ্বে উঠিতে সমর্থ হন নাই। ১৯২২ ও ১৯২৪ সালে জেনারেল ব্রুসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযান চলে। তৃতীয় অভি-যানে ভারবাহী শ্রমিকেরা সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লইয়া ২৫,০০০ ফুট উপরে উঠিল এবং সেখানে তাঁবু খাটাইল। ম্যালরী ও আরভিন ২৭,০০০ ফুট উঁচুতে অন্য একটি তাঁবু খাটাইলেন। আকাশের অবস্থা ভাল দেখিয়া তাঁহারা যাত্রা শুরু করিলেন। আশা ও আনন্দে অন্যেরা তাঁহাদের

সবুজসাথী

প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ২৮,০০০ ফুটের উপরে উঠিতে গিয়া তাঁহারা হিমালয়ের বুকে চিরদিনের জন্য নিখোঁজ হইলেন।

রাটলেজ, শিপটন, কালভিন প্রভৃতি দুঃসাহসী পর্বত আরোহীদের নেতৃত্বে ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত পর পর কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও কেহই ২৮,০০০ ফুটের উপরে উঠিতে পারেন নাই।

১৯৫২ সালে এভারেস্ট অভিযানে আসে সুইজারল্যাণ্ডের দুইটি দল। প্রথম দলটি ২৮,২১৫ ফুট উপরে উঠিয়া বর্ষার দুর্যোগে নামিয়া আসিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় দলটি ২৮,৫০০ ফুট পর্যন্ত উঠিয়া অক্সিজেন যন্ত্র বিকল হওয়ায় বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসে।

এবার অভিযাত্রীরা পর্বতের এদিক ওদিক ঘুরিয়া অনেক কিছুর সন্ধান পাইলেন; কয়েকটি গিরিপথ আবিষ্কার করিলেন, মাইতি নামক একপ্রকার বাদামী রঙের ভল্লুকের মত জন্তু দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা হিমালয়ের মানুষ, বানর জাতীয় অতিকায় ও হিংস্র তুষার মানবের সন্ধানও পাইলেন। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতিরা মানুষের গোশ্‌ত এবং অতিকায়েরা ইয়াকের গোশ্‌ত খাইয়া থাকে। পূর্ববর্তী অভিযানকারীরা বরফের উপর অতিকায় জীবের পদচিহ্নের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রকৃতি মানুষকে জয়ের পথে যতই বাধা দিয়াছে, মানুষ ততই নূতন উদ্যমে বার বার চেষ্টা করিয়া শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিকে নতি স্বীকার করাইয়াছে।

সবুজ সাথী

১৯৫৩ সালে ব্রিটেনের কর্ণেল হাণ্টের নেতৃত্বে আরম্ভ হয় সফল অভিযান। তের জন অভিযাত্রী লইয়া গঠিত এই দলটি ১০ই মার্চ নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু হইতে যাত্রা আরম্ভ করে। অভিযাত্রীরা পর পর আটটি ঘাটি বা শিবির স্থাপন করিয়া দ্বিমুখী অভিযান শুরু করেন।

এই বিজয় অভিযানে দক্ষিণ দিক হইতে শিখর জয়ের পথে নেতৃত্ব করেন নিউজিল্যাণ্ডের এড্‌মণ্ড হিলারী, সঙ্গে ছিলেন তেন্‌জিং নোরকে। তাঁহাদের ২৫শে মে তারিখের প্রথম বারের চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

* * * * *

২৯শে মে,—শান্ত সমুজ্জ্বল প্রভাতে হিলারী ও তেন্‌জিং আট নম্বর শিবির হইতে রওয়ানা হন। চূড়া অদূরে দেখা যাইতেছে, অথচ এই পথটুকু অতিক্রম করিতে কতই না বেগ পাইতে হইতেছে। কোথায়ও বরফ কাটিয়া, কোথায়ও হামাগুড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হইতেছে। শৃঙ্গের নিকটে আসিয়াছেন—কিন্তু সোজা খাড়াভাবে আর উপরে উঠা যাইতেছে না। এই সময় তাঁহারা দুইজন পরস্পরের সহিত একই রজ্জুতে আবদ্ধ ছিলেন। তুষার-গাত্রে হিলারী যখন কুঠারের সাহায্যে খাঁজ কাটিতে-ছিলেন, তেন্‌জিং-এর হাতে তখন রজ্জু রাখার ভার ছিল। এই দুর্গম দুরারোহ পথ অতিক্রমকালে হিলারী যাহাতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া না যান, সেদিকে নজর রাখিবার দায়িত্ব

MESBAH-RONY-BOOK MOHAMMAD-MUJIBUL CHITTAGONG

ছিল তেন্‌জিং-এর উপর। একবার পর্বত-গাত্রে পা, বুক, হাত ও আঙ্গুলের শক্তি প্রয়োগে, আবার বরফের খাঁজে বুক ও পা ঠেকাইয়া তাঁহারা খুব আস্তে আস্তে উপরে উঠিতে লাগিলেন। শিবির হইতে যাত্রার সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পরে তাঁহারা চূড়ায় উঠিলেন

এবং আনন্দের আতিশয্যে একে অন্যকে জড়াইয়া ধরিলেন। এতদিনের অজেয় এভারেস্ট সেদিন মানুষের পদানত হইল।

এই ২৯শে মে, ১৯৫৩ সাল মানব ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিবস। এই দিনের সঙ্গে স্যার হিলারী ও শেরপা তেন্‌জিং নোরকের নাম মানুষ চিরদিন সগৌরবে স্মরণ করিবে।

এই অভিযাত্রীদলের সাধনা যুগ যুগ ধরিয়া মানুষকে অনুপ্রাণিত করিবে। তোমরাও নিশ্চয় বড় হইয়া অজানা ও অচেনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইবে, অজেয়কে জয় করিবে, দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।

MESBAH-RONY-BOOK- CHITTAGONG -MOHAMMAD-MUJIBUL

শব্দার্থ :

অজেয়—যাহাকে জয় করা যায় না। আদিম—অতি প্রাচীন। প্রবৃত্তি—ইচ্ছা। বশবর্তী—অনুগত। অভিযান—দেশ অথবা অন্য কিছু আবিষ্কার বা জয়ের জন্য সদলবলে গমন। শৃঙ্গ—শিখর। পদানত—পরাজিত। স্বভাবত:—প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী। শ্বাস-প্রশ্বাস—নাসিকা ও ফুস্‌ফুস দ্বারা গৃহীত ও বহিস্কৃত বায়ু, দম লওয়া ও ফেলা। বরফের ধস—চাপে উপর হইতে নীচে পতিত বরফের স্তূপ। অভিযাত্রী বাহিনী—অভিযানকারী দল। নেতৃত্বে—পরিচালনায়। ভারবাহী—ভার বহনকারী। প্রতীক্ষা—অপেক্ষা। অক্সিজেন—বায়ুর একটি উপাদান ; সাধারণ বিশুদ্ধ বায়ুতে অক্সিজেন শতকরা বিশ ভাগ থাকে। অক্সিজেনে শরীরের রক্ত শোধিত হয়। অনেক উপরের বায়ুতে অক্সিজেন কম থাকে বলিয়া উপরে উঠিতে কৃত্রিম বা তৈরী অক্সিজেন যন্ত্রে পূর্ণ করিয়া সঙ্গে নেওয়া হয়। অতিকায়—প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট। ইয়াক—পার্বত্য অঞ্চলের গো-জাতীয় প্রাণী। পদচিহ্ন—পায়ের দাগ। প্রকৃতি—স্বভাব। উদ্যম—উৎসাহ। নতি স্বীকার—নত হওয়া ; মানিয়া লওয়া। সদস্য—সভ্য। দ্বিমুখী—দুইদিকে গমনকারী। ব্যর্থ—বিফল। সমুজ্জ্বল—উত্তমরূপে আলোকিত। দুরারোহ—অতি কষ্টে উঠা যায় যাহাতে। আতিশয্য—আধিক্য। স্মরণীয় দিবস—মনে রাখার দিন। অনুপ্রাণিত—প্রেরণা সঞ্চারিত।

অনুশীলনী

১। (ক) এভারেস্ট কি? উহা কোথায় অবস্থিত? (খ) পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোন্‌টি? ইহার উচ্চতা কত? (গ) মানুষ কখন সর্ব-প্রথম ঐ চূড়ায় উঠিতে চেষ্টা করিল? (ঘ) কখন, কে কে সর্বপ্রথম ঐ চূড়ায় উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন?

২। এভারেস্ট অভিযানকারীদের কোন্ দল কখন কাহার নেতৃত্বে অভিযান চালাইয়াছিল?

৩। (ক) অভিযাত্রীরা হিমালয়ে কি কি নূতন প্রাণীর সন্ধান পাইয়াছিলেন? (খ) হিলারী ও তেন্‌জিংকে আট নম্বর শিবির হইতে শেষ পর্যায়ে কিরূপে উপরে উঠিতে হইয়াছিল? (গ) তাঁহারা দুইজনে একই সময়ে উপরে উঠিয়াছিলেন—কিরূপে বুঝা যায়?

৪। ভালরূপে বুঝাইয়া দাও:—'২৯শে মে, ১৯৫৩ সাল মানব ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিবস'।

৫। নিম্নের উক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ, তাহার ডানদিকে 'শু' এবং যেগুলি অশুদ্ধ, তাহার ডানদিকে 'অ' লিখ:—

(ক) হিলারী যাহাতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া না যান, সে দিকে নজর রাখিবার দায়িত্ব ছিল তেন্‌জিং-এর উপর।

(খ) তাঁহারা দুইজনে একে অন্যকে জড়াইয়া ধরিয়া নীচে হইতে চূড়ায় উঠিয়াছিলেন।

(গ) ব্রিটেনের কর্ণেল হাণ্টের নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালের অভিযান আরম্ভ হয়।

(ঘ) তৃতীয় অভিযানে ম্যালরী ও আরভিন ২৭,০০০ ফুট উপরে উঠিয়া একটি তাঁবু খাটাইলেন।

(ঙ) পর্বতের উঁচু স্থানে বায়ু স্বভাবতঃই ভারী থাকে।

ব্যাকরণ : সর্বনামপদ

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পড় এবং মোটা-হরফে-লেখা পদগুলি লক্ষ্য কর:—

১। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **এভারেস্ট**।

২। **ইহা** রাধানাথ শিকদার আবিষ্কার করেন।

সবুজসাথী

৩। **তিনি** ছিলেন জরীপ বিভাগের কর্মচারী।

এখানে প্রথম বাক্যের 'এভারেস্ট' যেহেতু একটি পর্বতচূড়া (স্থান)-এর নাম; কাজেই উহা বিশেষ্যপদ।

দ্বিতীয় বাক্যের 'ইহা' পদটি এভারেস্ট এই বিশেষ্যপদের পরিবর্তে বসিয়াছে।

এই দ্বিতীয় বাক্যেরই রাধানাথ শিকদার যেহেতু কাহারও নাম, কাজেই উহা বিশেষ্যপদ। তৃতীয় বাক্যে 'তিনি' পদটি রাধানাথ শিকদারের নামের পরিবর্তে বসিয়াছে।

এইভাবে বাক্যের মধ্যে বিশেষ্যপদের পরিবর্তে যে সকল পদ ব্যবহৃত হয়, তাহাই **সর্বনামপদ**।

আবার দেখ, বিশেষ্যপদের উল্লেখ না করিয়াও সর্বনামপদের ব্যবহার হইতে পারে। যেমন—

হিমালয়ের উপরে উঠা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে কেহ কেহ যে না উঠিয়াছেন তাহাও নয়।

যাহারা চেষ্টা করে, তাহারা সফলকাম হয়।

কে কিসে সাফল্যলাভ করিবে, কেউ জানে না।

এইরূপ ক্ষেত্রে আগে বিশেষ্যের উল্লেখ না থাকিলেও বাক্যের অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। যেমন—

সকলের—অর্থ বহুলোকের (কাহারও নাম বলা হয় নাই)।

কেহ কেহ—অর্থ—কোন কোন ব্যক্তি (এখানেও নাম বলা হয় নাই)।

যাহারা—তাহারা ,, ঐ ঐ

কে এবং কিসে—দ্বারা প্রশ্ন বুঝাইতেছে।

অর্থাৎ যে সকল পদ বিশেষ্যের পরিবর্তে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাই **সর্বনামপদ**।

সবুজসাথী

MESBAH—RONY—BOOK—MOHAMMAD—MUJIBUL—CHITTAGONG

সুরমা নদীর আত্মকথা

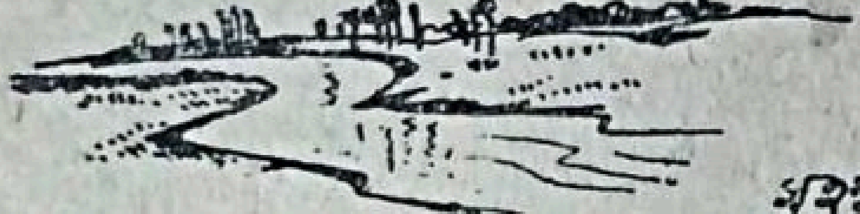

মুহম্মদ আবদুল হাই

আমার নাম সুরমা। কিন্তু তাই বলিয়া আমি চোখে দিবার সুরমা নই। আমি একটি নদী। আমি তোমাদের চোখকে সুন্দর করতে পারি না; কিন্তু আমি যাহা করি তাহাতে তোমাদের কম উপকার হয় না।

পূর্ব-পাকিস্তানের এক প্রান্তে আমার বাস। একটি কোণে পড়িয়া থাকিলেও সারা দেশেরই আমি উপকার করিয়া থাকি। আমার আদি বাস ছিল আসামে। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্তে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার জন্মের পর আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, একদিন না একদিন আসামের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ জুড়িয়া পাক-ভূমি পূর্ব-পাকিস্তানের জন্ম হইবে। পূর্ব-পাকিস্তানের মাটির পরশ পাইবার জন্য তাই আমি সেদিন হযরত শাহ্ জালালের ভূমি জালালাবাদে প্রবেশ করি। জালালাবাদকে তখন শ্রীহট্ট বলা হইত। হযরত শাহ্ জালাল এখানে আসিবার পর হইতে ইহা—শ্রীহট্ট, সিল্‌হট্‌ (সিলেট) ও জালালাবাদ—এই তিন নামে সকলের কাছে পরিচিত।

আসামের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সিল্‌হটে আমি তোমাদের দেশে প্রবেশ করিলাম। তোমাদের দেশে প্রবেশ

MESBAH—RONY—SOFOL CHITTAGONG MUHAMMAD—MUJIBUR

করিবার পূর্বে আমার নাম ছিল 'বরাক'—ইহা আমার শৈশবের নাম। তাই বড় আদুরে নাম। তোমাদের ভালো লাগে না? এই নামেই আমি আসামের কাছাড় জিলার ভিতর দিয়া পথ বহিয়া চলিতেছিলাম। কিন্তু বদরপুরের মাইল কয়েক পশ্চিমে ভাঙ্গার বাজার নামক একটি জায়গার কাছে পৌঁছিয়া আমি সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেলাম। এই স্থান হইতে সিলেটের দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবাহিত আমার শাখার নাম হইল সুরমা।

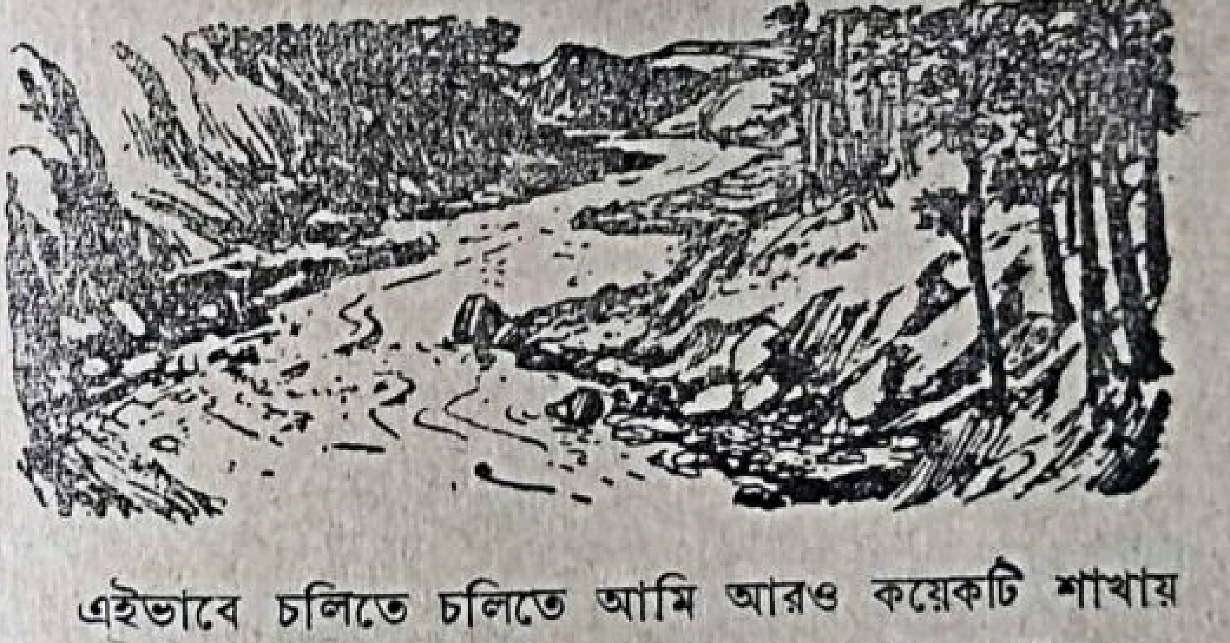

এইভাবে চলিতে চলিতে আমি আরও কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যাই এবং মার্কুলি নামক স্থানে আসিয়া কুশিয়ারার সঙ্গে আবার মিলিত হইয়া মেঘনা নাম ধারণ করি। এখান হইতে মেঘনা নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হই এবং ভৈরব বাজারের কাছে আসিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশিয়া যাই। আমার জন্মস্থান হইতে এ পর্যন্ত আসিতে আসিতে কখন যে বড় হইয়া উঠিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। ইহারই মধ্যে

সবুজসাথী

আমি পাঁচ শত মাইল পথ পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি। এবার বুঝিতে পারিতেছি আমার ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই। আমি শুধু বহিয়াই চলি। কোথায়ও বিশ্রাম করি না।

আর সব নদীর মত আমি নিরীহ নই। শ্রীহট্ট জিলায় আমি খুব গভীর নই। সেইজন্য আমি এখানে বেশ কিছু উৎপাত করি। রাগ করিলে আমার মন-মেজাজ খারাপ হইয়া যায়।

বর্ষার সময় কেন জানি না, আমার মন-মেজাজ ঠিক থাকে না। অথৈ পানিতে আমার সমস্ত শরীর ভরিয়া উঠে। তারই

আবেগে বন-বাদাড়, মাঠ-ঘাট আর মানুষ-জন সবাইকে আমি ভাসাইয়া দেই। ইহাতে আমার দুই পার্শ্বে যাহারা বাস করে তাহাদের খুব কষ্ট হয়। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে দেখা যায়, ইহার ফল খুবই ভাল হইয়াছে। দুই পার্শ্বের জমিতে

সবুজসাথী

পলিমাটি পড়িয়াছে। জমি খুব উর্বর হইয়াছে। সেই পলিমাটির জমিতে খুব ভাল ফসল হইয়াছে। সেখানকার মানুষ খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়াছে।

তোমরা মানুষ জাতি। তোমরা বড় ভাল লোক নও। আমার শরীর ভরিয়া কোথাও যদি পানি উপচাইয়া পড়ে অমনি তোমরা বন্যার কথা মনে কর। সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই পাশ ঘিরিয়া বাঁধ বাঁধিতে উদ্যত হও। এ কারণে আমার দক্ষিণদিক দিয়া কোথাও কোথাও উঁচু পথ তৈরি করিয়াছ। তাহাতে আমাকে শান্ত করিতে পারিয়াছ কি ?

তবু আমি তোমাদের কত উপকার করি। আমারই পাড়ে পাড়ে তোমরা গ্রাম, হাট, বাজার, গঞ্জ, শহর গড়িয়াছ। আমার পাশ দিয়া কানাইর ঘাট, সিলেট, ছাতক, দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ প্রভৃতি বড় বড় গঞ্জ গড়িয়াছ তোমরাই। এই সব জায়গায় ঘর বাঁধ, বাস কর, চাষাবাদ কর, বেচাকেনা কর, ফসল ফলাও, স্কুল কর, মসজিদ গড়। এইভাবে তোমরা সভ্যতা গড়িয়া তোল।

আবার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত—বছরের ছয় ঋতুতেই আমার বুকের উপর দিয়া বহু নৌকা পাল তুলিয়া দূর দূরান্তে চলিয়া যায়। নৌকার পালগুলি রং-বেরং-এর। পালে যখন হাওয়া লাগে তখন নৌকাগুলি ছুটিয়া চলে—এই শোভা দেখিয়া বিদেশীদের চোখ জুড়ায়, আর এদেশের লোকের আনন্দের এবং গর্বের শেষ থাকে না। যেখানে আমি পাহাড়-

পর্বতের ভিতর দিয়া বহিয়া যাই, তাহার দুই পাশ দিয়া ঘন বন সবুজে-শ্যামলে জড়াজড়ি করিয়া সৌন্দর্যের প্লাবন বহাইয়া দেয়। একবার সেই শোভা দেখিলে মানুষ কখনও তাহা ভুলিতে পারে না।

শব্দার্থ :—

আত্মকথা—নিজ জীবনের কথা। আদি বাস—প্রথম থাকিবার জায়গা ; জন্মস্থান। হিমালয়—পাক-ভারতের উত্তরে অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পর্বতমালা—এই পর্বতশ্রেণী হইতে সিন্ধু, গঙ্গা বা পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা প্রভৃতি অনেক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। হযরত শাহ্ জালাল—একজন বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক, প্রসিদ্ধ ওলী ও দরবেশ ছিলেন। সিলেটে তাঁহার মাজার শরীফ আছে। জালালাবাদ—হযরত শাহ্ জালালের নামানুসারে সিলেটের অন্য নাম। প্রবাহিত—যাহা বহিয়া চলিয়াছে। সুরমা—বরাক নদীর শাখা। কুশিয়ারা—বরাক নদীর অপর শাখার নাম। মেঘনা—পূর্ব পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ নদী। নিরীহ—শান্ত ; নির্বিরোধ। অথৈ—অগাধ। বন-বাদাড়—বন-জঙ্গল। পলিমাটি—বন্যায় ঘোলা পানির তলানি। উর্বর—ভাল ফসল ফলে এমন। উপচাইয়া পড়ে—ছাপাইয়া পড়ে। চোখ জুড়ায় —দেখিতে খুব ভাল লাগে। শ্যামল—ঘন সবুজ। প্লাবন—বন্যা।

MESBAH—RONY—EYOB—MOHAMMAD—MUJIBUL CHITTAGONG

অনুশীলনী

১। (ক) সুরমা নদী কোন্ কোন্ দেশ ও স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে? (খ) সুরমা নদীর তীরে কোন্ কোন্ শহর ও নদীবন্দর আছে? (গ) এই নদীর সহিত অন্য কোন্ কোন্ নদীর সংযোগ আছে? (ঘ) এই নদী দ্বারা আমাদের কি উপকার হইতেছে? (ঙ) মাঝে মাঝে নদীতে বন্যার ফলে আমাদের কি অবস্থা হয় বর্ণনা কর।

২। সুরমা নদীর আত্মকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। আমাদের দেশে নৌকাভ্রমণ আনন্দদায়ক কেন? একটি নৌকাভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। ব্যাখ্যা কর:—

(ক) হযরত শাহ্ জালাল এখানে আসিবার পর হইতে ইহা শ্রীহট্ট, সিল্‌হট্ট ও জালালাবাদ এই তিন নামে সকলের কাছে পরিচিত। (খ) এইভাবে তোমরা দেশের সভ্যতা গড়িয়া তোল।

৫। নীচের ভুল উত্তরের উপর '×' চিহ্ন দাও।

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) মানুষ কোন্ জাতীয়?	জন্তু, প্রাণী।
(খ) পানিতে কি বাস করে?	মানুষ, মাছ, পাখী।
(গ) সুরমা কিসের নাম?	নদীর, মাছের, শহরের।
(ঘ) নদীতে কি চলে?	মোটর গাড়ী, রেল গাড়ী, জাহাজ।

ব্যাকরণ: বিশেষণপদ

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পড় এবং মোটা-হরফে-লেখা পদগুলি লক্ষ্য কর:—

১। আমার নাম সুরমা; আমার **আদি** বাস ছিল আসামে।

২। অন্য সব নদীর মতই আমি **নিরীহ**।

৩। আমার **দুই** তীরের জমি খুব উর্বর।

৪। তোমরা আমার দক্ষিণ দিকে **উঁচু** পথ তৈরি করিয়াছ।

৫। রাগ করিলে আমার মন-মেজাজ **খারাপ** হইয়া যায়।

MESBAH—RONY CHITTAGONG

এবার দেখ :—

প্রথম বাক্যের আদি পদটি 'বাস' (বাসস্থান) বিশেষ্যের গুণ প্রকাশ করিতেছে।

দ্বিতীয় বাক্যের—নিরীহ পদটি 'আমি' সর্বনামের গুণ প্রকাশ করিতেছে।

তৃতীয় বাক্যের—দুই পদটি 'তীর' বিশেষ্যের সংখ্যা বুঝাইতেছে।

চতুর্থ বাক্যের—উঁচু পদটি 'পথ' বিশেষ্যের অবস্থা বুঝাইতেছে।

পঞ্চম বাক্যের—খারাপ পদটি 'মন-মেজাজ' বিশেষ্যের দোষ বুঝাইতেছে।

এই মোটা-হরফে-লেখা পদগুলিই **বিশেষণপদ**।

অর্থাৎ যে পদ বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ, সংখ্যা, অবস্থা ইত্যাদি প্রকাশ করে তাহাই **বিশেষণপদ**।

[বিশেষণপদ সম্বন্ধে ষষ্ঠ শ্রেণীতে আরও জানিতে পাইবে।]

সবুজসাথী

ভোট দিব কাকে ?

বহুদিন পর নির্বাচন হইবে। আজ দুই তিন দিন যাবৎ গ্রামে গ্রামে ভোট সংগ্রহের তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে।

সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কলীম মিঞা হুঁকা হাতে কেবল বাঙলা ঘরটায় আসিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় গ্রামের সৎ ও বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত ফারুক ঘরে ঢুকিল। কলীম মিঞাকে সামনে দেখিয়া সালাম দিয়া সে বলিল, "কেমন আছেন চাচাজী ?" তাহার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছাত্র ও কৃষক শ্রেণীর লোক।

কলীম মিঞা এ গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন কৃষক। সামান্য লেখাপড়া জানেন, জ্ঞানও রাখেন ভাল। তিনি তাঁহার পাড়ার একজন বড় মাতব্বর। পাড়ার সকলেই তাঁহাকে মান্য করে এবং তাঁহার কথায় উঠে বসে।

কলীম মিঞা সালামের জবাব দিয়া, সকলকে বসিতে বলিয়া ফারুকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি মিঞা, একেবারে যে দলবল লইয়া আসিয়াছ। সমিতি-টমিতি করিতেছ নাকি ? চাঁদা দিতে হইবে বুঝি ?"

সবুজপাতা

MESBAH—RONY—CHITTAGONG—JOY—BANGLA—MUJIB—JOYBANGLA

ফারুক বলিল, ''জী না, সমিতি নয়। আসল কথা হইল —এই ইউনিয়নের মেম্বার হওয়ার জন্য আমাদের গ্রাম হইতে আজীজ মিঞা সাহেব দাঁড়াইয়াছেন। তিনি শিক্ষিত, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। আমাদের ভোটগুলি তাঁহাকে দিলে কেমন হয়?''

ভোটের কথা শুনিয়াই কলীম মিঞা রাগিয়া আগুন হইয়া বলিলেন, "ভোটের কথা আর বলিও না ; কত ভোটই ত দিলাম, কিন্তু কাজ কি হইয়াছে? গতবার সকলে ভোট দিয়া আজহার মিঞাকে মেম্বার করিলাম। তিনিও তখন বলিয়াছিলেন, মেম্বার হইয়া গ্রামে পানির কল দিবেন, যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট ঠিক করিয়া দিবেন, আরও কত কি করিবেন। কৈ, দিলেন না তো? কাজেই ভোট আমি আর কাহাকেও দিব না এবং এই পাড়ার আর কাহাকেও ভোট দিতে দিব না।''

MESBAH-RONY-BOOK-MUJIB-HABIB CHITTAGONG

ফারুক বলিল, "আগে যাঁহারা মেম্বার হইয়াছিলেন এবং এখন যাঁহারা মেম্বার হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। এখন আমাদের দেশে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা রহিয়াছে। কাজেই এখন মেম্বাররা দেশের কাজ না করিয়া পারিবেন না।"

কলীম মিঞা—মৌলিক গণতন্ত্র! সে আবার কি জিনিস?

ফারুক—আপনি বুঝি নূতন শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুই শুনেন নাই? আচ্ছা, তাহা হইলে জিনিসটা একটু খুলিয়া বলি—

জনসাধারণ দ্বারা চালিত শাসন-ব্যবস্থাকে বলে গণতন্ত্র। এই ব্যবস্থায় দেশের কাজ করিবার জন্য লোক-নির্বাচন বর্তমানে গ্রাম হইতেই আরম্ভ হইবে, কারণ গ্রামই দেশের মূল বা ভিত্। এই জন্যই ইহাকে 'মৌলিক গণতন্ত্র' বলে।

পূর্বেও গণতন্ত্র ছিল, কিন্তু তখন পল্লীঅঞ্চলে প্রতি দেড় হাজার হইতে দুই হাজার অধিবাসীর একটি নির্বাচনী এলাকা হইতে একজন মেম্বার নিযুক্ত হইবার নিয়ম ছিল। বর্তমানে মৌলিক গণতন্ত্রে সাধারণতঃ এক হাজার লোকের মধ্য হইতে একজন মেম্বার নিযুক্ত হন।

কলীম মিঞা—জিনিসটা তো ভাল বলিয়াই মনে হয়। ইহা আর কি ভাবে গঠন করা হইবে?

ফারুক—মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মোটামুটি চারিটি ভাগ থাকিবে। গ্রামে ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং শহরে শহর

কমিটি। কতকগুলি ইউনিয়ন কাউন্সিল বা শহর কমিটিকে কেন্দ্র করিয়া পরে থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল এবং বিভাগীয় কাউন্সিল গঠিত হয়।

কলীম মিঞা—ইউনিয়ন কাউন্সিল কি ভাবে গঠিত হইবে?

ফারুক—প্রত্যেক ইউনিয়নের প্রতি এক হাজার লোকের মধ্য হইতে একজন করিয়া মেম্বার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইবেন। প্রত্যেক ইউনিয়নে মেম্বার থাকিবেন দশ হইতে পনর জন। এই দশ-পনর জন মেম্বার তাঁহাদের মধ্য হইতে ভোট দ্বারা একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবেন। এই ভাবে চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণকে লইয়া ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হইবে। ইহার কার্যকালের মেয়াদ সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর। শহর কমিটির নির্বাচনও একই নিয়মে হইবে।

কলীম মিঞা—ইউনিয়ন কাউন্সিলের কাজ কি কি?

ফারুক—নিজ নিজ এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, রাস্তা-ঘাট, পুকুর, খাল-বিল ও হাট-বাজারের উন্নতি করা, শিক্ষার উন্নতি ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, অধিবাসীদের স্বাস্থ্য-রক্ষা ও পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাস ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। মোটের উপর, ইউনিয়নের উন্নতির জন্য যাহা কিছু করা দরকার, সবই তাঁহাদের করিতে হইবে।

কলীম মিঞা—থানা ও অন্যান্য কাউন্সিল সম্বন্ধেও কিছু বল, শুনি।

MESBAH—RONY সবুজ সাথী MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

ফারুক—প্রত্যেক থানার জন্য একটি করিয়া থানা কাউন্সিল থাকিবে। থানার অধীনে যতগুলি ইউনিয়ন থাকিবে, তাহাদের চেয়ারম্যানগণ, স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত কিছু সংখ্যক উপযুক্ত লোকের দ্বারা থানা কাউন্সিল গঠিত হইবে। এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সংখ্যা সরকার মনোনীত মেম্বারদের মোট সংখ্যা হইতে কম হইবে না। মহকুমা হাকিম থানা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হইবেন। ইহার প্রধান কাজ হইল ইউনিয়ন কাউন্সিল ও শহর কমিটির কার্যাবলীর সংযোগ রক্ষা করা।

ইহার পর প্রত্যেক জিলায় একটি জিলা কাউন্সিল ও প্রত্যেক বিভাগে একটি বিভাগীয় কাউন্সিল থাকিবে।

কলীম মিঞা—আজ থাকুক। তোমাদের কাজের অনেক দেরী করিয়া ফেলিলাম। অন্য একদিন আসিও, তোমার কাছ হইতে অন্যান্য কাউন্সিলগুলি সম্বন্ধেও জানিয়া লইব।

ফারুক—কিন্তু চাচাজী, আজীজ মিঞা সাহেবকে আমাদের ভোটগুলি দিব কিনা, সে সম্বন্ধে তো কিছুই বলিলেন না?

কলীম মিঞা—তা কি আবার বলিতে হইবে? আমি তো ভোট দিবই, তা'ছাড়া পাড়ার সকলেই যাহাতে আজীজ মিঞাকে ভোট দেয়, তাহার ব্যবস্থা করিব। এ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

শব্দার্থ :—

নির্বাচন—বাছিয়া লওয়া। অবস্থাপন্ন—ধনবান। জ্ঞানী—যাহার জ্ঞান আছে। শাসনব্যবস্থা—শাসন প্রণালী। জনসাধারণ—দেশের সাধারণ লোক। পল্লীঅঞ্চল—গ্রাম অঞ্চল। প্রার্থী—যে প্রার্থনা বা আবেদন করে। জন-দরদী—সাধারণ লোকের প্রতি দরদ বা মমতা আছে যাহার। শৃঙ্খলা—নিয়ম; সুব্যবস্থা। আধুনিক—বর্তমান কালের। মনোনীত—যাহাকে নির্বাচন করা হইয়াছে। সংযোগ সাধন—মিলন বা যোগাযোগ সাধন।

অনুশীলনী

১। (ক) ফারুক ভোটের কথা বলিতেই কলীম মিঞা রাগিয়া উঠিলেন কেন? (খ) মৌলিক গণতন্ত্র বলিতে কি বুঝ? (গ) মৌলিক গণতন্ত্রের কয়টি ধাপ ও কি কি? (ঘ) ইউনিয়ন কাউন্সিল কিভাবে গঠন করা হয়? (ঙ) ইহার প্রধান কাজ কি কি? (চ) থানা কাউন্সিল কিভাবে গঠন করা হয়? (ছ) ইহার প্রধান কাজ কি?

২। ভুল অংশ কাটিয়া দাও :—

(ক) ইউনিয়ন কাউন্সিলে মেম্বার থাকে—১০/১৫/২০/২৫ জন।

(খ) ইহাদের মেয়াদকাল—৫/৭/১০ বৎসর।

(গ) থানা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান থানার বড় দারোগা/মহকুমা হাকিম/জিলা ম্যাজিস্ট্রেট।

(ঘ) ইউনিয়নে একজন মেম্বার নির্বাচিত হইবেন—প্রতি এক হাজারে/দশ হাজারে/বিশ হাজারে।

(ঙ) মৌলিক গণতন্ত্রে প্রকৃত জন-দরদীকে চিনা—কঠিন হইবে/সহজ হইবে/কিছুই হইবে না।

MESBAH—RONY সবুজসাথী MOHAMMAD—MUKUL

৩। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) এই ব্যবস্থায় দেশের....মূল বা ভিত্।

(খ) ভোটপ্রার্থীরা ....সহজ হইবে।

৪। এক কথায় প্রকাশ কর :—

(ক) জ্ঞান আছে যাহার।

(খ) যে আবেদন বা প্রার্থনা করে।

(গ) দেশের সাধারণ লোক।

(ঘ) জনসাধারণের প্রতি দরদ আছে যাহার।

(ঙ) যাহা বর্তমান কালের।

৫। বাক্য রচনা কর :—

তোড়জোড়, দলবল, কথায়, উঠাবসা, রাগে আগুন, জন-দরদী।

ব্যাকরণঃ অব্যয়পদ

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পড় এবং মোটা-হরফে-লেখা পদগুলি লক্ষ্য কর :—

১। তিনি জ্ঞানী **ও** বুদ্ধিমান।

২। ভোট আমি কাহাকেও দিব না **এবং** আর কাহাকেও ভোট দিতে দিব না।

এই বাক্য দুইটির প্রথমটিতে **ও** পদটি 'জ্ঞানী' এবং 'বুদ্ধিমান' এই দুইটি পদের সংযোগ সাধন করিতেছে বা জোড় লাগাইতেছে।

দ্বিতীয় বাক্যটিতে **এবং** পদটি (১) **আমি কাহাকেও ভোট দিব না** ও (২) **আর কাহাকেও ভোট দিতে দিব না**—এই দুইটি বাক্যের সংযোগ সাধন করিতেছে।

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD MUJIB

সবুজ সাথী

আবার দেখ—

১। আজহার **কিংবা** তুমি মেম্বার হও।

২। আপনি আমাদেরে কথা দেন **নতুবা** আমরা যাইব না।

এখানে কিংবা পদটি 'আজহার' এবং 'তুমি' পদ দুইটিকে পৃথক করিয়া দিতেছে।

নতুবা পদটি **আপনি আমাদেরে কথা দেন** এবং **আমরা যাইব না**—এই দুইটি বাক্যকে পৃথক করিয়া দিতেছে (বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটাইতেছে।)

এইরূপে যে পদ বাক্যের অন্তর্গত দুইটি পদ অথবা দুইটি পূর্ণ বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সাধন করে, তাহাই **অব্যয়পদ**।

অব্যয়পদের আরও রকমভেদ আছে। উহা পরবর্তী শ্রেণীতে জানিতে পারিবে।

সবুজসাথী

চাঁদের দেশে মানুষ

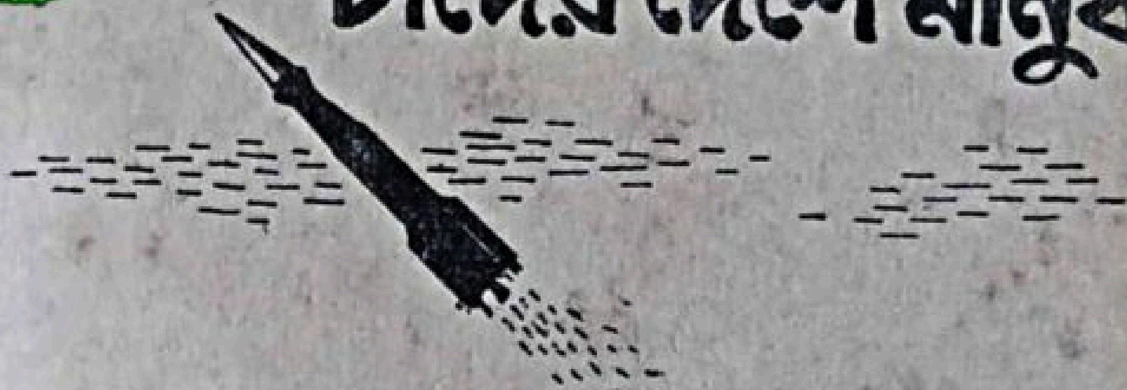

পাখীকে নীল আকাশে উড়িতে দেখিয়া একদিন মানুষের সাধ হইয়াছিল, সে আকাশে উড়িবে। তাহার সে সাধ পূর্ণ হইল। উড়োজাহাজ মানুষের আকাশে বিচরণ করিবার সাধ মিটাইল। কিন্তু শুধু শূন্য আকাশে বিচরণ করিয়াই মানুষ তৃপ্ত হইল না।

মানুষের আশার শেষ নাই, চেষ্টারও বিরাম নাই। এখন তাহার ইচ্ছা হইয়াছে, সে মহাশূন্যে পাড়ি দিয়া চাঁদের দেশে যাইবে, চাঁদে কি আছে না আছে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। এজন্য সে নানা পন্থা আবিষ্কার করিতেছে।

রাশিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা চাঁদে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা রকেট তৈরি করিয়া পরীক্ষার জন্য সেগুলিকে শূন্যে প্রেরণ করিতেছেন। রাশিয়া প্রথমে শূন্যে রকেট পাঠায় ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। এই রকেটটি ঘণ্টায় আঠার হাজার মাইল বেগে, পৃথিবী হইতে প্রায় ৫৬৪ মাইল উর্ধ্বে থাকিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। ইহাতে কোন প্রাণী ছিল না।

ইহার প্রায় দুই মাস পরে রাশিয়ার দ্বিতীয় রকেটটি আকাশে পাঠান হয়। ইহার আরোহী ছিল 'লাইকা' নামে

MESBAH—RONY—E-BOOK
CHITTAGONG
MOHAMMAD—MUJIBUL

একটি কুকুর। লাইকা প্রথম প্রাণী, যে রকেটে চড়িয়া মহাশূন্যে উঠিয়াছিল। মহাশূন্যে উঠিলে প্রাণীদের কি অবস্থা হয় তাহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই কুকুরটিকে শূন্যে পাঠান হয় এবং পরে সুস্থদেহে ইহাকে পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনা হয়। ১৯৫৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রাশিয়া কর্তৃক প্রেরিত প্রাণীহীন একটি রকেট চাঁদে গিয়া পৌঁছে।

গ্যাগারিন

১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল মহাশূন্য অভিযানের একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিনটিতেই রকেটে চড়িয়া মানুষ প্রথম মহাশূন্যে উঠিতে সমর্থ হয়। ঐ দিনেই রাশিয়ার মেজর গ্যাগারিন ভূ-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় দুইশত মাইল উপর দিয়া ঘণ্টায় সতর হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া ৮৯ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে পৃথিবী ঘুরিয়া আসেন। শূন্যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ছিলেন এবং ছুটিয়া চলার সাথে সাথে তিনি শূন্যে কখন কি অবস্থায় ছিলেন, সে সংবাদও বেতারযোগে পৃথিবীতে পাঠান। ১০৮ মিনিট কাল মহাশূন্যে থাকিয়া তিনি পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করেন। ১৯৬৮ সালের ২৭ শে মার্চ তিনি মস্কোর নিকটে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

গ্যাগারিনের মহাশূন্যে অভিযানের পর আমেরিকাও মহাশূন্যে মানুষ প্রেরণ করে। ১৯৬২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকার জন গ্লেন মহাশূন্যে যাত্রা করেন এবং প্রতি ৯০ মিনিটে একবার করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

১৯৬৩ সালের জুন মাসে রাশিয়া একই সঙ্গে দুইজনকে দুইটি রকেটে করিয়া মহাশূন্যে প্রেরণ করে। তাঁহাদের

মিস্ ভ্যালেন্তিনা

একজন হইলেন আটাইশ বৎসর বয়স্ক কর্নেল বাইকোভস্কি, অন্যজন ছাব্বিশ বৎসর বয়স্কা মিস্ ভ্যালেন্তিনা। বাইকোভস্কি পাঁচ দিনে বিরাশি বার এবং ভ্যালেন্তিনা তিন দিনে উনত্রিশ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া সুস্থ দেহে ভূ-পৃষ্ঠে ফিরিয়া আসেন। বাইকোভস্কি অধিক সংখ্যক বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া

সবুজ সাথী

নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। ভ্যালেন্তিনাই প্রথম মহিলা যিনি রকেটে চড়িয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। তাঁহার পূর্বে আর কোন মহিলাকে মহাশূন্যে পাঠান হয় নাই।

মানব জাতির ইতিহাসে ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুলাই এক অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে তিনজন মানবসন্তান এক দুঃসাহসিক অভিযানে মহাশূন্য পাড়ি দেন। এই তিনজন নভোচারী হইলেন নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন-ই-অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স। ইঁহারা হইলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। ২০শে জুলাই নীল আর্মস্ট্রং প্রথমে এবং এডউইন-ই-অলড্রিন পরে মাইকেল কলিন্সের সহযোগিতায় চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। মাইকেল কলিন্স নভোযানে থাকিয়া অন্য দুইজনের চন্দ্রে অবতরণ নিয়ন্ত্রণ করেন। মহাবিস্ময়ে সারা পৃথিবী জানিতে পারিল যে, পৃথিবীর মানুষ চন্দ্র জয় করিয়াছে। এই পৃথিবী হইতে বহুলোক টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রথম দুইজন নভোচারীর চন্দ্রে অবতরণ এবং তৃতীয় নভোচারীর মূলযানে বসিয়া অন্য দুইজন নভোচারীর চন্দ্রে অবতরণ নিয়ন্ত্রণের দৃশ্য

নীল আর্মস্ট্রং

MESBAH — ROKY
সবুজসাথী
MUHAMMAD — MUJIBUL — HAQUE

অবলোকন করিল। রূপকথার দেশ চন্দ্ররাজ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের করায়ত্ত হইল।

আর্মস্ট্রং এবং এডউইন-ই-অলড্রিন একযোগে চন্দ্রপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেন এবং বৈজ্ঞানিক কার্য পরিচালনা করার জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠ

এডউইন-ই-অলড্রিন

হইতে মাটি ও অন্যান্য চন্দ্রশিলা সংগ্রহ করেন। তাঁহারা চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ছবি পাঠান। তারপর তাঁহারা মাইকেল কলিন্সের সঙ্গে মূলযানে মিলিত হইয়া পৃথিবীর উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা করেন। এই তিনজন নভোচারী চন্দ্র জয় করিয়া ২৩শে জুলাই নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহারা চাঁদের বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া

আনিয়াছেন। বর্তমানে এইগুলি লইয়া পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলিতেছে।

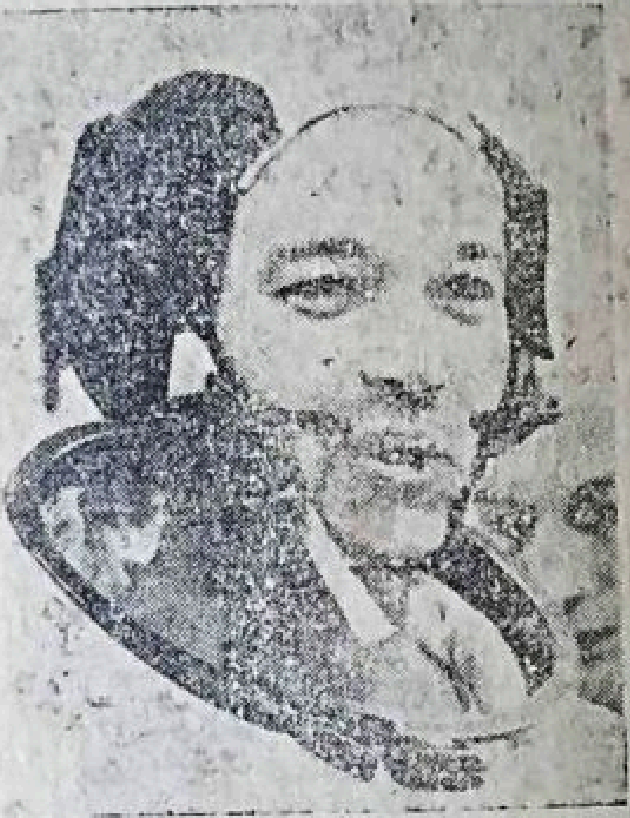

মাইকেল কলিন্স

অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এই পরীক্ষা-নীরিক্ষা হইতে চাঁদের রহস্য সম্পর্কে অনেক খবর পাওয়া যাইবে।

এখন পৃথিবীর অনেক দেশই রকেট তৈরির ব্যাপারে মাতিয়া উঠিয়াছে। আমাদের পাকিস্তানও নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকে নাই। পাকিস্তানী বিজ্ঞানীরা ১৯৬২ সালে 'রাহ্‌বার—১' ও 'রাহ্‌বার—২' নামক ছু'টি এবং ১৯৬৩ সালে 'রাহ্‌বার—৩' নামক একটি রকেট শূন্যে নিক্ষেপ করেন। এইগুলিতে মানুষ বা কোন প্রাণী ছিল না। তবে আশা করা যায়, পাকিস্তানও অদূর ভবিষ্যতে মনুষ্যবাহী রকেট শূন্যে পাঠাইতে সক্ষম হইবে।

MESBAH—RONY—TECH—MOHAMMAD CHITTAGONG

শব্দার্থ :—

বিচরণ—ইতস্তত: ভ্রমণ। পন্থা—পথ ; কৌশল। প্রদক্ষিণ—পরিভ্রমণ ; চতুর্দিক ঘুরিয়া ভ্রমণ। স্মরণীয়—স্মরণ করিবার যোগ্য। অবতরণ—নামা। করতলগত—হাতের মুঠায় অর্থাৎ অধিকারে। অবিস্মরণীয়—যাহা ভুলিতে পারা যায় না। দু:সাহসিক—অগম সাহসের কাজ। নভোযান—মহাশূন্যচারীরা যে যানে চড়িয়া আকাশে পাড়ি দেন। চন্দ্রতরী—নভোচারীরা চাঁদে নামার জন্য নৌকার মত যে যানটি ব্যবহার করেন। অবলোকন—দর্শন, দেখা। করায়ত্ত—হস্তগত ; অধীনে আসা। চন্দ্রশিলা—চাঁদের মধ্যে পাথরের যে সমস্ত টুকরা রহিয়াছে। প্রত্যাবর্তন—ফিরিয়া আসা।

অনুশীলনী

১। (ক) মানুষ কিভাবে আকাশে উঠিবার সাধ মিটাইল? (খ) সে এখন কি করিতে চায়? (গ) কোন্ দেশ প্রথম শূন্যে রকেট পাঠায়? (ঘ) মহাশূন্যে প্রাণী পাঠাইবার উদ্দেশ্য কি ছিল? (ঙ) ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল স্মরণীয় দিন কেন? (চ) মহাকাশ অভিযানে কে নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন? (ছ) আমেরিকার কে প্রথম মহাশূন্যে অভিযান চালান? (জ) চাঁদের দেশে কাহারা প্রথম পৌঁছিলেন? (ঝ) মাইকেল কলিন্স চাঁদে অবতরণ করিলেন না কেন? (ঞ) তিনজন নভোচারী চাঁদের দেশ হইতে কবে পৃথিবীতে ফিরিলেন?

২। নীচের বাক্যগুলির শুদ্ধটির পাশে 'শু' এবং অশুদ্ধটির পাশে 'অ' লিখ :—

(ক) রকেটের প্রথম আরোহী ছিল একটি কুকুর।···
(খ) আমেরিকার একটি রকেট চাঁদে পৌঁছিয়াছে।···
(গ) মহাশূন্য অভিযানে আমেরিকাই অগ্রগামী।···
(ঘ) মহিলাদের মধ্যে ভ্যালেন্তিনাই প্রথম মহাশূন্যে অভিযান চালান।···

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

সবুজ সাথী

(ঙ) পাকিস্তানে কোন রকেট তৈরি করা হয় নাই।…

(চ) বাইকোভস্কি ৮২ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।…

(ছ) মহাকাশ অভিযানে জন গ্লেন নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।…

৩। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) মানুষের আশার…পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

(খ) মহাশূন্যে উঠিলে প্রাণীদের…ফিরাইয়া আনা হয়।

(গ) মানুষ যে ভাবে চেষ্টা…করতলগত হইবে।

(ঘ) বিজ্ঞানের সাহায্যে…সাধন করিতেছে।

৪। বাক্য রচনা কর :—

বিচরণ, প্রদক্ষিণ, অভিযান, স্মরণীয়, অবতরণ।

ব্যাকরণ : ক্রিয়াপদ

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পড় এবং মোটা-হরফে-লেখা পদগুলি লক্ষ্য কর :—

পাখিরা আকাশে **উড়ে**।
আকাশে উড়িবার জন্য মানুষেরও সাধ **ছিল**।
সে মহাশূন্য পাড়ি দিয়া চাঁদের দেশে **যাইবে**।
এ জন্য সে নানা পন্থা **আবিষ্কার করিতেছে**।

উপরি-উক্ত বাক্য সমূহে 'উড়ে', 'ছিল', 'যাইবে' এবং 'আবিষ্কার করিতেছে'—এই চারিটি পদ দ্বারা কোন-না-কোন কার্যসম্পাদন (কাজ করা) বুঝাইতেছে। ইহাই ক্রিয়াপদ।

অর্থাৎ—বাক্যের যে পদ দ্বারা কোন কার্যসম্পাদন বুঝায়, তাহাই **ক্রিয়াপদ**।

আবার খেয়াল করিয়া দেখ, 'উড়ে', 'ছিল', 'যাইবে', এবং 'আবিষ্কার করিতেছে'—এই চারিটি ক্রিয়াপদ দ্বারা কার্যসম্পাদনের একই সময় বুঝায় না, বিভিন্ন সময় বুঝা যাইতেছে। এইরূপ কার্য-সম্পাদনের বিভিন্ন সময়কে 'কাল' বলা হয়।

'কাল' সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিতেছি।

সবুজ সাথী

তুর্কী বীর কামাল পাশা

তুর্কী বীর কামাল পাশার নাম শুনে নাই, এমন লোক খুব কমই আছে। কামাল পাশা তাঁহার মাতৃভূমি তুরস্ককে পরাধীনতার হাত হইতে রক্ষা করিয়া নূতন জীবন দান করেন। এই বীরের বাল্যজীবন অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে স্যালোনিকা শহরে এক তুর্কী-পরিবারে কামালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম আলী রেজা এবং মাতার নাম বেগম জোবেদা। তাঁহার পিতা এক অফিসে সামান্য কেরানীর কাজ করিতেন। তখন কে জানিত যে, এই

MESBAH—RONY—FOYSAL—AHMAD—MUJIBUL—HOQUE CHITTAGONG

দরিদ্র পরিবারের ছেলে একদিন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বীর ও সংস্কারক রূপে পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

শিশু কামালকে এক স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু স্কুলে বেশীদিন শিক্ষালাভের সুযোগ কামালের মিলিল না; কারণ কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার লেখাপড়া আপাততঃ এইখানেই বন্ধ হইয়া গেল।

আলী রেজার মৃত্যুতে কামালের মাতা শিশু পুত্রকে লইয়া চোখে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি কি করিবেন—ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে ছেলে-সহ তাঁহার ভাইয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। এখানে কামাল তাঁহার মামার ঘোড়ার যত্ন করিতেন এবং মাঠে মাঠে গরু চরাইতেন। এই ভাবে তাঁহার দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

দুই বৎসর পরে তাঁহাকে পুনরায় স্কুলে ভর্তি করা হইল। কিন্তু স্কুলের কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়ম-কানুন তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। তিনি ছিলেন বড় দুষ্ট ও একগুঁয়ে। লেখাপড়ায় মোটেই তাঁহার মন বসিল না।

অন্যান্য ছাত্রদের সাথে মারামারি ও দুষ্টামিতেই তাঁহার দিন কাটিত। একদিন দুষ্টামির জন্য স্কুলে তাঁহাকে খুব প্রহার করা হইল। মার খাইয়া সেই যে তিনি স্কুল হইতে পলাইয়া আসিলেন, আর কোন দিন সেই স্কুলে গেলেন না।

ছেলেবেলা হইতেই যুদ্ধ-বিদ্যার প্রতি কামালের ঝোঁক ছিল খুব বেশী। শহরের রাস্তা দিয়া যখন সৈন্যদল লেফ্‌ট-রাইট,

MESBAH-RONY-EBOOK
CHITTAGONG
MOHAMMAD-MUJIBUL

লেফ্‌ট-রাইট করিয়া সমতালে পা ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যাইত, কামাল তখন অবাক হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তাহাদের সুন্দর পরিপাটি পোশাক-পরিচ্ছদ ও আনন্দময় জীবন তাঁহার বড় ভাল লাগিত। সৈনিকদের অনুকরণে তিনি মাঝে মাঝে সমবয়স্ক কতকগুলি বালক লইয়া সৈন্যদল গঠন করিতেন এবং নিজে সেনাপতি সাজিয়া তাঁহার ঐ বালক-সৈন্যদল লইয়া রাজপথ দিয়া কুচকাওয়াজ করিয়া চলিয়া যাইতেন। লোকে দেখিয়া হাসিত। কিন্তু তখন কি তাহারা জানিত যে, এই বালক-সেনাপতিই একদিন তাহাদের জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী হইবেন?

একদিন তিনি শুনিলেন, প্রতিবেশী একটি ছেলে সামরিক স্কুলে ভর্তি হইতে যাইতেছে। তিনিও সকলের অজ্ঞাতে যাইয়া সেই স্কুলে ভর্তি হইলেন। সতর বৎসর বয়সে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সেই স্কুলের সর্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কন্‌স্‌টান্টিনোপলের সামরিক কলেজে ভর্তি হন। সামরিক কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি তুরস্কের সেনাবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করেন।

এদিকে ইউরোপের ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুরস্ক রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ব্রিটিশ ও তাহার মিত্রবর্গ তুরস্কের বহু অংশ দখল করিয়া বসিল। ইহাতে তুরস্কের অবস্থা এত শোচনীয় হইল যে, পাশ্চাত্যের জাতিবর্গ তুরস্ককে ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিল, 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ'। দেশের

সবুজ সাথী

এই দুর্দশা দেখিয়া কামালের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দেশকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। দেশকে শক্তিশালী করিয়া বিদেশীদের হাত হইতে উহাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তুরস্কের নওজোয়ানেরা মিলিয়া 'নয়াতুর্ক' নামে একটি দল গঠন করিয়াছিল। কামাল সেই দলে যোগদান করিয়া শীঘ্রই উহার পরিচালনার ভার নিজ হাতে গ্রহণ করিলেন।

কামাল তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় এক সেনাবাহিনী গঠন করিলেন। তারপর বিপুল বিক্রমে শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তিনি কন্‌স্‌টান্টিনোপলের যুদ্ধে শিক্ষিত ইংরাজ সেনাবাহিনীকে এবং স্মার্না-যুদ্ধে গ্রীক সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। দেশবাসী শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে উপাধি দিল 'গাজী'। রাশিয়া তুরস্কের যে স্থান দখল করিয়া লইয়াছিল, তাহাও পুনর্দখল করা হইল। সেদিন দেশবাসী তাঁহাকে বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ উপাধি দিল 'পাশা'।

কামাল তুরস্ক হইতে খলিফার পদ চিরতরে উঠাইয়া দিয়া দেশে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চালু করিলেন। এখন হইতে জনগণের নির্বাচিত ব্যক্তিই হইবেন শাসনকার্যের অধিকারী। কামাল তুরস্কের জাতীয় মহাসভার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন। নামেমাত্র খলিফা বাহাউদ্দীন সিংহাসন ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন।

সবুজসাথী

এইবার তুরস্কের রূপ সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। মৃত তুরস্ক আবার জীবন্ত হইল। কামাল নানাভাবে তুরস্ককে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। বর্তমানে যে তুরস্কের কথা আমরা শুনিতে পাই, কামালই সেই নূতন তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা। তাই তাঁহাকে 'আতাতুর্ক' বা 'তুরস্কের পিতা' বলা হয়।

দুনিয়ার কেহই অমর নয়। একদিন পরপার হইতে কামালেরও ডাক আসিল। এই বীরশ্রেষ্ঠ ১৯৩৮ সালের ১০ই নভেম্বর ৫৮ বৎসর বয়সে সমগ্র মুস্‌লিম জাহানকে কাঁদাইয়া পরলোক গমন করেন। কামাল এখন আর বাঁচিয়া নাই। কিন্তু তুরস্কের জাতীয় ইতিহাসে কামাল চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

শব্দার্থ :—

সংস্কারক—যে সংস্কার বা মেরামত করে। কানুন—আইন। অনুকরণ—নকল। নিয়ন্ত্রণকারী—যিনি নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করেন। অজ্ঞাতে—অজানায়। সামরিক—যুদ্ধ সম্বন্ধীয়। শোচনীয়—শোকের যোগ্য। বিক্রম—পরাক্রম : বল। পর্যুদস্ত—পরাজিত। হৃতরাজ্য—হারানো রাজ্য।

অনুশীলনী

১। (ক) কামাল কেমন পরিবারের ছেলে ছিলেন? (খ) তাঁহার বাল্যজীবন কিভাবে কাটিয়াছিল? (গ) তিনি কোথা হইতে সেনাবাহিনীতে যোগ দিবার উৎসাহ পাইয়াছিলেন? (ঘ) সে সময় তুরস্কের অবস্থা কেমন ছিল? (ঙ) কামাল কিভাবে নব্য তুরস্কের জন্মদান করেন? (চ) তাঁহাকে 'গাজী', 'পাশা' ও 'আতাতুর্ক' বলা হয় কেন?

২। তুর্কী বীর কামাল পাশার জীবন-কথা সংক্ষেপে বল।

৩। শুদ্ধ বাক্যগুলির ডান পাশে 'শু' এবং অশুদ্ধগুলির ডান পাশে 'অ' লিখ :—

(ক) বালক কামাল বালক-সেনাদল গঠন করিতেন।···

(খ) ছেলেবেলা হইতেই যুদ্ধের দিকে তাঁহার ঝোঁক ছিল।···

(গ) ইউরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯২৪ সালে।···

(ঘ) কামাল স্মার্না-যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন।···

(ঙ) কামাল নব্য তুরস্কের জন্মদাতা।···

৪। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) তখন কে জানিত যে---হইয়া থাকিবে।

(খ) তখন কি তাহারা জানিত ··· ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী হইবেন ?

(গ) মৃত তুরস্ক আবার জীবন্ত হইল।

(ঘ) দুনিয়ায় কেহই অমর······পরলোক গমন করেন।

৫। বাক্য রচনা কর :—

দরিদ্র, আশ্রয়, পরিপাটি, অনুকরণ, অক্লান্ত।

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL

ব্যাকরণ : (ক্রিয়াসম্পাদনের) কাল

নিম্নলিখিত বাক্য তিনটিতে মোটা-হরফে-লেখা পদগুলি লক্ষ্য কর :—

১। তোমরা কামাল পাশার নাম অবশ্যই **জান**।

২। কে **জানিত** যে, এই কামালই হইবেন জাতির রক্ষাকর্তা।

৩। বই পড়, কামাল পাশা সম্বন্ধে অনেক কিছুই **জানিবে**।

এখানে প্রথম বাক্যের 'জান' ক্রিয়াপদটি দ্বারা বর্তমানে কিছু জানার কথা বলা হইতেছে।

দ্বিতীয় বাক্যের 'জানিত' ক্রিয়াপদটি দ্বারা পূর্বে বা অতীতে কোন কিছু জানিয়া থাকার কথা বুঝা যাইতেছে।

তৃতীয় বাক্যের 'জানিবে' ক্রিয়াপদটি দ্বারা পরবর্তী সময়ে বা ভবিষ্যতে কিছু জানার সম্ভাবনা বুঝাইতেছে।
ইহাই ক্রিয়ার কাল।

এই হিসাবে ক্রিয়ার কাল প্রধানতঃ তিন রকমের। যথা—

(১) বর্তমান কাল—(উপস্থিত সময়ে কোন কাজ সম্পন্ন হয় বা হইতেছে বুঝায়)।

(২) অতীত কাল—(যে কাজ পূর্বে বা অতীতে সম্পন্ন হইয়াছে উহার সময় বুঝায়)।

(৩) ভবিষ্যৎ কাল—(পরে সম্পন্ন হইবে—কার্যসম্পাদনের এইরূপ সময় বুঝায়)।

MESBAH—RONY—CHITTAGONG—MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE

সবুজসাথী

সেকালের কথা

ইব্রাহীম খাঁ

সে আমলে লোকবসতি পাতলা ছিল; আবাদের জন্য ক্ষেত-খোলার অভাব তীব্র হইয়া উঠে নাই। কাজেই খাদ্যদ্রব্য মোটের উপর এখনকার চেয়ে সস্তা ও সহজপ্রাপ্য ছিল। ধানের মণ দেড় টাকা, দুই টাকার উপরে ছিল না।

গোলায় ধান, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গরু—এই ছিল সেকালের গৃহস্থের গৌরব। তাই বলিয়া সকলের ঘরেই যে বার মাস ধান থাকিত এমন নয়। তবে এখনকার তুলনায় ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা অনেক কম ছিল।

পুকুরও কম বাড়ীতেই ছিল; কিন্তু প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গেই পগাড় ছিল, আর সে পগাড়ে কৈ, শিং, মাগুর, শোল মাছ থাকিত প্রচুর। মাঠের মধ্যে নীচু ধানক্ষেত থাকিলে তাহাতেও অনেক মাছ পাওয়া যাইত। নদীর-আনা বালিতে দেশের বিল-ঝিল বার আনাই আজ ভরিয়া গিয়াছে। তখন বিল ছিল বহু, আর সে বিলে যে পরিমাণ মাছ থাকিত, তাহা আজিকার দিনে অবিশ্বাস্য। আশ্বিন মাসে মাঠ হইতে পানি

সবুজসাথী

নামিয়া যাইত। মাঠের সমস্ত মাছ গিয়া জমা হইত বিলে। কিন্তু বিলে এত মাছ ধরিবে কেন? মাছের জুলুমে বিলের পানি পচিয়া উঠিত। পচা পানির জ্বালায় অস্থির হইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ভাসিয়া বেড়াইত। গাঁয়ের মানুষ বিল হইতে এত মাছ ধরিয়া আনিত যে, তাহাদের বাড়ীঘর শুঁটকী মাছের গন্ধে ভরিয়া যাইত। এই শুঁটকী তাহারা চারি মাস ধরিয়া খাইত। কোন কোন গরীবের বাড়ীতে দুই তিনটি চাটাই বা পাটি বিছাইয়া তাহারা মাছ শুকাইতে দিত এবং ঐগুলি ভাল করিয়া শুকাইয়া রাখিত। তারপর অভাবের সময় ঢেঁকিতে গুঁড়া করিয়া জাউ রাঁধিয়া খাইত।

কোন কোন বিল জমিদারেরা 'রাখা' দিয়া রাখিতেন; পাঁচ-সাত বৎসর কাহাকেও মাছ ধরিতে দিতেন না। সে সব বিলের ভিতর দিয়া লোক বর্ষাকালেও নৌকা নিয়া যাইত না, কারণ রুই আর কাতল মাছ নৌকার সাড়া পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে এমন লাফাইতে শুরু করিত যে, মাঝি আর চড়নদারের অক্ষত দেহে পাড়ি দিয়া আসা কঠিন হইত। লাফানো রুই-এর মাথার গুঁতায় দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এমন নজিরও দেখা গিয়াছে।

বিলে 'পালো' দেওয়া নৌকা ডুবান হইত। সেই নৌকা তুলিলে পাওয়া যাইত চিতল, রুই, কৈ, শিং। আর নৌকার কাছে ডুবান থাকিত বাঁশের চোঙ্গা। সে চোঙ্গা তুলিলে পাওয়া যাইত বড় বাইন মাছ।

মাছ ধরার আরও উপায় ছিল। আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত, আবার চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত বড়শিতে ছোট বড় নানারকম মাছ পাওয়া যাইত। লোক জালী, পলো,

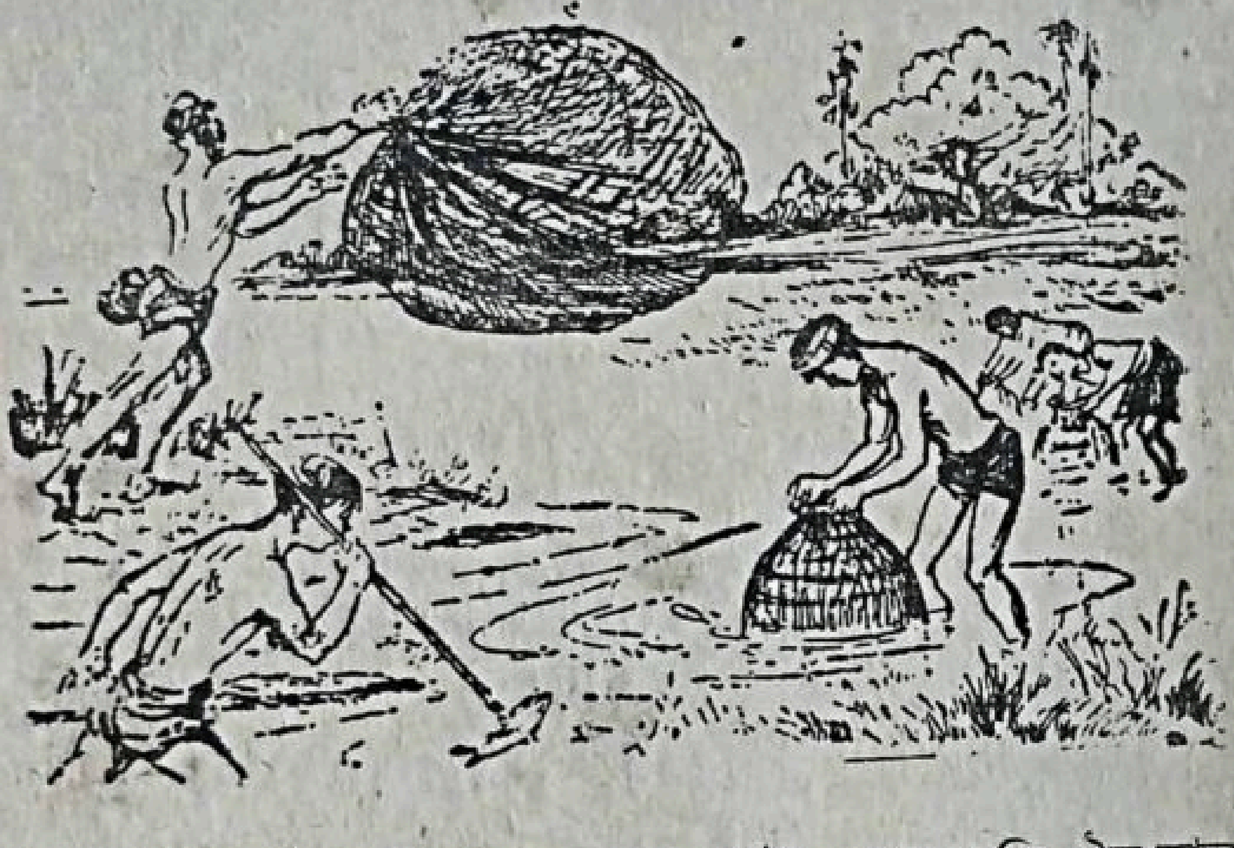

খুইয়া, ঝাঁকি জাল, ডলনা জাল, ফেরাঙ্গী, কোচ, জুতি, কৈ-জাল প্রভৃতি দিয়া মাছ ধরিত।

এরপর দুধের কথা। এক পয়সা, দুই পয়সা সের দুধ পাওয়া যাইত। সেও আবার ১২০ তোলায় সের। বড় গৃহস্থ-বাড়ীতে দুধ দিয়া পান্তা ভাত খাওয়ার চল ছিল। বড় মুরগীর দাম তিন আনা, কবুতরের বাচ্চার জোড়া দেড় আনা, মুরগীর আণ্ডা পয়সায় তিনটা, খাসীর দাম তিন টাকা, বাছুর গরুর দামও তিন টাকা ছিল।

MESBAH—RONY CHITTAGONG
MESBAH—RONY সবুজ সাথী MOHAMMAD MOJIBUL HOQUE

ধান ছাড়া লোকে কাউন, চীনা, মিঠা আলু ও কলাইর আবাদ করিত। বর্ষা শেষে ছেলেরা হাঁটু পানি, কোমর পানি ভাঙ্গিয়া বিল হইতে তুলিত শালুক আর ঢেঁপ। ঢেঁপের খৈ একটা বিলাসের খাদ্য ছিল। ছেলেমেয়েরা শালুক-সিদ্ধ ভালবাসিয়া খাইত।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে আমন ধান কাটা হইত। ধান কাটা হইয়া গেলে সেই ক্ষেতে গরীব চাষীদের ছেলেমেয়েরা

কেহ কেহ ধান কুড়াইতে যাইত। বেহারা, মালী, বাগ্‌দী প্রভৃতি গরীবের মেয়েরা যাইত ধানক্ষেত ঝাঁট দিয়া ধান নিতে।

শব্দার্থ:

আবাদ—চাষ ; কৃষি। তীব্র—প্রখর ; কড়া। গৌরব—গরিমা ; মহিমা। পগাড়—মাছের জন্য গর্ত ; ডোবা। অবিশ্বাস্য—যাহা বিশ্বাস

MESBAH-RONY-EXOOH CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL

করিবার মত নয়। চড়নদার—আরোহী ; যে চড়ে। অক্ষত—ক্ষতহীন ; অনাহত। ঢেঁপ—শালুক গাছের ফল। বিলাস—বাবুগিরি ; সৌখিনতা।

অনুশীলনী

১। (ক) সেকালে খাদ্যদ্রব্য সস্তা ও সহজপ্রাপ্য ছিল কেন? (খ) সেকালে গৃহস্থের গৌরব কি ছিল? (গ) সেকালের বিলে এত মাছ থাকিত, একালে থাকে না কেন? (ঘ) গাঁয়ের মানুষ এত মাছ কি করিত? (ঙ) 'রাখা' দেওয়া বিলের কি নিয়ম ছিল? (চ) 'রাখা' দেওয়া বিলে লোক যাইতে ভয় পাইত কেন? (ছ) সেকালের লোকেরা কোন্ কোন্ উপায়ে মাছ ধরিত? (জ) তখন দুধ, খাসী, মুরগী, গরু-বাছুরের দাম কেমন ছিল? (ঝ) ধান ছাড়া লোকে আর কি কি আবাদ করিত? (ঞ) ধান কাটা শেষ হইয়া গেলে গরীব চাষীরা ও বেহারা, মালী, বাগ্‌দীর ছেলেমেয়েরা কি করিত?

২। সেকালের কথা পড়িয়াছ। একালের সব নিজে দেখিয়া তুলনামূলকভাবে কোন্ কালটা তোমার কাছে বেশী ভাল ও সুখের বলিয়া মনে হয় এবং কেন?

৩। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) গোলায় ধান……গৃহস্থের গৌরব।

(খ) ঢেঁপের খৈ……ভালবাসিয়া খাইত।

৪। নীচের প্রশ্নগুলির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়া আছে ; ঠিক উত্তরটি রাখিয়া বাকীগুলি কাটিয়া দাও।

(ক) সেকালে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গেই কি থাকিত?— বিল/নদী/পগার।

সবুজ সাথী

(খ) সেকালে দুধের দাম কেমন ছিল?—খুব সস্তা/খুব দাম/একই রূপ।

(গ) সে আমলে ছেলেমেয়েদের বিলাসের খাদ্য কি ছিল?—মুড়ি/চিড়া/চেঁপের খৈ।

(ঘ) ছেলেমেয়েরা কি খাইতে খুব বেশী পছন্দ করিত?— বিস্কুট/শালুক-সিদ্ধ/চীনা বাদাম।

(ঙ) ধান কাটার পর গরীব ছেলেমেয়েরা কি করিত?—খড় কুড়াইত/বনভোজন খেলিত/ঝাঁট দিত।

৫। বাক্য রচনা কর :—

অক্ষত, ঝাঁকে ঝাঁকে, বিলাস, কুড়াইতে।

সবুজসাথী

CHITTAGONG

বিচার

সবুজসাথী

পরিচয়

মজিদ— হেড্ মাস্টার।	দূরের গ্রামের ভদ্রলোক—হক সাহেব।
খালেদ— ১ম বিচারক।	তাহের—আনোয়ারের বড় ভাই।
সামাদ— ২য় বিচারক। } সহকারী বিচারক	সাক্ষী—কবীর, আলম আরও কয়েকজন।
ওমর— ৩য় বিচারক। }	
আনোয়ার—আম চোর।	
পাশের গ্রামের বাসিন্দা—আজীজ মিঞা	

প্রথম দৃশ্য

[হেড্ মাস্টার মজিদ সাহেব তাঁর কামরায় বসে কাজ করছেন, আজীজ মিঞা আনোয়ারের হাত ধরে টানতে টানতে কামরার দরজায় এসে]

আজীজ মিঞা—ভিতরে আস্‌তে পারি, স্যার ?

হেড্ মাস্টার—আসুন।

(আনোয়ারকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ)

CHITTAGONG

আজীজ মিঞা—আপনার স্কুলের এ ছেলেটি আমার গাছ থেকে আম চুরি করেছে। রোজই চুরি করে, কিন্তু কোন দিন ধরতে পারি না, আজ ধরেছি। এই দেখুন, কতগুলো আম সে পেড়েছে। আমি এর বিচার চাই।

হেঃ মাস্টার—কি হে আনোয়ার, চুরি করেছ কেন ? (আনোয়ার নিরুত্তরে মাথা নীচু করে দাঁড়ালো) উত্তর দাও, চুপ করে আছ কেন ? আচ্ছা, আমি এর বিচারের ব্যবস্থা করছি। (দফ্‌তরীর প্রতি) দফ্‌তরী, খালেদকে ডাক। (দফ্‌তরীর প্রস্থান ও খালেদকে নিয়ে পুনঃ প্রবেশ)

খালেদ— আমায় ডেকেছেন, স্যার ?

সবুজসাথী

হেঃ মাস্টার—হাঁ, এ মাসে তোমাদের বিচার-সভার প্রধান বিচারপতি কে ?

খালেদ— আমিই স্যার।

হেঃ মাস্টার—আনোয়ার এ ভদ্রলোকের গাছ থেকে আম চুরি করেছে। বিচার-সভা ডেকে এর বিচার কর।

খালেদ— জী-আচ্ছা। আজই স্কুল ছুটির পর বিচার-সভা ডাকার ব্যবস্থা করা হবে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ছাত্রদের বিচার-সভা বসেছে। সভায় সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষক উপস্থিত। বিচারপতির আসনে খালেদ। তার দু'পাশে দু'জন সহকারী বিচারক। আনোয়ার হাতজোড় অবস্থায় বিচারকদের সামনে দাঁড়ানো]

১ম বিচারক—আনোয়ারের আব্বাকে খবর দে'য়া হয়েছিল। তিনি এসেছেন কি ?

কবীর— তিনি আসতে পারেন নি। আনোয়ারের বড় ভাই এসেছেন। এই যে তিনি এখানে বসে আছেন।

১ম বিচারক—এখন আমরা সভার কাজ আরম্ভ করব। (আনোয়ারের প্রতি) আনোয়ার, তুমি চুরি করেছ কেন? (আনোয়ার নিরুত্তর) আমি জানতে

সবুজসাথী

পারলাম—আজই যে শুধু চুরি করেছ, তা নয়। প্রায়ই নাকি আম, জাম, আতা, কলা ইত্যাদি যখন যা সুবিধা পাও, তা-ই চুরি কর। এ সব কি সত্য ?

আনোয়ার—জী-না, কে বলেছে ?

কবীর— (সামনে এসে) আপনি ঠিকই বলেছেন, হুজুর। সে এ সব চুরি করে ব'লে আমরা কত ভাবে তাকে মানা করি, কিন্তু সে আমাদের কথা মোটেও শোনে না।

আলম— হুজুর, সে যে শুধু আম, জাম ইত্যাদি চুরি করে তা নয়। স্কুল থেকে বই, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদিও চুরি করে। তা ছাড়া, কোন হারানো জিনিস পেলে তা সে নিজেই নিয়ে নেয়, কখনো আমাদের 'হারানো প্রাপ্তি' বিভাগের তদারককারী মাস্টার সাহেবের কাছে জমা দেয় না।

২য় বিচারক—এ সব কথা তোমরা এতদিন বিচার-বিভাগকে জানাও নি কেন ?

কবীর— তার ভয়ে। সে বলে—আমরা যদি তার বিরুদ্ধে স্যারদের কাছে নালিশ করি বা বিচার-বিভাগকে জানাই, তবে বাড়ী ফিরবার পথে সে নাকি আমাদের মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে।

MESBAH-RONY
CHITTAGONG
MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

১ম বিচারক—তাই নাকি! আচ্ছা, আনোয়ার, তোমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ, তা ত তুমি নিজেই শুনলে। তুমি যে এ সব করোনি, তার কোন প্রমাণ আছে কি? (আনোয়ার নিরুত্তর)

(১ম বিচারক দাঁড়াইয়া অন্য বিচারকদের প্রতি)

বিচারক মহোদয়গণ, আপনারা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, আনোয়ার প্রকৃতপক্ষেই দোষী। ছাত্র হয়ে সে যে সব কাজ করেছে, তাতে আমাদের স্কুলের মুখে, এমন কি সমস্ত ছাত্র-সমাজের মুখে চুন-কালি দিয়েছে। সে আমাদের ছাত্র-সমাজের কলঙ্কস্বরূপ। তার অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। এখন আপনারা চিন্তা করে দেখুন, তার কি শাস্তি হতে পারে। (আসন গ্রহণ)

২য় বিচারক—তাকে পঞ্চাশ ঘা বেত মারা হোক।

৩য় বিচারক—তার মুখে চুন-কালি মেখে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দে'য়া হোক।

১ম বিচারক—আপনাদের অভিমত শুনলাম, এবার আমার মতামত শুনুন। আমার মতে—সাত দিন তাকে স্কুলের গেটে বসিয়ে রাখা হবে। এ ক'দিন

MESBAH-RONY-EBOOK CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

কেউ তার সাথে কোন কথা বলতে পারবে না। সে মাঠে আসবে, তাকে খেলতে নে'য়া হবে না।

২য় বিচারক—আপনার মতামতই সবচেয়ে ভাল বলে মনে হয়।

৩য় বিচারক—আমারও তাই।

১ম বিচারক—আনোয়ার, তোমাকে এ শাস্তিই দে'য়া হ'ল। (আনোয়ারের ভাইয়ের প্রতি) আগামীকাল থেকে আনোয়ারকে রোজ স্কুলে ও খেলার মাঠে এনে আমাদের হাতে বুঝিয়ে দিতে হবে। আর যদি তা না করেন, তবে স্কুল থেকে তাকে বের করে দে'য়া হবে।

আনোয়ারের ভাই—(দাঁড়াইয়া) আচ্ছা, তাই করা হবে।

আনোয়ার—(হেঃ মাস্টারের প্রতি)—স্যার, আর কখনও আমি চুরি করব না। এবার দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন।

হেঃ মাস্টার—বিচার-সভায় যা বিচার করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কিছু করার বা বলার ক্ষমতা আমার নেই।

আনোয়ার—(তার ভাইয়ের প্রতি)—ভাইজান।

আনোয়ারের ভাই—স্কুলের নিয়ম-কানুন আমাদের মেনে চলতেই হবে।

(সকলের প্রস্থান)

সবুজসাথী

তৃতীয় দৃশ্য

[স্কুলের সময়। সব ছেলে স্কুলে আসছে। আনোয়ার স্কুলের গেটে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে]

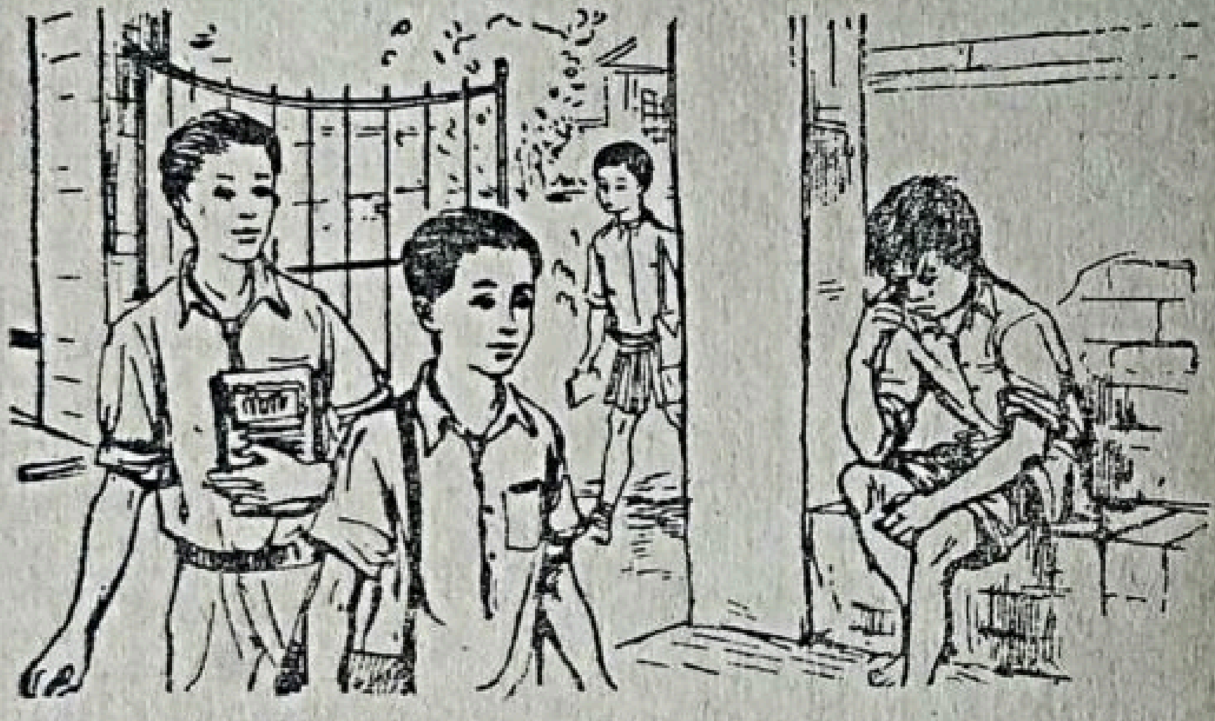

(খালেদের প্রবেশ)

আনোয়ার—(খালেদকে দেখে)—খালেদ ভাই, একটু শোন। (নিঃশব্দে খালেদের প্রস্থান ও কবীরের প্রবেশ) কবীর ভাই, শুধু একটি কথা শুনে যাও। (নিঃশব্দে কবীরের প্রস্থান) হায়! আজ সাত দিন হ'ল কেউ আমার সাথে কথা বলে না; খেলায়ও আমাকে নেয় না। বাড়ীতেও কেউ আমার সাথে কথা বলতে চায় না। এমনিভাবে আর কিছু সময় একা থাকলে যে আমি পাগল হয়ে যাব! সাত দিনের কি আর শেষ নেই! পাঁচশ' ঘা বেতও যে এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল।

সবুজপাতা

[ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে খালেদ এবং আরও কয়েকজনের প্রবেশ]

খালেদ—(আনোয়ারের হাত ধরে) এস ভাই, তোমার শাস্তি এখন শেষ হ'ল। আমরা আশা করি, এরপর তোমার সম্বন্ধে আর কোন অভিযোগ আমাদের কানে আসবে না। (অন্যদের প্রতি) আনোয়ার আজ ক'দিন যাবৎ খেলতে পায় না। চল, আমরা এখনই তাকে নিয়ে মাঠে খেলতে যাই।

সকলে—চল। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(ওমর ও সামাদের প্রবেশ)

ওমর— সামাদ, ঐ দেখ, এক ভদ্রলোক আনোয়ারের হাত ধরে হেড্ মাস্টার সাহেবের কামরায় ঢুক্ছেন। নিশ্চয় সে আবার একটা কিছু চুরি করে ধরা পড়েছে।

সামাদ—আরে ভাই, স্বভাব কি আর সহজে বদলায়? নইলে তিন মাসও ত হয়নি, কত বড় শাস্তিটাই না হয়ে গেল ওর! চলতো ভাই, দেখি গিয়ে ব্যাপার কি? (উভয়ের প্রস্থান)

[হেড্ মাস্টারের সঙ্গে এক ভদ্রলোক ও আনোয়ারের প্রবেশ, পিছনে দফ্তরী। হেড্ মাস্টার ও ভদ্রলোকের আসন গ্রহণ—আনোয়ার এক পাশে দাঁড়ান]

CHITTAGONG

হেঃ মাস্টার—দফ্‌তরী, জলদী খালেদকে ডাক। (দফ্‌তরীর প্রস্থান ও খালেদকে নিয়ে পুনঃ প্রবেশ—খুশী হয়ে) খালেদ, তোমাদের আনোয়ারের কাণ্ড-কারখানা কিছু শুনেছ ?

খালেদ—(বিমর্ষভাবে) জী-না, আবার কি হয়েছে স্যার ?

হেঃ মাস্টার—এ ভদ্রলোকের নাম হক সাহেব। ইনি ব্যাঙ্ক থেকে এক হাজার টাকা তুলে নিয়ে বাড়ী যাচ্ছিলেন। পথে নদীর তীরে বড় আম গাছটার নীচে তিনি একটু বিশ্রাম নেন। কি ভাবে টাকার তাড়াটা সেখানে পড়ে যায়, তা তিনি বুঝতে পারেন নি। বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ হলে আবার তিনি টাকার জন্য সেখানে ছুটে আসেন। এরই মধ্যে স্কুলে আসার পথে আনোয়ার গাছটার নীচে আসতেই দেখে এক তাড়া টাকা পড়ে রয়েছে—

খালেদ—আর অমনি বুঝি সে তাড়াটা নিয়ে পালাচ্ছিল ?

হেঃ মাস্টার—আরে, না—, না—, আনোয়ার আমার সে ছেলেই নয়। সে পরের টাকা নিয়ে যাবে কেন ? হক সাহেব, আপনি নিজেই ব্যাপারটা খুলে বলুন।

হক সাহেব—আমি গাছের নীচে এসে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খোকা, কতক্ষণ হয় তুমি এখানে বসে আছ ?' সে বলল,—'অনেকক্ষণ। কেন বলুন ত ?' আমি বললাম,—'আমার কিছু টাকা হারানো গিয়েছে।' সে বলল,—'কত টাকা ?' আমি বললাম,—'এক

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

হাজার।' সে তখনই টাকার তাড়াটা আমার হাতে দিয়ে বলল—'আমি প্রায় দু'ঘণ্টা যাবৎ টাকার মালিকের জন্য এখানে বসে আছি। দেখুন আপনার টাকা সব ঠিক আছে কিনা।' গুণে দেখি, সব ঠিক। আরে এ এক আশ্চর্য ছেলে। আমি তাকে প্রথম একশ', তারপর দু'শ টাকা পুরস্কার দিতে চাইলাম কিন্তু সে কিছুতেই টাকা নিবে না। সে কি বলে জান? সে বলে,—'আমি ইচ্ছা করলে সব টাকাই ত নিতে পারতাম, কিন্তু তা নিব কেন? আপনার টাকা যে ঠিকভাবে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছি, এতেই আমি খুশী।'

খালেদ—(আনোয়ারকে বুকে জড়িয়ে ধরে) আনোয়ার ভাই, তুমি এত সৎ, এত বড়, এত মহৎ। আমি যাই।···

হেঃ মাস্টার—কোথায় যাচ্ছ? শোন···

খালেদ—সকলকে খবর দিতে, এখনই আসছি স্যার। (প্রস্থান ও কতকগুলি ছেলেকে নিয়ে পুনঃ প্রবেশ)

হক সাহেব—তোমাদের দেখে অত্যন্ত খুশী হলাম। আমার মনে হয়, তোমরা প্রত্যেকেই আনোয়ারের মত সৎ ও চরিত্রবান। আমি আনোয়ারকে একশ' এবং তোমাদের একশ' টাকা দিচ্ছি। হেড্ মাস্টার সাহেব এখন তোমাদের কিছু মিষ্টি খাবার ব্যবস্থা করবেন, আর পরে একটি মিলাদ পড়িয়ে এ দোয়া করবেন,—'আমাদের পাকিস্তানের প্রত্যেকটি স্কুল যেন তোমাদের স্কুলের মত হয় এবং প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যেন আনোয়ারের মত সৎ, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে উঠে।' আশা করি, হেড্ মাস্টার সাহেব এতে কোন আপত্তি করবেন না।

হেঃ মাস্টার—আরে না—, না—, ছেলেদের মিষ্টি খাওয়াবেন এতে আপত্তির কি আছে? আর আপনি মিষ্টিমুখ না করেই বা যাবেন কোথায়? দফ্তরী, এখনই দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে এস। (দফ্তরীর প্রস্থান ও মিষ্টি নিয়ে পুনঃ প্রবেশ। সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ ও ছেলেদের হৈ হৈ, রৈ রৈ-এর মধ্যে যবনিকা পতন।)

সবুজসাথী

শব্দার্থ ঃ

কলঙ্ক—দাগ ; দুর্নাম। **তদারককারী**—যে তদারক করে ; তত্ত্বাবধানকারী। **অভিযোগ**—নালিশ। **আদর্শ**—অনুকরণীয় শ্রেষ্ঠ বিষয় বা নমুনা।

অনুশীলনী

১। (ক) আনোয়ারের আম চুরির ঘটনাটি নিজের কথায় বল। (খ) চুরির বিচারটি ঠিক হইয়াছে কি? (গ) আনোয়ার টাকার তাড়া পাইয়া কি করিল? (ঘ) তোমাদের স্কুলে ছেলেদের মধ্যে একটি বিচার-সভা থাকিলে কেমন হয়? (ঙ) এ ব্যবস্থা যদি তোমার ভাল লাগে, তবে কেন লাগে?

২। শুদ্ধটির পাশে 'শু' এবং অশুদ্ধটির পাশে 'অ' লিখ :—

(ক) মানুষ কথা না বলিয়া একা একা থাকিতে পারে না।—

(খ) আনোয়ার বোকা, তাই টাকার তাড়া নিয়া বসিয়া রহিল।—

(গ) সৎ লোকেরা কখনও পরের ধনের লোভ করে না।—

ব্যাকরণ : বচন

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পড় এবং মোটা-হরফে-লেখা পদগুলি লক্ষ্য কর :—

(১) এ **ছেলেটি** গাছ থেকে আম চুরি করে।

(২) **আপনি** ঠিকই বলেছেন।

এখানে 'ছেলেটি' বলিতে একটি মাত্র ছেলে এবং 'আপনি' বলিতে একজন লোককেই বুঝান হইতেছে।

আবার দেখ—মিষ্টির জন্য **ছেলেরা** হৈ চৈ করিতে লাগিল।

আপনারা যা ভাল বুঝেন, করবেন।

এখানে 'ছেলেরা' বলিতে একাধিক বা বহু ছেলে এবং 'আপনারা' বলিতে একাধিক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে।

সবুজসাথী

এইরূপে যদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ধারণা জন্মে, তাহাই বচন।

যাহাতে একটি বা একজনের ধারণা হয়, তাহা একবচন এবং যাহাতে একের অধিক বা বহুর ধারণা হয়, তাহা বহুবচন।

বহুবচনের সুস্পষ্ট ধারণা দিবার জন্য একবচন বিশেষ্য-শব্দের সঙ্গে কখনও রা, এরা, গণ, গুলি/গুলো, বৃন্দ ইত্যাদি যোগ করিতে হয়। যেমন—

ছাত্র—ছাত্ররা, ছাত্রেরা, ছাত্রগণ।

পাখি—পাখিরা, পাখিগুলি/পাখিগুলো, পাখিসব।

শিক্ষক—শিক্ষকগণ, শিক্ষকবৃন্দ।

———

MESBAH—RONY—BOOK CHITTAGONG MOHAMMAD—MUJIBAL—

হা-ডু-ডু

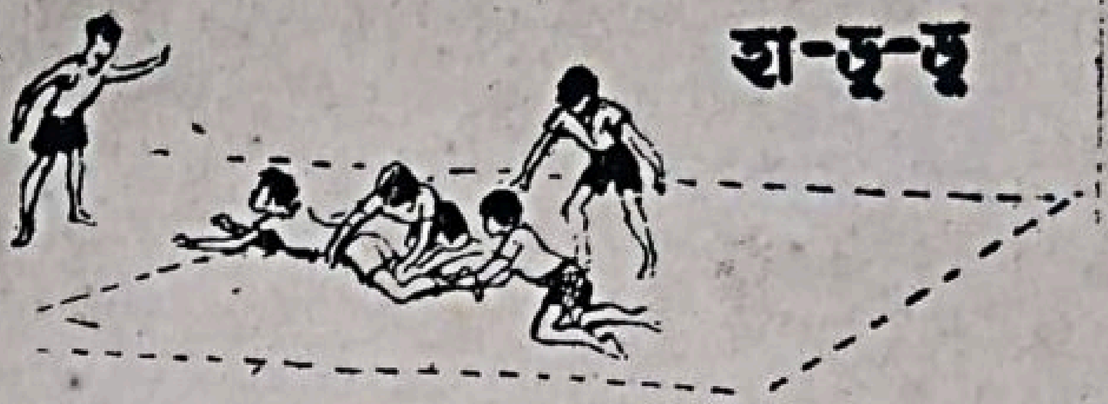

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের ছেলেদের মধ্যে কোন না কোন খেলার প্রচলন রহিয়াছে। তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের খেলাধুলার প্রচলন দেখা যায়। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের ছেলেরা সাধারণতঃ ডাংগুলি, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়া-বাঁধা, হা-ডু-ডু বা কপাটি, কানামাছি, ফুটবল, ব্যাড্‌মিণ্টন, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা খেলিয়া থাকে। এই সকল খেলার মধ্যে আবার হা-ডু-ডু ও ফুটবলই অধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয়। হা-ডু-ডু খাঁটি দেশীয় খেলা। এই খেলায় কোন ব্যয় নাই, আবার ইহাতে সাংঘাতিক কোন আঘাত পাইবার সম্ভাবনা কম বলিয়া পল্লী-অঞ্চলের ছেলেদের মধ্যে এই খেলার প্রচলনই সর্বাধিক দেখা যায়। গ্রাম-অঞ্চলের ছেলেরা প্রায় প্রত্যহই বিকালে এই খেলা খেলিয়া থাকে।

হা-ডু-ডু খেলা দুইটি দলে হয়। দুই দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। এই খেলায় কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না। খেলার মাঠটি খুব বড় না হইলেও চলে। মাঝখানে একটি রেখা টানিয়া মাঠটিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

দুই পক্ষের কোর্ট নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেক দলের ছেলেরা নিজ নিজ কোর্টে সারি বাঁধিয়া অন্য পক্ষের মুখামুখি হইয়া দাঁড়ায়। তারপর খেলা আরম্ভ হয়।

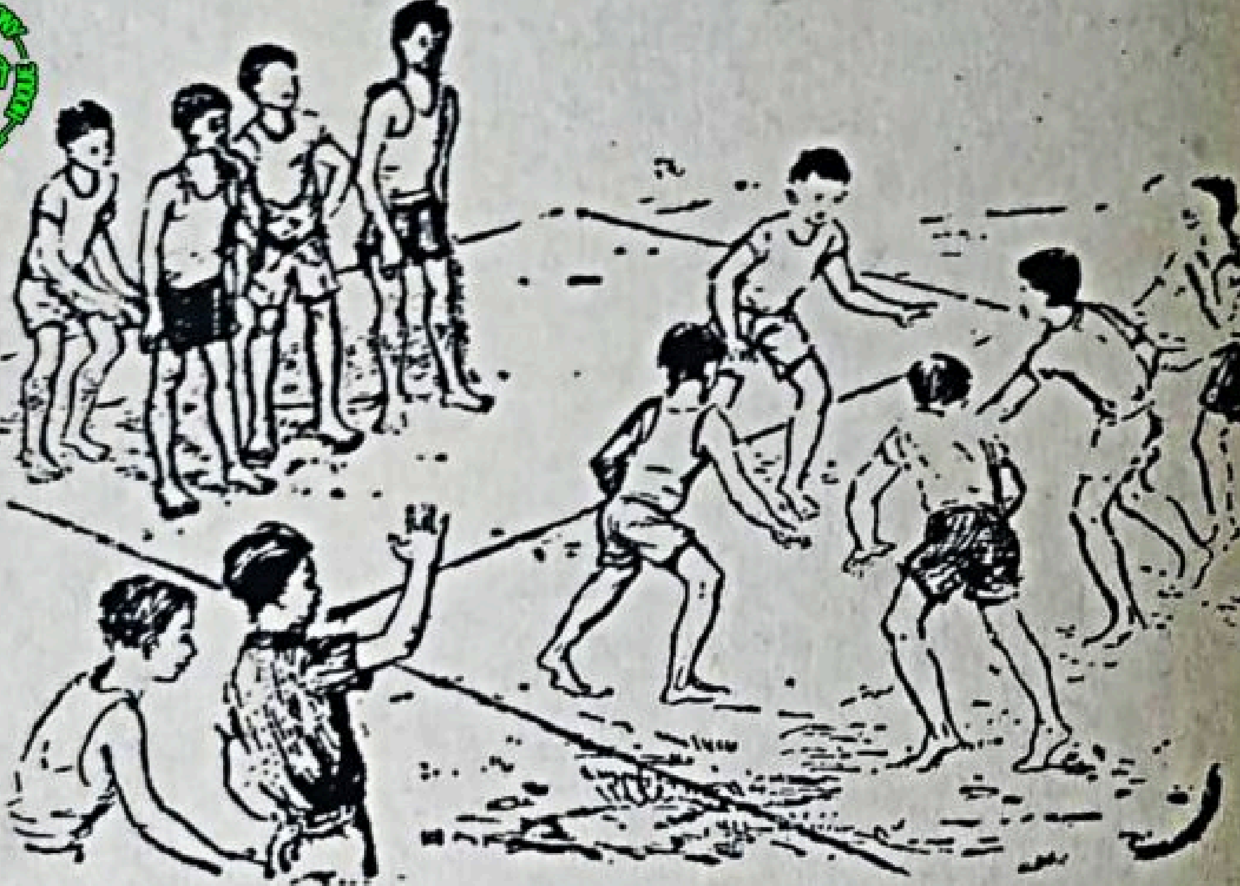

এক পক্ষের একজন খেলোয়াড় নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া নিজের কোর্ট ছাড়িয়া অপর কোর্টে গিয়া বিপক্ষের খেলোয়াড়দিগকে ছুঁইতে চেষ্টা করে। সে যে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আছে, তাহা সকলকে জানাইবার জন্য সে মুখে অনবরত হা-ডু-ডু বা ডু-উ-উ অথবা অন্য কোন শব্দ অনুচ্চস্বরে বলিতে থাকে। বিপক্ষের কোর্টে গিয়া সে যাহাকে যাহাকে ছুঁইয়া নিঃশ্বাস বন্ধ রাখিয়াই আপন কোর্টে ফিরিয়া আসিতে পারিবে, সে সে-ই মরিবে অর্থাৎ তাহারা আর খেলিতে পারিবে না। আবার সে যাহাতে নিঃশ্বাস বন্ধ অবস্থায় নিজের কোর্টে ফিরিয়া যাইতে না পারে,

বিপক্ষদল তাহারই চেষ্টা করে। যদি তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে, তবে সে নিজেই মরিবে। যদি সে তাহাদের হাত হইতে ছুটিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ রাখিয়াই নিজ কোটে চলিয়া আসিতে পারে, তবে যে যে তাহাকে ধরিয়াছিল তাহারা সকলেই মরিবে।

পক্ষান্তরে সেই দলের একজন যদি অনুরূপভাবে বিরুদ্ধ দলের একজনকে ছুঁইয়া আসিতে পারে, তবে পূর্বে তাহার পক্ষের যে মারা গিয়াছিল, সে আবার বাঁচিবে। এইরূপ পর্যায়ক্রমে এক এক দল এক এক জন করিয়া খেলোয়াড় পাঠাইবে। যখন কোন দলের সমস্ত খেলোয়াড়ই মারা যায়, তখন বিরুদ্ধদল একবার জয়লাভ করে।

অন্যান্য খেলার মত হা-ডু-ডু খেলাতেও কতকগুলি নিয়ম-কানুন আছে। খেলোয়াড়দের সেই সব নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতে হয়।

এই খেলা শরীরের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী। খেলার মাঠে ছুটাছুটি করিতে হয় বলিয়া শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা হয় এবং মাংসপেশীগুলি দৃঢ় ও সবল হয়। তাহা ছাড়া, এই খেলায় খেলোয়াড় ও দর্শক, উভয়েই প্রচুর আনন্দ পাইয়া থাকে।

শব্দার্থ :—

প্রচলন—চল্; চলন; চালানো। জনপ্রিয়—সাধারণের প্রিয়। উপকরণ—উপাদান; যাহা দ্বারা কোন কাজ করা হয়। পর্যায়ক্রমে—পালা করিয়া। দৃঢ়—শক্ত; মজবুত। দর্শক—যে বা যাহারা দেখে।

অনুশীলনী

১। (ক) আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে কোন্ কোন্ খেলার প্রচলন দেখা যায়? (খ) গ্রামাঞ্চলের ছেলেদের মধ্যে কোন্ কোন্ খেলার প্রচলন বেশী? (গ) হা-ডু-ডু কি ভাবে খেলিতে হয়? (ঘ) এই খেলার কি কি উপকারিতা রহিয়াছে?

২। নিম্নের শুদ্ধ বাক্যগুলির পাশে 'শু' এবং অশুদ্ধগুলির পাশে 'অ' লিখ:—

(ক) সব দেশের ছেলেরা একই খেলা খেলে।......
(খ) হা-ডু-ডু একটি বিদেশী খেলা।......
(গ) এই খেলায় কোন ব্যয় নাই।......
(ঘ) এই খেলায় কোন নিয়ম-কানুন মানিতে হয় না।......
(ঙ) এই খেলায় খেলোয়াড় ও দর্শক উভয়েই আনন্দ পায়।...

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIB

৩। বাক্য রচনা কর:—
প্রচলন, জনপ্রিয়, দেশীয়, অনবরত, বিরুদ্ধ।

ব্যাকরণ: বহুবচনের ব্যবহার

আমরা বলি—ছাত্ররা ইস্কুলে যায়। অথবা ছাত্রগণ ইস্কুলে যায়।
কিন্তু একথা কখনও বলি না যে,—ছাত্রগুলো ইস্কুলে যায়।
আবার কখনও বলি—ছোকরাগুলো বড্ড দুষ্টু।
বানরগুলো কিচির মিচির করে।
বইগুলি সরাইয়া রাখ। বাসনগুলো পরিষ্কার কর।
আমরা বলি—ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র গুণগান করেন।
আমাদের সেনানায়কবৃন্দ অত্যন্ত সাহসী।

কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, গুলি, গুলো প্রভৃতি শব্দ নীচু জাতীয় প্রাণী, প্রাণহীন বস্তু বা ইতর জাতীয় ব্যক্তির বহুবচন বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় এবং গণ, রা, এরা, বৃন্দ প্রভৃতি সম্মানিত ব্যক্তি বা প্রাণীর বহুবচন সাধনে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন—ভুল থাকিলে শুদ্ধ কর:—

'পাখিবৃন্দ করে গান গাছের শাখায়।' ছাগলগণ ঘাস খায়। শিক্ষকগুলো আজ সভায় বসিয়াছেন। ঘোড়ারা মাল বহন করে, কিন্তু গর্দভগণ আরামে ঘুমায়। সব দস্যুরা ধরা পড়িয়াছে।

জানিয়া রাখ:—কোন কোন সময়ে একবচন শব্দেই বহু বচন বুঝায়। যথা—

সিংহ বনে বাস করে। গরু দুধ দেয়।

এখানে সিংহ ও গরু একবচন শব্দ (পদ) হইলেও উহা বহু বচনের ভাবই প্রকাশ করে।

MESBAH-RONY-BOOK CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIB

ভিন্ন দেশের ছেলেমেয়ে

তোমরা পাকিস্তানের ছেলেমেয়ে। তোমরা ভাত-মাছ খাও এবং নানারূপ খেলাধুলা করিয়া বেড়াও। তোমরা জান, এই পৃথিবী অনেক বড় এবং তোমাদের দেশের মত আরও অনেক দেশ পৃথিবীতে রহিয়াছে। সে-সব দেশের ছেলেমেয়েদের শরীরের গঠন ও চেহারা কেমন, তাহারা কি খায়, কি করে, তাহাদের চাল-চলন, কথা-বার্তা, শিক্ষা-ব্যবস্থা কেমন—এসব সম্বন্ধে জানিতে হয়ত তোমাদের ইচ্ছা হয়। তাই কয়েকটি দেশের ছেলেমেয়েদের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি।

ইংল্যাণ্ড

ইংল্যাণ্ড ইউরোপের একটি দেশ। ইহার চারিদিকে সমুদ্র। ইহা শীতপ্রধান দেশ। শীতকালে এখানে খুব বরফ পড়ে ও ঘন কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন থাকে এবং মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ে। সূর্য বড় একটা দেখা যায় না। সেখানে শীতের রাত্রি আমাদের দেশের রাত্রি হইতে অনেক বড়। এই দেশের অধিবাসীদের বলা হয় ইংরেজ।

ইংরেজ ছেলেমেয়েরা দেখিতে সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যবান। তাহারা খুব সুশৃঙ্খল এবং লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী। শীতকালে তাহারা গরম পোশাক পরে; জামা, জুতা ও মোজায় তাহাদের সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখে। শীতের দিনে অনেক বেলা না হইলে তাহারা ঘরের বাহির হয় না।

শীতের পর গ্রীষ্মের আগমনে সমস্ত দেশে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়, চারিদিক আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠে। তখন

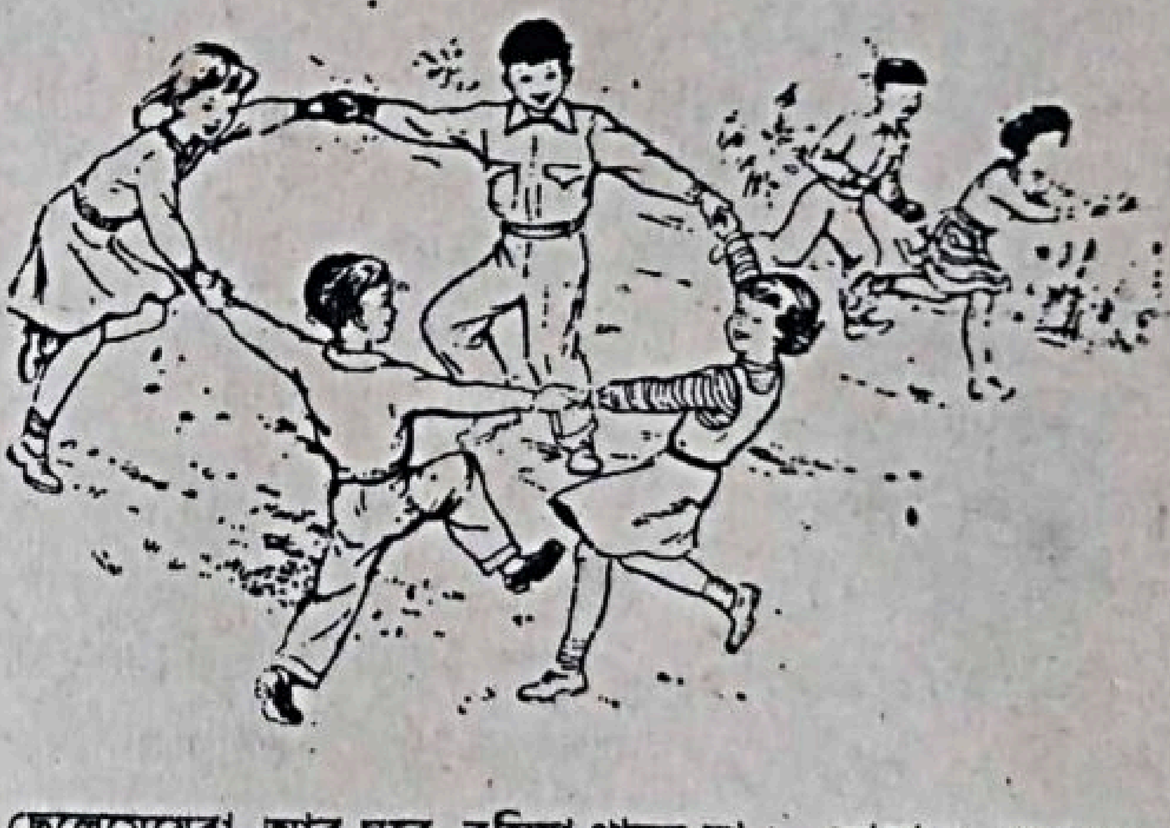

ছেলেমেয়েরা আর ঘরে বসিয়া থাকে না। তাহারা বাগানে, যাদুঘরে, চিড়িয়াখানায় ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও বা দল বাঁধিয়া মাঠে খেলাধুলায় মাতিয়া উঠে। তাহারা হকি, ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস খেলিতে খুব ভালবাসে। তাহারা অত্যন্ত

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

কর্মঠ ও আমোদপ্রিয়। খাইবার সময় তাহারা কাঁটা-চামচ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। কাজেই সকল ছেলে-মেয়েকেই স্কুলে যাইতে হয়। ছেলেমেয়েরা জামা, জুতা ও মোজা পরিয়া, বই পুস্তক থলিতে পুরিয়া অথবা গলায় ঝুলাইয়া হাসি-গল্প করিতে করিতে স্কুলে যায়। ছেলে ও মেয়েরা ভাই-বোনের মত মিলিয়া মিশিয়া একই স্কুলে পড়ে। স্কুলে লেখাপড়া ছাড়াও তাহারা নানারকম হাতের কাজ শিখিয়া থাকে। মাঝে মাঝে শিক্ষকের সঙ্গে তাহারা দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া অনেক জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে।

আমেরিকা

আমেরিকা আমাদের দেশ হইতে বহু বহু দূরে। বর্তমান দুনিয়ায় আমেরিকা একটি শ্রেষ্ঠ দেশ।

সেখানকার ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান। ইংল্যাণ্ডের মত এখানকার ছেলেমেয়েরা মিলিয়া মিশিয়া একই স্কুলে পড়ে। তাহাদের স্কুলঘরগুলি খুব সুন্দর। স্কুলে খেলার ভাল ব্যবস্থা আছে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তাহারা খেলাধুলাও করিয়া থাকে।

তাহাদের স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা থাকে। মাঝে মাঝে তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তার আসেন। ছুটির দিনে তাহারা অত্যন্ত আনন্দের মধ্য দিয়া সময় কাটায়।

MESBAH-RONY-COLLECTION MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE CHITTAGONG

তাহারা নানা রকম খেলনা ও কলকব্জা যোগাড় করিয়া রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, উড়োজাহাজ প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া থাকে। নিজের হাতে হাতুড়ি-বাটাল ধরিয়া তাহারা কারিগরের মত কাজ করে। আবার কখনও কখনও তাহারা

বনভোজন করিতে যায় এবং নানাভাবে আনন্দ উপভোগ করে। এমনভাবে নির্মল আনন্দের মধ্য দিয়া তাহারা তাহাদের ছুটির দিনগুলি কাটাইয়া দেয়।

ইরান

ইরান অতি প্রাচীন দেশ। ইরানবাসীরা স্বাস্থ্যবান এবং দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর।

ইরানের সাধারণ শ্রেণীর ছেলেরা পাজামা, লম্বা কামিজ ও মাথায় পাগড়ী পরে; আর মেয়েরা পরে ঘাগরা ও কোর্তা

MESBAH ROHY
সবুজসাথী
MUHAMMAD MUJIBUL HOQUE

এবং মাথায় একটি রঙিন রুমাল বাঁধিয়া রাখে। মেয়েদের লম্বা কাল চুলের বেণী দেখিতে খুবই সুন্দর।

পাঁচ বৎসর বয়সে ইরানের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া আরম্ভ করে। প্রথমে তাহারা মৌলবী সাহেবের নিকট ফারসী পড়িতে শুরু করে। কুর্‌আন শরীফ পড়া শেষ হইলে তাহারা

স্কুলের লেখাপড়া আরম্ভ করে। ছয় সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা ছেলেদের সাথে একত্রে পড়ে ও একত্রে মিলিয়া মিশিয়া খেলাধুলা করে।

পূর্বে ইরানে পর্দা-প্রথার খুব কড়াকড়ি ছিল। সাত আট বৎসর হইতেই মেয়েদের অন্দরের বাহিরে আসিতে দেওয়া হইত না। তাই সেখানকার মেয়েরা লেখাপড়ায় খুবই পিছনে পড়িয়াছিল। আজকাল পর্দার কড়াকড়ি অনেকটা

MESBAH RONY সবুজসাথী MOHAMMAD MUJIBUL HAQUE

কমান হইয়াছে এবং মেয়েরাও এখন ছেলেদের মত স্কুল-কলেজে প্রবেশ করিয়া শিক্ষালাভ করিতেছে এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে।

তুরস্ক

তুরস্ক একটি মুস্‌লিম রাষ্ট্র। তুরস্কের ছেলেমেয়েরা দেখিতে খুবই সুন্দর। তাহারা ইউরোপীয়দের ধরনে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। তুর্কী-ছেলেমেয়েরা কফি খাইতে খুব ভালবাসে। তাহা ছাড়া আঙ্গুর, বাদাম, কিশমিশ, তরমুজ ও ডুমুর তাহাদের প্রিয় খাদ্য।

পূর্বে তুরস্কে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন পর্দার কড়াকড়ি ছিল এবং মেয়েদের শিক্ষার কোন সুযোগ দেওয়া হইত না বলিলেই চলে। কিন্তু বর্তমানে

MESBAH-RONY
CHITTAGONG
MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

পর্দাপ্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গেই স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছে।

ছুটির দিনে ছেলেমেয়েরা নানারূপ আমোদ ও খেলাধুলা করিয়া থাকে। ঘুড়ি উড়ান, ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ইত্যাদি তাহারা অত্যন্ত পছন্দ করে। তাহা ছাড়া মুরগী ও ভেড়ার লড়াই দেখিতে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না।

তুরস্কের মেয়েরাও শিক্ষায় ছেলেদের পিছনে পড়িয়া নাই। দুনিয়ার মুস্‌লিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তুর্কী মেয়েরাই শিক্ষায় সর্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর। সেখানে মেয়েদের মধ্যেও বহু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও বিমানচালক রহিয়াছে।

মিসর

মিসর একটি অতি প্রাচীন দেশ। এক কালে মিসর সভ্যতার জন্য পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। মিসরের পিরামিড পৃথিবীর আশ্চর্য বস্তুসমূহের মধ্যে অন্যতম।

মিসরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা নানা রকম। প্রাচীনপন্থী পরিবারের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ মস্‌জিদ-সংলগ্ন মক্তবে পড়ে, আর ইউরোপীয় ভাবাপন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা সরকার পরিচালিত স্কুলে পড়ে। মিসরের অনেক ছেলেমেয়ে স্কুলেই কুর্‌আন শরীফ পড়ে এবং পাঁচ বৎসরে কুর্‌আন শরীফ মুখস্থ করিয়া হাফিয হয়।

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

গ্রামের অভিভাবকেরা তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাইতে চান না। কারণ তাঁহারা মনে করেন, বড় হইয়া ছেলেরা করিবে চাষ-আবাদ ও কৃষিকার্য আর মেয়েরা করিবে রান্না-বান্না; কাজেই তাহাদের লেখাপড়া শিখিয়া লাভ নাই। এইজন্যই গ্রামের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় অনেক পিছনে

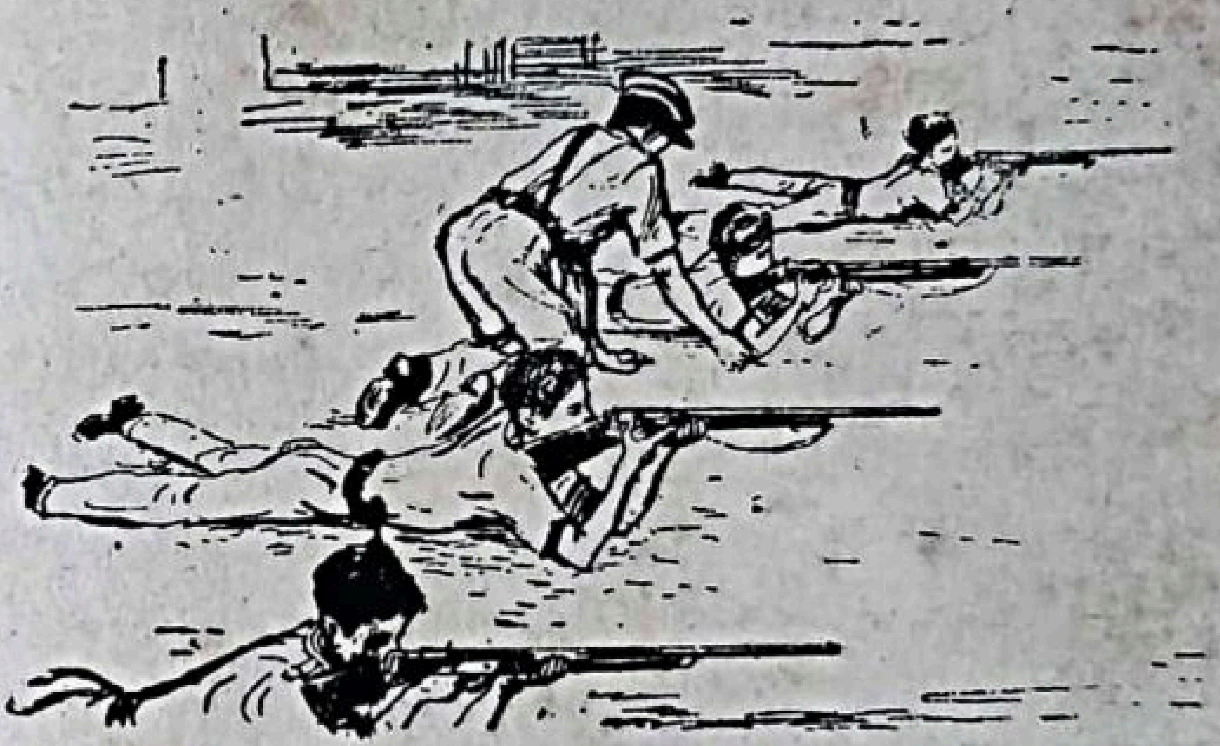

পড়িয়া আছে। লেখাপড়া না শিখিলেও প্রত্যেক ছেলেকে অন্ততঃ দুই বৎসর সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

স্কুলে ছেলেমেয়েদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা আছে। এই সময় তাহাদের ভাল পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয়। এই জন্য সরকার তাহাদিগকে সাহায্য করেন। কাজেই তাহাদের সমস্ত খরচ বহন করিতে হয় না। স্কুলে তাহাদের একটানা

বহুক্ষণ লেখাপড়া করিতে হয় না। প্রতি দুই ঘণ্টা পরেই তাহারা আধ ঘণ্টার জন্য ছুটি পায়। তখন তাহারা খেলাধুলায় মাতিয়া উঠে।

জাপান

জাপান আমাদের দেশ হইতে পূর্বদিকে অবস্থিত। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপানই সর্বপ্রথম সূর্যোদয় দেখিতে পায়। এইজন্য ইহাকে সূর্যোদয়ের দেশ বলে।

জাপানী ছেলেমেয়েরা আকারে বেঁটে। তাহাদের গায়ের রঙ ফরসা, নাক চ্যাপ্‌টা, চোখ ছোট ছোট, চোয়াল দুইটি একটু উঁচু, মাথার চুল কাল এবং ভ্রূর লোম খুব কম। জাপানী মেয়েরা মাথায় লম্বা চুল রাখে এবং খোপা বাঁধে। খোপা ভাঙ্গিবার ভয়ে তাহারা মাথার নীচে বালিশের পরিবর্তে একখণ্ড কাঠ ব্যবহার করে। তাহারা রঙিন জামা-কাপড় পরে। ছেলেরা খুব ছোট ছোট চুল রাখে। জাপানী ছেলেমেয়েরা ফুল অত্যন্ত ভালবাসে। তাহারা ফুলদানীতে এমন সুন্দরভাবে ফুল সাজাইতে পারে যে, তাহা দেখিয়া বিদেশীরা অবাক হইয়া যায়। তাহারা খুব সৌন্দর্যপ্রিয়।

জাপানী ছেলেমেয়েরা তোমাদের মত ভাত, মাছ ও তরি-তরকারি খায়। তাহারা কিন্তু তোমাদের মত হাত দিয়া খায় না। দুইটি কাঠি দিয়া খাবার জিনিস মুখে তুলিয়া দেয়। তাহাদের লেখার কায়দাও আলাদা। তোমরা যেমন বাম

দিক হইতে ডান দিকে লিখিয়া যাও, তাহারা সেরূপভাবে লেখে না। তাহারা অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র।

লেখাপড়ার দিক দিয়া জাপান খুবই উন্নত। এখানে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। কাহারও কোন ছেলেমেয়ে অশিক্ষিত থাকিলে তাহাকে আইনতঃ দণ্ডভোগ করিতে হয়। কাজেই স্কুলে যায় না এমন ছেলেমেয়ে সে দেশে একটিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সকাল ৭টা হইতে বিকাল ২টা পর্যন্ত তাহারা স্কুলে থাকে; দুপুর ১২টায় একবার খাইবার ছুটি পায়। লম্বা ছুটি ছাড়াও সপ্তাহে দুই দিন—শনিবার ও রবিবার স্কুল বন্ধ থাকে।

দীর্ঘ ছুটির সময় জাপানের ছেলেমেয়েরা ঘরে বসিয়া থাকে না। শিক্ষকদের সঙ্গে তাহারা দলে দলে নানা জায়গায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এইভাবে দেশ দেখিয়া আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা প্রচুর শিক্ষালাভ করিয়া থাকে।

স্কুলে তাহারা শুধু বইয়ের পড়াই পড়ে না। বইয়ের পড়া ছাড়া, তাহাদিগকে খেলনা, পাখা এবং বাঁশ, বেত, মাটি ও কাঠের নানারকম জিনিস তৈরি করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া মেয়েরা নাচ, গান, বাজনা, সেলাই, ছবি আঁকা, কাগজ দিয়া ফুল তৈরি করা ইত্যাদি অনেক কাজ শিখিয়া থাকে।

জাপানী ছেলেমেয়েরা ঘুড়ি উড়াইতে খুব ভালবাসে। প্রায়ই তাহাদের দুই দলের মধ্যে ঘুড়ি উড়াইবার পাল্লা

সবুজসাথী

চলে। বৎসরের ৫ই মে তাহাদের ঘুড়ি উড়াইবার উৎসব। ঐ দিন নানাজাতীয় ঘুড়িতে আকাশ ছাইয়া ফেলে। জাপানী ছেলেমেয়েরা পুতুল খেলিতেও ভালবাসে। জাপানে সুন্দর সুন্দর

পুতুল প্রস্তুত হইয়া থাকে। জাপানের খেলনা পৃথিবী-বিখ্যাত। পৃথিবীর নানা দেশে এই খেলনা প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

শব্দার্থ ঃ—

আধুনিক—বর্তমান কালের। প্রাচীনপন্থী—পুরাতন নিয়ম-কানুন যাহারা মানিয়া চলে। হাফিয—যাহারা কুরআন শরীফ মুখস্থ করে তাহাদিগকে হাফিয বলে। বিনয়ী—নম্র। দণ্ড—সাজা।

অনুশীলনী

১। (ক) ইংল্যাণ্ডের ছেলেমেয়েরা দেখিতে কেমন? (খ) স্কুলে তাহারা কি কি শিক্ষা করিয়া থাকে? (গ) আমেরিকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কেমন ব্যবস্থা রহিয়াছে? (ঘ) সেখানকার ছেলেমেয়েরা ছুটির

MESBAH-RONY-EBOOK CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBAL

দিনগুলি কিভাবে কাটায়? (ঙ) ইরানের ছেলেমেয়েরা কেমন পোশাক পরে? (চ) শিক্ষায় তাহারা এত পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে কেন? (ছ) কোন্ মুস্‌লিম রাষ্ট্রের মেয়েরা শিক্ষায় অন্যান্য মুস্‌লিম রাষ্ট্রের মেয়েদের চেয়ে বেশী অগ্রসর? (জ) তাহাদের দেশে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ? (ঝ) পিরামিডের দেশ কোন্‌টি? (ঞ) সে দেশের ছেলেমেয়েরা কিভাবে লেখাপড়া শিখিয়া থাকে? (ট) সূর্যোদয়ের দেশ কোন্‌টি? (ঠ) লেখাপড়া ছাড়া সে দেশের ছেলেমেয়েরা স্কুলে আর কি কি শিখে?

২। কোন্ দেশের ছেলেমেয়েদের তোমার বেশী ভাল লাগে ও কেন?

৩। নীচের প্রশ্নগুলির পাশের ঠিক উত্তরটি রাখিয়া বাকী অংশ কাটিয়া দাও:—

(ক) কোন্ দেশের মেয়েরা বালিশের পরিবর্তে কাঠের টুকরা ব্যবহার করে?—জাপানের/ইরানের/আমেরিকার।

(খ) কোন্ দেশের ছেলেমেয়েরা হাতে না খাইয়া কাঠি দিয়া খায়?—তুরস্কের/মিসরের/জাপানের।

(গ) কোন্ দেশের খেলনা পৃথিবী-প্রসিদ্ধ?—আমেরিকার/জাপানের/ইংল্যাণ্ডের।

(ঘ) কোন্ দেশের ছেলেমেয়েরা ঘুড়ি উড়ানোর উৎসব পালন করে?—মিসরের/তুরস্কের/জাপানের।

ব্যাকরণ: পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ

নিম্নলিখিত বাক্যে মোটা-হরফে-লেখা পদগুলি লক্ষ্য কর:—

১। তোমরা পাকিস্তানের **ছেলেমেয়ে**।

২। ইরানী ছেলেমেয়েরা **মৌলবী সাহেবের** নিকট ফারসী পড়ে।

৩। তুর্কী ছেলেমেয়েরা **মুরগীর** লড়াই দেখিতে ভালবাসে।

CHITTAGONG

৪। জাপানী **মায়েরা** ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় খুব মনোযোগী। উপরের মোটা-হরফে-লেখা পদগুলির মধ্যে :—

ছেলে মৌলবী সাহেব	বলিতে পুরুষ বুঝাইতেছে; কাজেই ইহারা পুরুষবাচক শব্দ।
মেয়ে মুরগী মা	এই তিনটি শব্দে স্ত্রী জাতি বুঝাইতেছে; কাজেই ইহারা স্ত্রীবাচক শব্দ।

অর্থাৎ যে সকল শব্দে পুরুষ বুঝায়, তাহা পুরুষবাচক শব্দ এবং যে সকল শব্দে স্ত্রী (জাতি) বুঝায়, তাহা স্ত্রীবাচক শব্দ।

প্রশ্ন—নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে পুরুষবাচক এবং স্ত্রীবাচক এই দুইটি ভাগে ভাগ কর :—

মা, খালু, ননদ, শিক্ষক, ভাবী, খালা, বাবা, নন্দাই, দিদি, শিক্ষয়িত্রী, জেলেনী, তাঐ, জেলে, মাঐ, দাদা।

———

সবুজসাথী

সীল মাছ

পৃথিবীতে যে কত আশ্চর্য জীবজন্তু রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্থলচর প্রাণীদের অধিকাংশই আমাদের পরিচিত এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই অবগত আছি। কিন্তু জলচর প্রাণী, বিশেষ করিয়া যে সকল প্রাণী সমুদ্রের অতল গর্ভে বাস করে, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা মানুষ সমুদ্রের অসংখ্য অদ্ভুত ও বিচিত্র প্রাণী সম্বন্ধেও জানিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহাদের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে।

মেরু অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে শ্বেত ভল্লুক, বল্গা হরিণ, সিন্ধু-ঘোটক, সীল ও তিমিই প্রধান। সীল এক রকম মাছ। মেরু সাগরের ধারে ধারে এই মাছ পাওয়া যায়। তাহারা সমুদ্র

সবুজসাথী

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBA-HOQUE

উপকূলে গর্ত বা ফাটলে লুকাইয়া থাকে, কখনও বা জলে সাঁতার কাটিয়া শিকার ধরিয়া খায়। তাহাদের শরীরের গঠন মাছের মত কিন্তু মুখের আকৃতি অনেকটা বিড়ালের ন্যায়। তাহাদের ক্ষুদ্র চারিখানা পা আছে। সামনের পা দুইখানা দেখিলে মনে হয়, যেন ছোট্ট দুইখানা হাত।

সীল মাছের মাংস মেরুবাসী এস্কিমোদের প্রিয় খাদ্য। কোন জায়গায় কোন বড় ফাটল বা জলাশয় দেখিলে এস্কিমোরা সেখানে 'হারপূন' হাতে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। সীল মাছ পানির নীচ হইতে মাথা তুলিতেই 'হারপুন' ছুঁড়িয়া ইহাকে গাঁথিয়া ডাঙ্গায় তোলে। তাহারা শুধু সীলের মাংসই খায় না, ইহার চামড়া দিয়া পোশাক ও তাঁবু তৈরি করে। আর ইহার চর্বি দিয়া পাথর বা হাড়ের বাটিতে আলো জ্বালায়। তাহা ছাড়া সীল মাছের চর্বির বিনিময়ে ইউরোপীয় বণিকদের নিকট হইতে তাহারা তাহাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

কিন্তু কৌতূহলী মানুষ শুধু সীল মাছের মাংস, চামড়া ও চর্বি পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে নাই। তাহারা অন্য উপায়েও এই সামুদ্রিক মাছ হইতে অর্থ-উপার্জনের পথ আবিষ্কার করিয়াছে।

সার্কাসে আমরা কত কিছু দেখি। বানরের লাফ-ঝাঁপ, ঘোড়দৌড়, ভালুকের নাচ, হাতীর এক পায়ে দাঁড়ান ও ফুটবলে লাথি দেওয়া, গোলাকার রিং-এর ভিতর দিয়া হিংস্র বাঘ ও সিংহের লাফ দেওয়া, আরও কত কি আজব খেলা!

MESBAH—RONY—MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE CHITTAGONG

সভ্য মানুষ বনের নানা জীবজন্তু ধরিয়া আনিয়া পোষ মানায় ও দীর্ঘদিন শিক্ষা দিয়া সার্কাসের উপযোগী করিয়া তোলে এবং জানোয়ারের নানারূপ খেলা দেখাইয়া অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে।

সার্কাসের অন্যান্য প্রাণীর মত সীল মাছকেও এখন মানুষ নানারূপ খেলা ও ক্রীড়া-কৌশল শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমরা শুনিলে অবাক হইবে যে, তোমাদের লেখাপড়া শিখিবার জন্য যেমন স্কুল আছে, সীল মাছকে নানারূপ ক্রীড়া-কৌশল শিখাইবার জন্য আমেরিকার নিউইয়র্ক স্টেটের কিংস্‌টনে

সেইরূপ একটি স্কুল রহিয়াছে। মেরু সাগর হইতে সীল-ছাত্রদের ধরিয়া আনিয়া পোষ মানান হয় এবং এই স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই স্কুলে একসাথে অনেকগুলি সীল

সবুজসাথী

মাছকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্কুল হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সীল মাছগুলি নানারকম দড়ির খেলা, বাজনা বাজান, হাত-তালি দেওয়া, মূক অভিনয় প্রভৃতিতে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারে। দড়ির খেলায় তাহারা মানুষের মতই ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে। সীল মাছের পিয়ানো বাজাইবার কায়দা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

সীল অতি অল্প সময়ের মধ্যে খেলার নানারূপ কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে। তাহারা একবার যাহা শিখে তাহা আর কখনও ভুলে না। এই দিক দিয়া সীল মাছ অনেক মানুষকেও হার মানাইয়াছে। যে-কোন সীল মাছ পঁচিশ-ত্রিশটা খেলার কৌশল অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে। একটা কৌশল শিখিতে তাহার এক সপ্তাহের বেশী সময় লাগে না। সীল-ছাত্রকে প্রথমে জিনিসপত্র মুখে ধারণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহার পর ভারসাম্য রক্ষা করা, হাত-তালি দেওয়া, মূক অভিনয় করা ইত্যাদি কঠিন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

সদ্য-ধৃত একটি সীল মাছের দাম বেশীর পক্ষে চার-পাঁচ শত টাকা হয়; কিন্তু কিংস্টন স্কুল হইতে এক বৎসর শিক্ষালাভের পর সীল-ছাত্র যখন শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখন তাহার দাম হয় কমপক্ষে দশ হাজার টাকা। ভাল খেলা দেখাইতে পারে এমন একটি সীল মাছের দাম বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে। আমেরিকার বড় বড় সার্কাস পার্টির মালিকেরা চড়া দামে এই সকল সীল মাছ কিনিয়া নেয়।

NESBAH — RAY
সবুজ সাথী
MIJIBUL

সীল মাছের শিক্ষা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, ইতর প্রাণীকেও শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিলে তাহার মূল্যও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

শব্দার্থ :—

ইয়ত্তা—শেষ। স্থলচর—যাহা স্থলে চরে। জলচর—যাহা জলে চরে। অক্লান্ত—ক্লান্তিহীন; অনবরত। অধ্যবসায়—অবিরাম চেষ্টা। তথ্য—প্রকৃত অবস্থা; ঠিক খবর। উপকূল—সমুদ্র, নদী ইত্যাদির তীরবর্তী স্থান। হারপুন—বল্লমের ন্যায় একপ্রকার অস্ত্র। বিনিময়ে—বদলে। কৌতূহলী—জানিতে আগ্রহী। ক্রীড়া—খেলা। শিক্ষাপ্রাপ্ত—যে শিক্ষা পাইয়াছে। নৈপুণ্য—দক্ষতা। ভারসাম্য—ভারের সমতা। সদ্য—এখনই; নুতন; টাটকা। ইতর—নীচ শ্রেণী।

অনুশীলনী

১। (ক) মেরু অঞ্চলে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ প্রাণী বাস করে?
(খ) সীল মাছ দেখিতে কেমন?
(গ) এই মাছ এস্কিমোদের কি কি উপকারে আসে?
(ঘ) সীল মাছের স্কুলটি কোথায়?
(ঙ) স্কুলে এই মাছকে কি কি শিক্ষা দেওয়া হয়?
(চ) খেলার একটি কৌশল শিখিতে একটি সীলের কত সময় লাগে?
(ছ) সদ্য-ধৃত ও শিক্ষিত সীলের দামের মধ্যে পার্থক্য কি?

২। তুমি কোন সার্কাস দেখিয়াছ কি? দেখিয়া থাকিলে, কোন্ কোন্ ইতরপ্রাণীর কি কি খেলা দেখিয়াছ বর্ণনা কর।

MESBAH-RONY-E-BOOK CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL

৩। ডান দিক হইতে বাম দিকের প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তরটি বাহির করিয়া তাহার মধ্যে দাগ দাও :—

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) সীল মাছ কোথায় পাওয়া যায় ?	বড় নদীতে ; ভারত মহা-সাগরে ; মেরু সাগরে।
(খ) এস্কিমোরা কি দিয়া সীল মাছ শিকার করে ?	বন্দুক ; হারপুন ; জাল ; গুলতি।
(গ) সীল মাছের স্কুলে কি কি শিক্ষা দেওয়া হয় ?	নানা ক্রীড়া-কৌশল ; গান ; লেখাপড়া।
(ঘ) কাহারা শিক্ষিত সীল কিনিয়া থাকে ?	ধনী ব্যবসায়ীরা ; সার্কাস পার্টির মালিকেরা ; সৌখিন ধনীরা।

৪। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) মানুষের অসাধ্য......সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে।

(খ) যে-কোন বুদ্ধিমান......পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

৫। এক কথায় প্রকাশ কর :—

যাহা স্থলে চরে। যাহা জলে চরে। অবিরাম চেষ্টা যারা কোন কাজ করা। কোন বিষয়ে জানিতে আগ্রহশীল। এইমাত্র যাহা ধরা হইয়াছে। বুদ্ধি আছে যাহার।

৬। নীচের বাক্যটি হইতে বিশেষ্য ও বিশেষণ খুঁজিয়া বাহির কর :—

(ক) সীল মাছের মাংস মেরুবাসী এস্কিমোদের প্রিয় খাদ্য।

(খ) সদ্য-ধৃত সীল মাছের চেয়ে শিক্ষিত সীল মাছের দাম অনেক বেশী।

MESBAH-RONY-BOOK CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL

ব্যাকরণ : বিরাম বা বিরতি-চিহ্নের ব্যবহার :

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পড় এবং উহাদের মধ্যে যে সকল চিহ্ন রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য কর :—

১। সার্কাসে আমরা কত কিছু দেখি।

২। বানরের লাফ-ঝাঁপ, ঘোড়দৌড়, ভালুকের নাচ, হাতীর এক পায়ে দাঁড়ানো, বাঘ ও সিংহের লাফ দেওয়া আরও কত কি আজব খেলা।

৩। তোমরা সীল মাছের বাজনা বাজান, হাততালি দেওয়া প্রভৃতি দেখিয়াছ কি ?

প্রথম বাক্যটির শেষে (।) চিহ্নটি রহিয়াছে। ইহার নাম পূর্ণ বিরতি-চিহ্ন বা দাঁড়ি। বাক্য যখন শেষ হইয়া যায়, তখন দাঁড়ি ব্যবহার করিতে হয়।

দ্বিতীয় বাক্যটিতে কয়েকটি (,) চিহ্ন রহিয়াছে। ইহার নাম কমা-চিহ্ন। দীর্ঘ বাক্যের মধ্যে এক জাতীয় অনেকগুলি কথা থাকিলে, শেষ কথাটি ছাড়া বাকী সবগুলি কথার পরে কমা-চিহ্ন দিতে হয়। ইহার অর্থ একটু থামিয়া যাও। ইহার অন্য নাম স্বল্প-বিরতি-চিহ্ন।

তৃতীয় বাক্যটির শেষে (?) চিহ্ন রহিয়াছে। ইহার নাম প্রশ্নবোধক-চিহ্ন বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন। কাহাকেও কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে বা কোন ব্যাপারে কিছু জানিতে চাহিলে এই (?) প্রশ্নবোধক-চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়।

———

উইপোকার আজব কাহিনী

গ্রামের মাঠে মাঝে মাঝে দুই বা তিন হাত উচ্চ একপ্রকার শক্ত মাটির ঢিবি দেখা যায়। এই ঢিবিগুলি এত শক্ত যে, গরু বা মহিষের পায়ের চাপে ইহারা ভাঙ্গিয়া পড়ে না। এইগুলি উইপোকার ঢিবি। সাধু ভাষায় ইহাদিগকে বল্মীক বলে।

উইপোকাদের জীবনকাহিনী বড় অদ্ভুত। একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াছেন,—উহাদের প্রতি প্রকৃতির ব্যবহার অতীব হৃদয়হীন। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় উইয়ের আত্মরক্ষা করিবার জন্য কোন হুল নাই। ছোট্ট, তুলতুলে দেহটি আবৃত করিবার জন্য কোন খোলসও ইহারা পায় নাই। তদুপরি উইগুলি জন্মান্ধ। আকাশে উড়িলে পাখীরা উহাদিগকে খাইয়া ফেলে। মাটির উপরে ঘুরিয়া বেড়াইলে অন্যান্য জন্তুর পায়ের চাপে উহাদের নরম শরীর পিষিয়া যায়। কিন্তু তবু আশ্চর্য বুদ্ধি ও কৌশলে উহারা বাঁচিয়া থাকে।

উহাদের বাসস্থান সত্যই এক অদ্ভুত কৌশলে নির্মিত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ দৃষ্টিহীন বলিয়া উহারা মাটির নীচে বাস করে। অন্যান্য জন্তুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কঠিন মাটির আবরণে উহাদের নিজেদের বাসভূমি ঢাকিয়া রাখিতে হয়। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র উই মিলিয়া মাটির ভিতরে একটি

সবুজসাথী

প্রকাণ্ড গর্ত খুঁড়িয়া উদ্ধৃত মাটি বাসস্থানটির উপরে স্তূপীকৃত করিয়া রাখে। বল্মীকের এই অংশটিই বাহির হইতে আমরা দেখিতে পাই। ইহার ভিতরে বড় বড় খিলান ও স্তম্ভের উপরে ছোট-বড় বহুসংখ্যক প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। ইহাদের কোন অংশে উহাদের ডিম স্তূপে স্তূপে সজ্জিত থাকে, কোথাও ডিম ফুটিয়া যে কীট বাহির হয়, সহস্র সহস্র শ্রমিক-উই তাহাদের পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকে। একটি বিশাল কক্ষে উইদের রানী শুইয়া থাকে, আর চারিদিকে উই-সৈন্যরা তাহাদের দাঁত উঁচু করিয়া তাহাকে পাহারা দেয়। সাধারণ উইয়ের কোন দাড়া না থাকিলেও প্রত্যেকটি বল্মীকের ভিতরেই বহুসংখ্যক দাড়াযুক্ত

উই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা রাজ্য রক্ষার কার্য করে বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাদের নাম সৈনিক-উই দিয়াছেন। সাধারণ উই অপেক্ষা রানীর দেহ প্রায় এক হাজার গুণ বড়।

MESBAH-RONY-EBOOK
CHITTAGONG
MOHAMMAD-MUJIB

এই বিশাল শরীরের অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিমে পরিপূর্ণ। ডিমগুলির আকার আলপিনের ডগার মত। প্রতিদিন রানী ছিয়াশি হাজার ডিম প্রসব করে। এইরূপে একটি বল্মীকের ভিতরে বৎসরে প্রায় তিন কোটি নূতন উই জন্মলাভ করে। রানীর নিকটে শত শত পরিচারিকা সর্বদা দাঁড়াইয়া থাকে। এক-একটা ডিম মাটিতে পড়া মাত্র তাহাদের একজন সেইটিকে মুখে করিয়া শিশু-পালন গৃহে লইয়া যায় এবং ডিমটিকে সেখানে ধুইয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখিয়া ফিরিয়া আসে। বল্মীকের এক অংশে থাকে উহাদের শস্যক্ষেত্র। নিজেদের খাদ্যোপযোগী একরকম ব্যাঙের ছাতার বীজ তাহারা সেই স্থানটিতে রোপণ করে। গাছ জন্মিলে অতি যত্নে আগাছা দূর করিয়া প্রত্যেকটি ছাতাকে সতেজ করিয়া রাখিবার জন্যও তাহাদের সচেষ্ট দেখা যায়।

খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের একটি বিরাট সমস্যা আছে। যে-কোন জিনিস দিয়া দেহের পুষ্টিসাধন আমরা করিতে পারি না। কিন্তু উইয়েরা তাহাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান নিজেরাই করিয়া লইয়াছে। তাহাদের জগৎ কেবল খাদ্যময়। কাঠ, কাগজ, অথবা কাপড় চিবাইয়া লালার সহিত মিশাইয়া তাহারা যে বস্তু প্রস্তুত করে, উহা তাহাদের গৃহনির্মাণের সামগ্রী, সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিবার উপাদান এবং জীবনধারণ করিবারও উপায়। ক্ষুধার সময় হাতের কাছে খাদ্য না পাইলে ঘরের কোণ হইতে ছোট একটি অংশ ভাঙ্গিয়া লইয়া পরম তৃপ্তি সহকারে

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

তাহারা আহার করিতে পারে। উহাদের রাজ্যে কোন কিছুই নষ্ট হয় না। বল্মীকের সমস্ত আবর্জনা তাহারা একটি ভাণ্ডারে স্তূপীকৃত করিয়া রাখে।

মৃত উইদের দেহ রৌদ্রে শুকাইয়া উহারা অপর একটি প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং যখন রাজ্যে বহির্জগৎ হইতে আনীত খাদ্যের অভাব ঘটে, তখন এই সকল ভাণ্ডারে সঞ্চিত উইদের শুষ্ক মৃতদেহ দ্বারা উহারা ক্ষুধা মিটায়।

গরম অথচ ভিজা আবহাওয়া ছাড়া উই-শিশু বাঁচিতে পারে না। সেজন্য উইয়েরা নিজেদের বাসস্থানের একটি কোণে ভিজা ঘাস ও পাতা স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়া দেয়। এই সকল ঘাস-পাতা পচিয়া যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, তাহাই সমস্ত বল্মীকটিকে গরম করিয়া রাখে। মাটির নীচে অতি সামান্য বাতাস পাওয়া যায়। উইয়েরা যে কি অদ্ভুত কৌশলে নিজেদের দেহ অথবা মৃত্তিকা হইতে পানির অংশ গ্রহণ করিয়া এই বাতাসে মিশাইয়া দেয়, পণ্ডিতগণ আজও তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বল্মীকের ঠিক মধ্যভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। স্তম্ভের এই ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়া বাতাস ঘুরিয়া ফিরিয়া উই-শিশুদের কক্ষগুলিকে উহাদের প্রয়োজন মত গরম বাষ্পে পূর্ণ করিয়া রাখে। এইরূপ নানা বিচিত্র জীবন-যাপন-প্রণালী দেখিয়া তোমরা বল দেখি উইদিগকে মানুষের চেয়েও বড় বিজ্ঞানী বলা যায় কিনা! [সঙ্কলিত]

শব্দার্থ :—

বল্মীক—উইচিবি। আত্মরক্ষা—নিজেকে বাঁচানো। প্রবৃত্তি—ইচ্ছা; ঝোঁক। উদ্ধৃত—উত্তোলিত; যাহা উঠানো হইয়াছে। স্তূপীকৃত—রাশীকৃত; গাদা করা। দাঁড়াযুক্ত—বড় দাঁতওয়ালা।

অনুশীলনী

১। বল্মীক কাহাকে বলে? বল্মীকের অভ্যন্তর ভাগের বর্ণনা দাও।

২। 'উহাদের প্রতি প্রকৃতির ব্যবহার অতীব হৃদয়হীন' কথাটা কেন বলা হইয়াছে?

৩। উহাদের রানীর আকার কত বড়? প্রতিদিন রানী কতগুলি করিয়া ডিম পাড়ে?

৪। শিশু-উইদের জন্ম ও পালন-পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫। উইয়েরা কিভাবে তাহাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করে?

৬। সৈনিক-উই কাহাদিগকে বলা হয়? পরিচারিকা-উইদের কাজ কি?

৭। উইদিগকে মানুষের চেয়েও বড় বিজ্ঞানী বলা যায় কিনা বল।

৮। ভুল থাকিলে কাটিয়া দাও :—

উইয়েরা জন্মান্ধ/কানা। সাধারণ উইয়ের চেয়ে রানীর দেহ প্রায় একশত/এক হাজার গুণ বড়। প্রতিদিন রানী ছিয়াশি শত/ছিয়াশি হাজার ডিম প্রসব করে। গরম/ঠাণ্ডা অথচ শুষ্ক/ভিজা আবহাওয়া ছাড়া উই-শিশু বাঁচিতে পারে না।

৯। বাক্য রচনা কর :—

অদ্ভুত, কৌশল, আবর্জনা, বাষ্প, কঠিন, বিখ্যাত।

সবুজ সাথী
সবুজ সাথী

ব্যাকরণ

১। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহ হইতে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়াপদ খুঁজিয়া বাহির কর :—

গরম অথচ ভিজা আবহাওয়া ছাড়া উই-শিশু বাঁচিতে পারে না। সেইজন্য উইয়েরা তাহাদের বাসস্থানের একটি কোণে ভিজা ঘাস ও পাতা স্তূপীকৃত করিয়া রাখে।

২। প্রত্যেকটি পদের দুইটি করিয়া শব্দ লইয়া বাক্য রচনা কর।

MESBAH—RONY—SYLHET—MUJIBUL—MUKARRAM
সবুজ সাথী

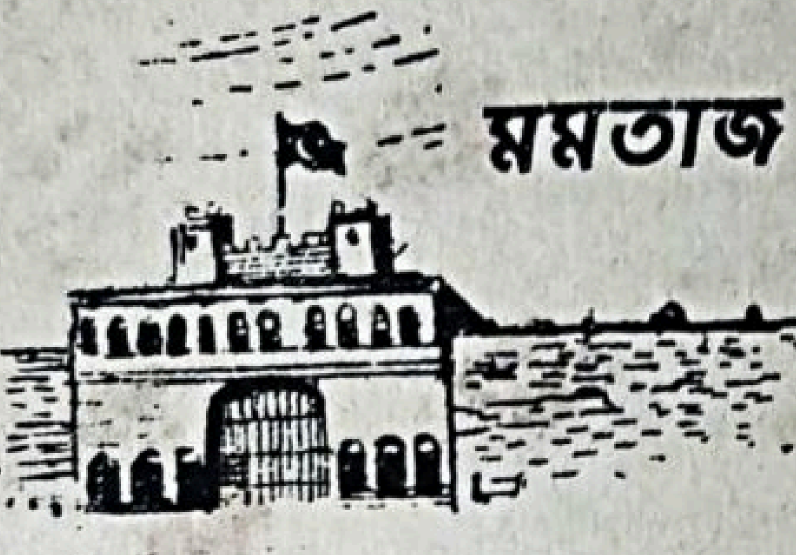

মমতাজ শাহ্‌নওয়াজ

১৯৪৭ সালের মার্চ মাস। মুস্‌লিম লীগের সবুজ ঝাণ্ডার নীচে তদানীন্তন ভারতের প্রায় সমস্ত মুসলমান একত্রিত হইয়াছে। পাকিস্তান তাহাদের চাই-ই—তাহাদের এই দাবী বিদায়ী ইংরেজ শাসকদের নিকট পেশ করিয়াছেন কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ। পাঞ্জাব সরকার মুস্‌লিম লীগ কর্মীদের উপর অত্যাচার শুরু করিয়াছে—দলে দলে জেলে চলিয়াছে মুস্‌লিম মুজাহিদের দল—তবু যেন "ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা।"

লাহোরের সেই ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস, প্রচণ্ড শীত—চীনারবাগ তখনও কুয়াশায় ঢাকা। লাহোর জেলের জানানা-ফাটকের প্রাঙ্গণ তখনও নির্জন। একজন দীর্ঘাঙ্গী মহিলা প্রাঙ্গণের দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছেন। সুন্দর কোমল তাঁহার চেহারা, চোখে-মুখে অপূর্ব ভাবের খেলা। মুখে কোমল ভাবের আভাস থাকিলেও এক দৃঢ় সংকল্পের ভাব সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে; পরনে পাঞ্জাবী সালোয়ার, গায়ে ওড়না। ওড়নার আড়াল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইল মুস্‌লিম লীগের ঝাণ্ডা।

MESBAH-RONY CHITTAGONG

মহিলা মুহূর্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর দৃঢ়হস্তে ফাটকের প্রাঙ্গণে উড়াইয়া দিলেন মুসলিম লীগের সবুজ ঝাণ্ডা।

তারপর? জানানা ফাটকের প্রহরিণীরা মার-মার শব্দে ছুটিয়া আসিল। এক বন্দিনী লীগ-কর্মী জেলের ভিতর মুসলিম লীগের পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে। কী আস্পর্ধা! নির্ভীক মহিলা-কর্মীর শাস্তি হইল। তাঁহার সুন্দর কমনীয় দেহ বেত্রের আঘাতে জর্জরিত হইল। মহিলা সমস্ত আঘাত নীরবে সহ্য করিলেন। পতাকা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু পতাকা-ধারিণী দাঁড়াইয়া রহিলেন উন্নত শিরে।

মুসলিম লীগের এই নির্ভীক মহিলা-কর্মীই মমতাময়ী মমতাজ শাহ্‌নওয়াজ। মমতাময়ীই বটে। ধনী ও শরীফ ঘরের কন্যা হইয়াও দেশের জন্য তিনি দুঃখ বরণ করিয়াছেন। জনগণের খিদমতে তাঁহার সুন্দর জীবন কুরবান করিয়া দিয়াছেন।

১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সকলের কাছে আদরের ডাক-নাম "তাজী" নামেই তিনি বিশেষ পরিচিতা। তাজীর পিতা মিয়া মুহম্মদ শাহ্‌নওয়াজ ও মাতা বেগম শাহ্‌-নওয়াজ দেশের রাজনীতিতে বিশেষ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে তাজী ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। উর্দু অপেক্ষা ইংরেজী ভাষাতেই তাঁহার অধিক দখল জন্মে। তিনি ইংরেজী ভাষায় কবিতাও লিখিতে শুরু করেন। তাঁহার সর্বপ্রথম ইংরেজী কবিতা 'মাদার' (মা) সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

MESBAH-RONY CHITTAGONG

১৯৩০ সালে তাজীর মাতা বেগম শাহনওয়াজ বিলাতে গেলে মমতাজ তাঁহার সঙ্গিনী হন। লণ্ডনের একটি বিখ্যাত পত্রিকায় মমতাজের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতার মূল্য হিসাবে তিনি তিন গিনি লাভ করেন। ধীরে ধীরে দেশ-বিদেশে মমতাজ একজন বড় মহিলাকবি হিসাবে পরিচিতা হন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেশের কুলি-মজুর ও কল-কারখানার শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিতে চেষ্টা করেন। সুখী জীবনের সকল বিলাস ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করিয়া তিনি কুলি-মজুরদের সুখ-দুঃখকে আপনার সুখ-দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করেন।

যে-দেশে শতকরা নব্বইজন লোক অনাহারে ও বিনা বস্ত্রে কালযাপন করে, সে-দেশে শান্তি কোথায়? তাজীর বুকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দেশের ইংরেজ সরকার ও ধনীদের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম শুরু করিলেন। দেশের এই অবস্থার জন্য তাহারাই যে প্রধানতঃ দায়ী—পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, তিনি বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কুলি-মজুর ও শ্রমিকদের একত্রিত হইতে হইবে, তাহাদের দাবি তাহাদিগকেই জানাইতে হইবে। মমতাময়ী মমতাজের এই দরদ ও কর্মশক্তি দেখিয়া সকলে তাঁহাকে 'অগ্নিশিখা' নাম দিল। মমতাজ অগ্নিশিখার মতই সুন্দরী ও তেজস্বিনী ছিলেন।

১৯৪২ সালে তিনি মুস্‌লিম লীগে যোগদান করিলেন। বহু রক্তপাত ও সংগ্রামের পর পাকিস্তান লাভ হইল। তিনি

সবুজসাথী

আবার তাঁহার দেশের অসহায় ভাই-বোনদের খিদ্‌মতের জন্য তাহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ১৯৪৭ সালের শেষ ভাগে কাশ্মীরে যুদ্ধ শুরু হইল। ভারতের বোমারু বিমান বারমুলা শহরে বোমাবর্ষণ করিল। কাশ্মীরী মুসলমান ভাই-বোনদের সাহায্যের জন্য প্রাণের ভয় তুচ্ছ করিয়া তাজী ছুটিলেন কাশ্মীরে।

অবশেষে কাশ্মীরীদের আজাদী সংগ্রামের কথা, তাহাদের স্বাধীনতা লাভের ন্যায্য দাবির কথা বিদেশে প্রচার করিবার জন্য দরদী নারী-মুজাহিদ তাজী ১৯৪৮ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে হাওয়াই জাহাজে করাচী হইতে ইংল্যাণ্ড হইয়া আমেরিকা চলিলেন। নীল আকাশের পথে হাওয়াই জাহাজখানি ক্রমাগত উত্তর-পশ্চিমে ছুটিয়া চলিল।

১৫ই এপ্রিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের শ্যানন শহর। চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা। এমন সময় জাহাজখানি মাটিতে নামিবার পূর্ব মুহূর্তে একটি দেওয়ালে ধাক্কা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুহূর্তে হাওয়াই জাহাজখানি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সাথে সাথে নিভিয়া গেল পাকিস্তানের একটি সুন্দর অগ্নিশিখা।

আজ মমতাময়ী মমতাজ আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু আমরাই তাঁহার সাধের পাকিস্তানকে তাঁহার স্বপ্নের মত সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিব। সেই সুন্দর পাকিস্তানই হইবে মমতাজের সমাধির উপর রচিত তাজমহল।

—আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

সবুজসাথী

শব্দার্থ :—

ঝাণ্ডা—পতাকা ; নিশান। তদানীন্তন—তৎকালীন ; তখনকার। মুজাহিদ—বীর সংগ্রামী ; কর্মী। দীর্ঘাঙ্গী—লম্বা আকৃতির। নির্ভীক—ভয়শূন্য। ফাটক—জেল। কমনীয়—সুন্দর ; মনোমুগ্ধকর। খিদ্‌মত—সেবা। উন্নত শিরে—মাথা উঁচু করিয়া। মমতাময়ী—স্নেহশীলা ; দয়ামায়া আছে যাহার। কুর্‌বান—উৎসর্গ ; দান। প্রশংসা—সুখ্যাতি ; সুনাম। তেজস্বিনী—বীর্যবতী ; তেজ আছে যাহার এমন মহিলা। বোমারু—যে বিমান হইতে বোমা ফেলা হয়।

অনুশীলনী

১। মমতাজ শাহ্‌নওয়াজ কে ছিলেন? তাঁহাকে 'অগ্নিশিখা' নাম দেওয়া হইয়াছিল কেন?

২। তাঁহার জেলে যাওয়ার কারণ কি? জেলে তাঁহার শাস্তি হইয়াছিল কেন?

৩। তিনি কাহাদের বিরুদ্ধে, কিসের সংগ্রাম করিয়াছিলেন?

৪। কিভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন?

৫। সংক্ষেপে মমতাজ শাহ্‌নওয়াজের জীবনী লিখ।

৬। ভুলটি কাটিয়া দাও :—

(ক) মমতাজ শাহ্‌নওয়াজ গরীব/ধনী ঘরের কন্যা ছিলেন।

(খ) বাল্যকালে তিনি ইংরেজী/বাংলা শিক্ষালাভ করেন।

(গ) তিনি উর্দু/বাংলা/ইংরেজী ভাষায় কবিতাও লিখিতে শুরু করেন।

(ঘ) তিনি হাওয়াই জাহাজে করাচী/ঢাকা/লাহোর হইতে আমেরিকা চলিলেন।

MESBAH-RONY-ETOOH CHITTAGONG

৭। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) পতাকা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু পতাকাধারিণী দাঁড়াইয়া রহিলেন উন্নত শিরে।

(খ) সেই সুন্দর পাকিস্তানই হইবে মমতাজের সমাধির উপর রচিত তাজমহল।

ব্যাকরণ

১। নীচের শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌ পদ বল :—
পাকিস্তান, এই, কোমল, ওড়না, হইতে, দিয়াছেন, অপেক্ষা।

২। পদের নাম ও শব্দ এলোমেলোভাবে লেখা পাশাপাশি রহিল। উহা ঠিকমত সাজাও :—

বিশেষ্য—সুস্থ, সুন্দর, পচা
বিশেষণ—তোমরা, এই, উহা
সর্বনাম—এবং, কিন্তু, অথবা
অব্যয়—চলা, হাঁটা, পড়া
ক্রিয়া—পুঁথি, বীরত্ব, সৈন্যদল।

———

MESBAH—RONY—COLLECTION MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE CHITTAGONG

সবুজ সাথী

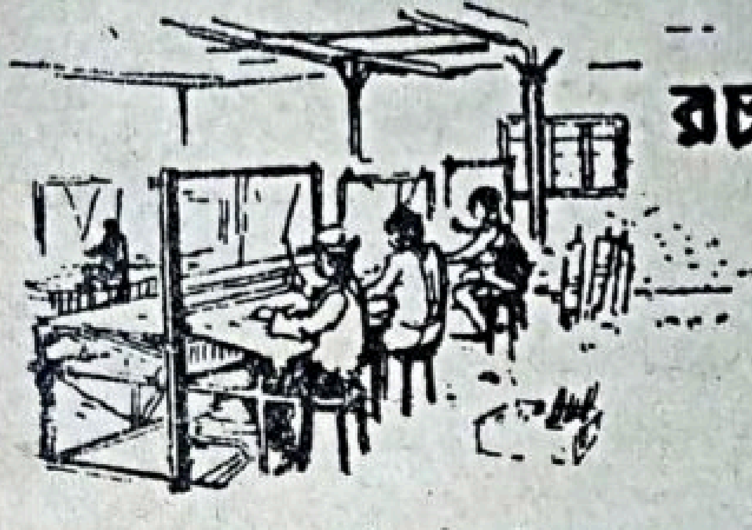

রচ্‌ডেলের তাঁতী

ইংলণ্ডের ছোট্ট একটি শহরের নাম রচ্‌ডেল। প্রায় দেড়শ' বছর আগে সূতাকাটা ও তাঁতের কাপড় বুনার জন্য এই শহর সকলের নিকট পরিচিত ছিল। তখনও কল-কব্জার প্রচলন হয় নাই। রচ্‌ডেলের তাঁতীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কারখানায় কাজ করিত এবং অতি কষ্টে সংসার চালাইত।

ধীরে ধীরে তাঁতের কারখানায় কল-কব্জার ব্যবহার শুরু হইল। ইহাতে অল্পসময়ে বেশী কাপড় তৈরি হইতে লাগিল। ফলে অনেক তাঁতী বেকার হইয়া পড়িল। এর মধ্যে হঠাৎ দেশের কোন কোন স্থানে আলুর ফসল মারা যাওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। গাঁয়ের লোকেরা উপায় না দেখিয়া শহরে আসিতে লাগিল।

ছোট্ট শহর রচ্‌ডেলেও বহু লোক আসিল। একদিকে তাঁতীদের বেকার অবস্থা, অপরদিকে গাঁয়ের লোকদের ভিড়। শহরে সংকট দেখা দিল। শহরের বস্তি এলাকায় লোকজন কুখাদ্য খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কেহ কেহ চুরি-ডাকাতি শুরু করিল। মানুষের এই অসহায় অবস্থার সুযোগে কারখানার মালিকেরা তাঁতীদের কাজের মাত্রা বাড়াইয়া মজুরি কমাইয়া

সবুজসাথী

দিল। মহাজনেরা তাহাদের কাছে কর্জ দাদন করিয়া চড়া সুদ আদায় করিতে লাগিল এবং ব্যবসায়ীরা ভেজাল খাবার বিক্রয় করিয়া মুনাফা লুটিতে লাগিল।

রচ্‌ডেল শহরে কয়েকজন গণ্যমান্য তাঁতী ছিলেন। দেশকে এই সংকট হইতে রক্ষা করার বিষয়ে তাঁহারা প্রায়ই আলোচনা করিতেন। তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, শহরের সকল অসহায় অবস্থার লোক একত্র হইয়া একে অন্যকে সাহায্য করিলে সকলেই বিপদ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। আলোচনায়

একমত হইয়া ১৮৪৪ সালে রচ্‌ডেলের ২৮ জন তাঁতী একটি সমবায় সমিতি স্থাপন করিলেন। নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া একে অন্যকে সাহায্য করার নাম সমবায়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিলঃ উচিত দামে দরকারী জিনিস বিক্রয়ের জন্য একটি দোকান খোলা এবং যাহারা সমিতির অংশীদার হইয়া

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

একে অন্যকে সাহায্য করিবে, তাহাদের জন্য ঘর-বাড়ী তৈয়ার করা, জমা-জমি খরিদ করা, কল-কারখানা স্থাপন করা এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

তাঁহারা প্রথমে মাত্র তিনশত পঁচাত্তর টাকা পুঁজি লইয়া একটি সমবায় দোকান খুলিলেন। এই টাকা আঠাশ জন তাঁতী অনেক কষ্টে যোগাড় করিয়াছিলেন। দোকান খোলার দিন তাঁহাদের মালপত্রের মধ্যে ছিল ৬ বস্তা ময়দা, ২৭ সের চিনি, ১৪ সের মাখন এবং ২৪টি মোমবাতি।

দোকানে বেচা-কেনা শুরু হইলে এক বছরের মধ্যে সমিতির অংশীদার বাড়িয়া চুয়াত্তর জন এবং পুঁজি বাড়িয়া আড়াই হাজার টাকায় দাঁড়াইল। পরের বছর সমিতির পুঁজি প্রায় চারি হাজার টাকা হইল এবং মুনাফা হইল দুই হাজার টাকা। এইভাবে ধীরে ধীরে সমিতির পুঁজি ও মনাফা বাড়িয়া চলিল। দেশের লোক দলে দলে এই সমিতির অংশীদার হইতে লাগিল।

সমিতির মুনাফা ও পুঁজি দিয়া অংশীদারগণ অন্যান্য কাজেও হাত দিলেন। তাঁহারা প্রথমে একটি ময়দার কল বসাইলেন। পরে একটি জুতার কারখানা ও একটি কাপড়ের দোকান খুলিলেন। ১৮৫৪ সালে তাঁহারা একটি কাপড়ের মিল স্থাপন করেন। এই সকল কারখানায় অনেক বেকার তাঁতী ও নূতন লোকের চাকরি জুটিল। ১৮৬১ সালে তাঁহাদের সমিতি বহু অংশীদারকে বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিল।

MESBAH-RONY
CHITTAGONG
MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

সারা দেশে সাড়া পড়িয়া গেল। ত্রিশ বছরের মধ্যে এই সমিতি রচ্‌ডেলের সকল অসহায় লোকের জীবনে সুখ ও শান্তি ফিরাইয়া আনিল। তাঁহাদের সফলতা দেখিয়া এখানে-সেখানে বহু সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিল।

রচ্‌ডেলের তাঁতীদের এই সফলতার মূলে ছিল কতকগুলি নীতি। সরকারের সাহায্য না লইয়া তাঁহারা নিজেদের জমানো টাকা দিয়া সমিতির পুঁজি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। রচ্‌ডেলের যে-কোন সৎলোক সমিতির অংশীদার হইতে পারিতেন এবং প্রত্যেকে একই হারে মুনাফা পাইতেন। তাঁহারা নিজেরা সমিতির কাজ দেখাশুনা করিতেন এবং প্রত্যেকে অপরকে বিশ্বাস করিতেন। সমিতির দোকানে খাঁটি জিনিস কম দামে বিক্রয় হইত এবং কাহারও নিকট ধারে বিক্রয় করা হইত না। তাঁহারা দেশের দলাদলিতে যোগ দিতেন না এবং সমিতিকে খুব ভালবাসিতেন। সমিতির মুনাফা হইতে কয়েকটি স্কুল ও পাঠাগার খুলিয়া তাঁহারা এলাকার ছেলেমেয়ে ও সমিতির সকল অংশীদারগণের পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই সকল নীতি পালন করার জন্যই রচ্‌ডেলের লোকেরা আজ মহাসুখে দিন কাটাইতেছেন। ১৮৪৪ সালে তাঁহাদের যে সমিতির অংশীদার ছিল আঠাশ জন, পুঁজি ছিল মাত্র তিন শত পঁচাত্তর টাকা, আজ সেই সমিতির অংশীদার দাঁড়াইয়াছে প্রায় চল্লিশ হাজার এবং প্রতি বছর তাঁহারা সমিতি হইতে যে মুনাফা পাইয়া থাকেন তাহার পরিমাণ

সবুজ সাথী

প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা। রচ্‌ডেলের তাঁতীরা প্রমাণ করিলেন যে, নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকে একযোগে অপরকে সাহায্য করিলে যে-কোন কঠিন কাজ সহজেই করা যায়।

—মনির উদ্দীন আহ্‌মদ

শব্দার্থ :—

সংকট—বিপদ। দুর্ভিক্ষ—খাদ্যদ্রব্যের অভাব। অংশীদার—ভাগীদার; কারবারের অংশের মালিক। পুঁজি—মূলধন। মুনাফা—লাভ। দলাদলি—বিভিন্ন দলের বিবাদ। পাঠাগার—যে ঘরে পড়ার জন্য বই-পত্র ও বসার জায়গা থাকে। গণ্যমান্য—মাননীয়। কুখাদ্য—খারাপ খাবার; খাওয়ার অযোগ্য। মুক্তি—পরিত্রাণ।

অনুশীলনী

১। রচ্‌ডেলের তাঁতীদের দুরবস্থার বর্ণনা দাও।

২। দুরবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করার জন্য রচ্‌ডেলের তাঁতীগণ কি করিয়াছিলেন? তাঁহাদের সমবায় দোকান কতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছিল?

৩। সমবায় কথার অর্থ কি? রচ্‌ডেলের তাঁতীগণ কয়টি নীতি পালন করিয়াছিলেন এবং সেইগুলি কি কি?

৪। রচ্‌ডেলের তাঁতীগণ কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছিলেন এবং কি প্রমাণ করিয়াছিলেন?

৫। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া একে অন্যকে সাহায্য করার নাম সমবায়।

(খ) ত্রিশ বছরের মধ্যে এই সমিতি রচ্‌ডেলের সকল অসহায় লোকের জীবনে সুখ ও শান্তি ফিরাইয়া আনিল।

সবুজসাথী

(গ) সরকারের সাহায্য না লইয়া তাঁহারা নিজেদের জমানো টাকা দিয়া সমিতির পুঁজি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

(ঘ) এই সকল নীতি পালন করার জন্যই রচ্ডেলের তাঁতীরা আজ মহা সুখে দিন কাটাইতেছেন।

(ঙ) নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকে একযোগে অপরকে সাহায্য করিলে যে-কোন কঠিন কাজ সহজে করা যায়।

৬। বাক্য রচনা কর :—

সমবায়, অংশীদার, কল-কব্জা, তাঁতী, নীতি, পুঁজি।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

শহরে—দেখা দিল। নিজেদের—দাঁড়াইয়া একে অন্যকে—করার নাম—। দেশের লোক দলে দলে—অংশীদার হইতে লাগিল। রচ্ডেলের তাঁতীদের এই—মূলে ছিল কতকগুলি—। সারা দেশে—পড়িয়া গেল। তাঁহারা দেশের—যোগ দিতেন না।

মমিনরা সাতভাই

হোসেনপুরে মমিনদের বাড়ী। মমিনরা সাতভাই আর পাঁচ বোন। বারোজন ভাই-বোনের কথা শুনে তোমরা তো খুশীতে নেচে উঠবে। কিন্তু অতগুলো ভাই-বোন নিয়ে ওদের যা মুশকিল তা আর বলে শেষ করা যায় না।

সবুজ সাথী

মমিনদের মুশকিলের কথা কিছু কিছু তোমাদের বলছি। ছোট একখানা ঘর ওদের। সে ঘরের ছোট ছোট বারান্দা। ছোট সেই ঘরে বারোজনের জায়গা হয় না। জিনিসপত্র

CHITTAGONG

তাই সব সময় অগোছাল ও অপরিচ্ছন্ন থাকে। অতগুলো ছেলে-মেয়েদের গোলমালে বাড়ীতে সারাক্ষণ একটা হৈ চৈ লেগে থাকে। তাতে তাদের নিজেদের তো অসুবিধা হয়ই, পাশের বাড়ীর লোকদেরও। নিশ্চিন্তে কাজ করবার জো থাকে না।

রান্না ঘরটা মমিনদের আরো ছোট। সেখানে বারোজনের খেতে বসতে খুবই অসুবিধা। ভাত খেতে গিয়ে মমিন ও আমিনকে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আর এমনি করতে গিয়ে প্রায় দিনই স্কুলে যেতে ওদের দেরী হয়ে যায়। কিন্তু কি করবে ওরা। ছোটদের খাওয়া না হলে তো আর ওরা খেতে বসতে পারে না। ছোটরাও বেশীর ভাগ সময় খাবার নিয়ে উঠোনে চলে যায়। উঠোনে যা আবার কাকের উপদ্রব। সেখানেও স্বস্তিতে বসে খেতে পারে না তারা।

খাবার নিয়ে মমিনের ছোট ভাই-বোনেরা উঠোনে চলে যায় তো বললাম। কিন্তু অত খাবারই বা আসে কোথা থেকে? দিন যত যাচ্ছে ওদের পরিবারে লোকসংখ্যা ততই বেড়ে যাচ্ছে, আর অভাবও বেড়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। সংসারের অভাব মিটাতে জায়গা-জমি যা ছিল তার প্রায় সবই মমিনের আব্বা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। যেটুকু জমি আছে তার ধানে দু'তিন মাস মাত্র ওদের চলে। তার পরে একটানা অভাবের সাথে সংগ্রাম।

ছোট একটা পুকুর আছে মমিনদের। পরিবারের লোক যখন কম ছিল সেই পুকুরের মাছে তাদের খাওয়া চলে যেত।

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

এখন তাতে কিছুই হয় না। সারা মাসই তাই তাদের মাছ ছাড়া খেতে হয়। আমিন, মমিন, ফাতেমা, আজিজ বুঝতে পারে তাদের অবস্থার কথা। তাই খাওয়ার সময় আম্মাকে বিরক্ত করে না। কিন্তু ছোট ভাই বোনগুলো কিছু বুঝে না। তারা মাছ না পেলে কান্নাকাটি করে আম্মাকে উত্যক্ত করে তোলে।

থাকার মধ্যে মমিনদের হু'টো গাই। হু'টো গাইয়ের হুধে আগে ওদের ভাল ভাবে যেত। এখন আর তা হতে পারে না। হু'টো গাইয়ের হু'সের হুধে ওদের বিরাট সংসারের প্রয়োজন মেটে না। আবার সে হুধের অনেকটা বেচে ফেলতে হয়। গাই হু'টোকে ভাল করে খাওয়ালে হয়ত হুধ আরো বেশী হতো, কিন্তু নিজেদের পেট চলে না তায় গাইগুলোকে কি খাওয়াবে।

খাওয়া দাওয়ার তো এই অবস্থা মমিনদের বাড়ীতে। জামা-কাপড়ের টানাটানিও ওদের সব সময় লেগে থাকে। মমিনের জামা একটা কেনা হলো তো আমিনেরটা ছিঁড়ে গেল। হয়ত ফাতেমার একটা শাড়ী কেনা হলো কিন্তু অন্যদেরগুলো কেনবার দরকার হলেও কেনা সম্ভব হলো না। তাই জোড়াতালি দিয়ে কোনমতে চালাতে হয়। মমিনরা যদি শহরে থাকতো বারো জোড়া জুতো কি কখনও ওর আব্বা কিনে দিতে পারতেন? গ্রামে থাকে বলে সবার জুতো না হলেও চলে যায়। কোথাও বেড়াতে যেতে হলে এ ওরটা পরে যায়। তাতে আবার গোলমাল কান্নাকাটি লেগে যায়। একজনের জিনিস আর একজন ধরলে মহা অনর্থ বেধে যায়।

MESBAH—RONY সবুজসাথী
MESBAH—RONY সবুজসাথী MOHAMMAD—MUJIBUL—HAQUE

জুতো যাহোক না হলেও তবু চলে। কিন্তু জামা কাপড় ও অন্য সব জিনিস তো চাই সবার। বারোটি ছেলেমেয়ে ও নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেই মমিনের আব্বার উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ছেলেমেয়েদের খাবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাতে একজনেরই ভাল করে চলে না। মমিনের আব্বা ও আম্মা রোজই প্রায় সেই যৎসামান্য খাবার খেয়ে কোন মতে প্রাণ ধারণ করেন।

এত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে মমিনের আব্বা-আম্মার খুব ইচ্ছা মমিনদের লেখাপড়া শেখাবার। লেখাপড়া শিখে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয় ও দেশের একজন হয় এই তাঁদের কামনা। সেই জন্যই মমিন, আমিন, আজিজ ও ফাতেমাকে স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। স্কুলে পাঠিয়েও সমস্যার শেষ নেই। তাদের বই খাতা যোগাড় করা ও সময়মত স্কুলের বেতন দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে।

এ সব ছাড়াও এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে মমিনের আব্বা-আম্মাকে বহু ঝামেলা পোহাতে হয়। কোন দিন গাছ থেকে পড়ে কারো পা ভাঙ্গে, কোনদিন একজন শাপলা তুলতে গিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। কেউ প্রতিবেশীর বাগান থেকে আম পাড়তে গিয়ে বিপদে পড়ে। এ ধরনের নানা বিপদ একটার পর একটা লেগেই থাকে। এই নিয়ে ও ছেলে-মেয়েদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে ব্যস্ত থাকার জন্য তাদের লেখাপড়ার দিকে মমিনের আব্বা-আম্মা নজর দিতে পারেন

সবুজসাথী

না। ফলে দেখা যায় বছরের শেষে সবাই পাস করতে পারে না। তাই দুশ্চিন্তা বেড়েই চলে।

ছেলেমেয়েদের এত কষ্ট করেও কিছু হচ্ছে না দেখে মমিনের আব্বা-আম্মার দুঃখের আর শেষ নেই, লেখাপড়া শিখে ওরা যদি মানুষ হয় কোনদিন সেদিনই এই দুঃখ ঘুচবে। তা না হলে দুর্গতির আর অবধি থাকবে না।

মমিন বড় হয়েছে। সে বুঝতে পারে সংসারের অভাব অনটনের কথা। কিন্তু অভাবের কারণটা বুঝে উঠতে পারে না। মমিন বড় ভাল ছেলে। কোন জিনিসের জন্য বায়না করে সে কখনও আব্বা-আম্মাকে বিরক্ত করে না। কোন কিছু খেতে ইচ্ছা করলেও সে বলে না। এইটুকু অন্ততঃ সে বুঝে যে অতগুলো ভাই-বোনের সংসারে যা চাওয়া যায় তা পাওয়া যায় না।

মমিন সারাক্ষণ চেষ্টা করে ভাল করে লেখাপড়া করতে। তাই বলে সংসারের কাজেও সে অবহেলা করে না। বেশীর ভাগ সময়ই কাজ করতে করতে ফুরিয়ে যায় তখন আর বই নিয়ে বসা হয় না। সে রোজই চেষ্টা করে স্কুলের পড়াটা তৈরি করতে। কিন্তু তাই বা হয় কই? আর হয় না বলেই তো স্কুলে মাঝে মাঝে শাস্তি পেতে হয়।

কালাম মমিনের সাথে পড়ে। পড়াশুনায় সে খুব ভাল। কালাম সব সময় পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে আসে। স্বভাবও তার খুব ভাল। মমিনকে কালাম প্রায় সময়ই সাহায্য করে।

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIB-KO

কালামের সাথে মমিন মাঝে মাঝে কালামদের বাড়ীতে যায়। কালামদের বাড়ীটা মমিনের খুব ভাল লাগে। কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারিদিক। কোন গোলমাল হৈ চৈ নেই।

অথচ ওরা তো ধনী নয়। কালামের আব্বা পোষ্ট অফিসে কাজ করেন। আয় তার খুব বেশী নয়। জমি-জমাও খুব বেশী নেই তাদের। কিন্তু কি সুখী পরিবার! কালামরা মাত্র দু'ভাই-বোন। সেই জন্যেই যা আয় তাতেই তাদের স্বচ্ছল ভাবে চলে যায়।

কালামের আম্মাকে মমিনের খুব ভাল লাগে। মমিন দেখে তিনি প্রায়ই কালামের ছোট বোন রাজিয়াকে গল্প পড়ে শোনান বা কখনও কোন সেলাই নিয়ে বসে ওদের সাথে

MESBAH-RONY CHITTAGONG MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

গল্প করেন। এ সব দেখে মমিনের আম্মার কথা মনে হয়। আম্মা বেচারীকে সারাক্ষণ একটা না একটা কাজে লেগে থাক্‌তে হয়। কাজ না করেও তো উপায় নেই।

এতগুলো মানুষের জন্য রান্না করা, থালা-বাসন মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা ও কাপড় কাচতেই তো রোজ সন্ধ্যে হয়ে যায়। শীতের দিনে তো বেচারী প্রায়ই অসুখে ভোগেন। অসুখ নিয়েই কাজ করেন তিনি। কতদিন কাজ সারতে সারতে রাত এক প্রহর হয়ে যায়। বারো মাস তিনি সংসারের জন্য খাটছেন। স্বাস্থ্য যা তার হয়েছে তাতে মনে হয় আম্মা আর বেশীদিন বাঁচবেন না। গল্প পড়া, সেলাই করা দূরের কথা, একটু বসে কোরাণ শরীফ পড়বার সময়ও আম্মা পান না। আম্মার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে মমিন কূল-কিনারা হারিয়ে ফেলে।

আম্মার জন্য মমিনের চিন্তা। আব্বা, ভাই-বোন এবং তার নিজের জন্যও তার চিন্তার শেষ নেই। ঘরে অভাব বলে কত কিছু থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। বিকেল বেলায় কালাম ও অন্য ছেলেরা মাঠে খেলা করে। মাঠে গিয়ে খেলা করতে মমিনেরও খুব ইচ্ছে হয়। আব্বার সাথে মাঠে কাজ করতে হয়, গাই দুটোকে খাবার দিতে হয়। কোন দিন গাইগুলোর জন্য ঘাস কাট্‌তে যেতে হয় নদীর ওপারে। এসব কারণে সে খেলা করতে যেতে পারে না।

কালাম ও অন্য ছেলেরা মমিনকে খেল্‌তে ডাকে। মমিন যায় না। সে বুঝতে পেরেছে সংসারের অভাব মিটানোর জন্য

তার কাজ করা দরকার। কালামের তো মাত্র একটা বোন। তার যে এগারোটা ভাই-বোন। পরিবারে লোকসংখ্যার অনুপাতে আয় না বাড়ালে অভাব তাদের কোনদিনই মিটবে না। হয়ত কখনও অজানিতে তার মনে এভাবও জাগে, যদি তাদের ঘরে লোক কম হতো তারাও কালামদের মতো সুখে দিন কাটাতে পারতো।

—হালিমা খাতুন

অনুশীলনী

১। মমিনদের বাড়ীর পরিবেশটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। মমিনদের পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণ বিশ্লেষণ কর।

৩। মমিনের আব্বা সংসারের অভাব মিটাবার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করলেন? তোমার মতে এ ব্যবস্থা ঠিক হলো কিনা?

৪। পুকুরের মাছ আর তাদের গাইয়ের দুধ দিয়ে সংসার চলে না কেন?

৫। মমিনের পড়াশুনা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে নিয়মিত পড়াশুনা করতে পারে না কেন?

৬। কালামদের বাড়ী-ঘরের পরিবেশ বর্ণনা কর।

৭। অন্য ছেলেদের সঙ্গে মমিন বিকেলে খেলতে যায় না কেন?

৮। তাদের অভাব অনটনের সংসার সম্পর্কে মমিনের মনে কি ভাবের উদয় হয়?

সবুজসাথী

৯। মমিন এবং কালামদের সংসারের একটি তুলনামূলক আলোচনা লিখ।

১০। পাশে দেওয়া পদগুলি হইতে ঠিক মতো বাছিয়া লইয়া শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ কর :—

মমিনের আব্বাকে……পরিশ্রম করতে……। ছেলেমেয়েদের খাবার পর যা……থাকে তাতে একজনেরই……করে……। মমিনের আব্বা ও আম্মা……প্রায় সেই……খাবার খেয়ে কোন মতে……করেন।	অবশিষ্ট, উদয়াস্ত, ভাল, রোজই, হয় না, যৎসামান্য, প্রাণধারণ।

শব্দার্থ :

অপরিচ্ছন্ন—অপরিষ্কার। নিশ্চিন্তে—চিন্তা না করিয়া। উপদ্রব—উৎপাত। স্বস্তিতে—আরামে। উত্যক্ত—বিরক্ত। উদয়াস্ত—সারাদিন। ভরণ-পোষণ—খাওয়া-পরা। অবশিষ্ট—বাকী। সংস্থান—ব্যবস্থা। অবধি—শেষ।

———

MESBAH—RONY
CHITTAGONG
MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE

পদ্যাংশ

MESBAH—RONY—
CHITTAGONG
MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE

MESBAH—RONY
সবুজ পাখী
MUHAMMAD—MUNIA

তরুণের অভিযান

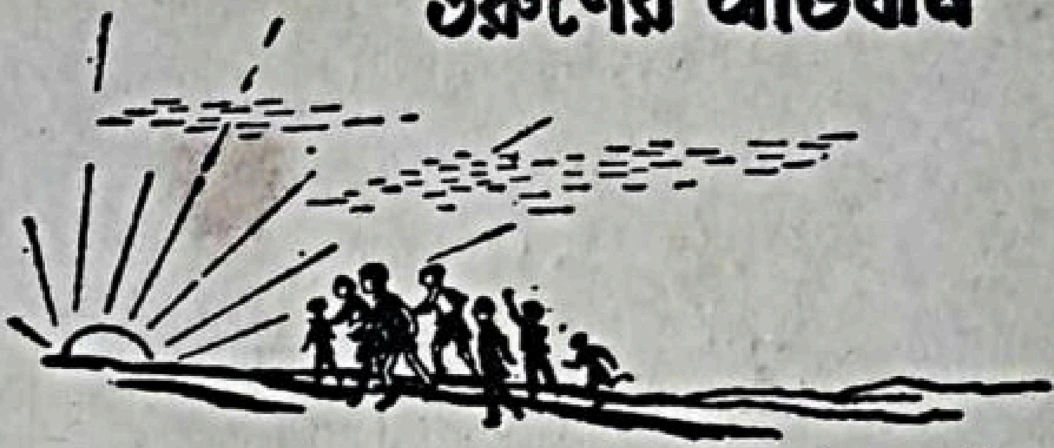

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্,
চল্ চল্ চল্ ॥
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব জীবনের গাহিয়া গান
সজীব করিব গোরস্থান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

সবুজ সাথী

চল্ রে নৌ-জোয়ান,
শোন্ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল,
চল্ রে চল্ রে চল্,
উর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ,
শহীদী-ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচ-কাওয়াজ
খোল্ রে নিদ্-মহল।
কবে সে খোয়ালি বাদ্‌শাহি—
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাস্ মুসাফির গান গাহি,
ফেলিস্ অশ্রুজল।
যাক্ রে তখ্‌ত-তাউস্,
জাগ্‌রে জাগ্ বেহুঁশ।
ডুবিল রে দেখ্ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক্ রুশ—
জাগিল তারা সকল,
জেগে ওঠ হীনবল!
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল
চল্ চল্ চল্॥

—কাজী নজরুল ইসলাম

MESBAH—RONY—BOOK—MOHAMMAD—MUJIBUL CHITTAGONG

শব্দার্থ :

ঊর্ধ্ব—উপর ; উচ্চ। গগন—আকাশ। ধরণী—পৃথিবী। তরুণ—যুবক। ঊষা—ভোর। তিমির—অন্ধকার। নবীন—নূতন। সজীব—জীবন্ত। দানিব—দিব। বাহু—কাঁধ হইতে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত। আহ্বান—ডাকা। কুচ-কাওয়াজ—সৈন্যদের একত্র হইয়া যাত্রা। মুসাফির—পথিক। হীনবল—যাহার শক্তি নাই। মাদল—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। উতলা—চঞ্চল। অরুণ—প্রভাত সূর্য। বিন্ধ্যাচল—বিন্ধ্য পর্বত। গোরস্থান—কবরস্থান। নৌ-জোয়ান—তরুণ। তোরণ—সিংহদ্বার। আগল—অর্গল ; কপাট বন্ধ করিবার কাষ্ঠ বা লৌহদণ্ড। বাজ—বজ্র। শহীদ—ধর্মযুদ্ধে যাঁহারা জীবন দান করেন। শহীদী-ঈদ—পুণ্য কাজে জীবন দানকে কবি এখানে ঈদের আনন্দের সহিত তুলনা করিয়াছেন। নিদ্-মহল—ঘুমপুরী। খোয়ালি—হারাইলি। তখ্ত-তাউস্—ময়ূর সিংহাসন। তাজমহল—বাদশাহ্ শাহ্-জাহানের নির্মিত অপূর্ব স্মৃতি-সৌধ। ইহা তাঁহার বেগম মমতাজ মহলের কবরের উপর নির্মিত। সৌধটি মর্মর পাথরের তৈরী। পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে একটি।

অনুশীলনী

১। তরুণদিগকে কবি কিভাবে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছেন ? তাঁহার যুক্তি কি ?

২। এই কবিতায় আমাদের অতীত গৌরবের কি কি আভাস দেওয়া হইয়াছে ?

৩। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) ঊষার দুয়ারে ……বিন্ধ্যাচল।

(খ) কবে সে খোয়ালি……অশ্রুজল।

MESBAH—RONY CHITTAGONG MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE

কিশোর

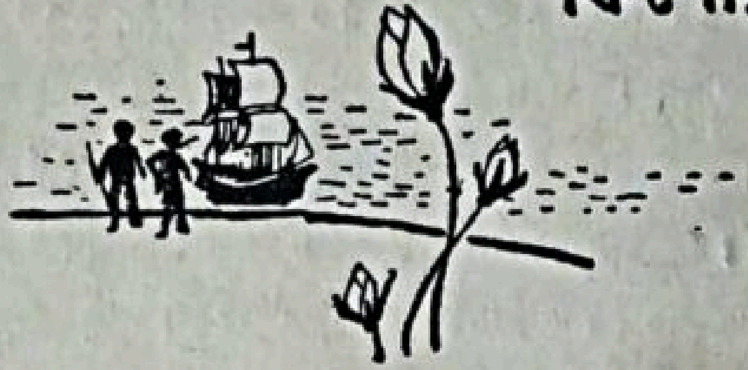

আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি নিখিল বন-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে
ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাঁপড়ি-পাতার বন্ধনে।
সকল কাঁটা ধন্য করে ফুট্‌বো মোরাও ফুট্‌বো গো,
অরুণ রবির সোনার আ-লা দু'হাত দিয়ে লুট্‌বো গো।
নিত্য নবীন গৌরবে
ছড়িয়ে দিব সৌরভে,
আকাশ পানে তুলবো মাথা সকল বাঁধন টুট্‌বো গো।
সাগর জলে পাল তুলে দে' কেউবা হব নিরুদ্দেশ ;
কলম্বসের মতই বা কেউ পৌঁছে যাব নূতন দেশ।
জাগবে সাড়া বিশ্বময়
এ পাক-ভূমি নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা, শক্তি-সাহস আজও এদের হয়নি শেষ।

সবুজসাথী

কেউবা হব সেনানায়ক, গড়বো নূতন সৈন্যদল—
সত্য-ন্যায়ের অস্ত্র নেব, নাই বা থাকুক অন্য বল ;
দেশের ভালো খুঁজবো গো
ব্যথীর ব্যথা বুঝবো গো,
ধন্য হবে দেশের মাটি, ধন্য হবে অন্ন-জল।
জ্ঞান-গরিমা শিখ্‌বো বলে কেউ বা যাব জার্মানি
সবার আগেই চলবো মোরা, আর কি কভু হার মানি ?
শিল্পকলা শিখ্‌বো কেউ
গ্রন্থমালা লিখ্‌বো কেউ,
কেউ বা হব ব্যবসাজীবী, কেউবা টাটা, কার্নানি।
ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।
নূতন আলোর আমরা সূত
নূতন বাণীর অগ্রদূত,
কতই কি যে করবো মোরা নাইকো তাহার অন্ত রে।

—গোলাম মোস্তফা

শব্দার্থ ঃ

কুঁড়ি—কলি, মুকুল। নিখিল—পৃথিবী। নন্দন—(পুত্র) এখানে স্বর্গের বাগান। অরুণ—নূতন সূর্য ; রক্ত বর্ণ। গৌরব—মহিমা। কিশোর—বালক ও যুবকের মাঝামাঝি বয়সের ছেলে। স্পন্দন—ঈষৎ কম্পন। অন্তর—মন ; হৃদয়। রবি—সূর্য। সৌরভ—সুবাস। নিরুদ্দেশ—নিখোঁজ। কলম্বাস—ইনি আমেরিকা আবিষ্কার

সবুজসাথী

করিয়াছিলেন। নিঃস্ব—যাহার কিছুই নাই। সেনানায়ক—সেনাপতি। বিশ্বময়—পৃথিবী জুড়িয়া। সত্য-ন্যায়ের অস্ত্র নেব—সত্য ও ন্যায়-পরায়ণতা অবলম্বন করিব। অন্ন—ভাত। সুত—সন্তান। অগ্রদূত—পথ প্রদর্শক; নেতা। সন্তরে—সাঁতার দেয়। অন্তরে—প্রাণে।

অনুশীলনী

১। কিশোর বালক কি কি করিতে চায়? সে কলম্বস হইয়া কি করিবে? সে সেনানায়ক হইয়া কি করিতে চায়? সে জার্মানিতে যাইবে কেন?

২। 'কিশোর' কবিতার মধ্যে কিশোর মনের কি উচ্চাশার আভাস পাওয়া যায়?

৩। ব্যাখ্যা কর:—

(ক) নিত্য নবীন·······বাঁধন টুটবো গো।

(খ) জাগবে সাড়া বিশ্বময়·······হয়নি শেষ।

(গ) ভবিষ্যতের লক্ষ আশা····· অন্তরে।

৪। বাক্য রচনা কর:—

রাঙা, নবীন, সৌরভ, অগ্রদূত, নিঃস্ব।

———

MESBAH—RONY—MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE
সবুজ সাথী
CHITTAGONG
প্রথম ভাগ

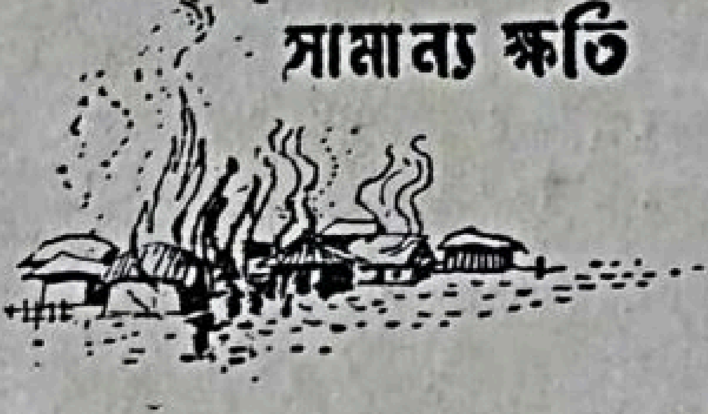

সামান্য ক্ষতি

বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস
স্বচ্ছ-সলিলা বরুণা,
পুরী হ'তে দুরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পক বনে,
স্নানে চলেছেন শত সখী সনে
কাশীর মহিষী করুণা।

স্নান সমাপন করিয়া যখন
কূলে উঠে নারী সকলে
মহিষী কহিলা, "উহু! শীতে মরি,
সকল শরীর উঠিছে শিহরি'
জ্বেলে দে আগুন ওলো সহচরী,
শীত নিবারিব অনলে।"

MESBAH—RONY—HOUSE—MOHAMMAD—MUJIBUL
সবুজ সাথী
CHITTAGONG
প্রথম ভাগ

সখিগণ সবে কুড়াইতে কুটা
চলিল কুসুম কাননে।
কৌতুক বশে পাগল পরাণী
শাখা ধরি' সবে করে টানাটানি
সহসা সবারে ডাক্ দিয়া রানী
কহে সহাস্য আননে,—

"ওলো তোরা আয়, ওই দেখা যায়
কুটীর কাহার অদূরে।
ঐ ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত করিব কর-পদতল!"—
এত বলি রানী রঙ্গে বিভল
হাসিয়া উঠিল মধুরে।

প্রভাত পাখীর আনন্দ গান
ভয়ের বিলাপে টুটিল;
দলে দলে কাক করে কোলাহল,
উত্তর বায়ু হইল প্রবল—
কুটীর হইতে কুটীরে অনল
উড়িয়া উড়িয়া ছুটিল।

MESBAH—RONY—MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE
সবুজ সাথী
CHITTAGONG
প্রথম ভাগ

ছোট গ্রামখানি লেহিয়া লইল
প্রলয় লোলুপ রসনা।
জনহীন পথে মাঘের প্রভাতে
প্রমোদ ক্লান্ত শত সখী সাথে
ফিরে গেল রানী কুবলয় হাতে
দীপ্ত অরুণ বসনা।

তখন সভায় বিচার আসনে
বসিয়া ছিলেন ভূপতি।
গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে
দ্বিধা-কম্পিত গদ গদ ভাষে
নিবেদিল দুখ সঙ্কোচে ত্রাসে
চরণে করিয়া বিনতি।

সভাসন ছাড়ি' উঠি গেল রাজা,
রক্তিম মুখ শরমে।
অকালে পশিলা রানীর আগার,
কহিলা, "মহিষী, এ কী ব্যবহার?
গৃহ জ্বালাইলে অভাগা প্রজার
বল কোন্ রাজধরমে?"

MESBAH—RONY
সবুজ সাথী
CHITTAGONG
প্রথম ভাগ
MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE

রুষিয়া কহিলা রাজার মহিলা,
“গৃহ কহ তারে কী বোধে?
গেছে গুটি কত জীর্ণ কুটীর
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর?
কত ধন যায় রাজ-মহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে।”

কহিলেন রাজা উদ্যত রোষ
রুধিয়া দীপ্ত হৃদয়ে,
“যত দিন তুমি আছ রাজরানী
দীনের কুটীরে দীনের কী হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি,
বুঝাব তোমারে নিদয়ে।”

রাজার আদেশে কিঙ্করী আসি'
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া;
করুণ বরণ অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে নিল টানি',
ভিখারী নারীর চীরবাস আনি'
দিল রানী-দেহে তুলিয়া।

MESBAH—RONY—EBOOK
সবুজ সাথী
CHITTAGONG
প্রথম ভাগ
MOHAMMAD—MUJIBUL

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
"মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে ;
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে ক'টি কুটীর হ'ল ছারখার
যতদিনে পার সে ক'টি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।"

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ :

স্বচ্ছ—অতি নির্মল। সলিল—পানি। মহিষী—রানী। সহচরী—সখী। অনল—আগুন। আনন—মুখ। নির্জনে—নিরিবিলিতে ; নিভৃত স্থানে। শিলাময়—পাথরে তৈরী। সমাপন—শেষ। নিবারিব—নিবারণ করিব। কুটা—কুচি ; কণা। তপ্ত—গরম। বিভল (বিহ্বল)—অভিভূত। প্রলয়—পৃথিবীর ধ্বংস। লোলুপ—অতি লোভী। বাসনা—ইচ্ছা। কুবলয়—নীল পদ্ম। সঙ্কোচে—লজ্জা সহকারে। ত্রাস—ভয়। রাজধর্ম—রাজার উপযুক্ত কর্তব্য। উদ্যত রোষ—যে ক্রোধ মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। রুধিয়া—রোধ করিয়া। দীপ্ত—উজ্জ্বল। নিদয়ে—দয়াহীনা (সম্বোধনে)। কিঙ্করী—চাকরানী। অম্বর—কাপড়। চীরবাস—ছেঁড়া কাপড়। অদূরে—নিকটে। কর—হাত। প্রবল—জোর। প্রমোদ—আনন্দ। বসন—কাপড়। বিনতি—বিনয়। পশিল—প্রবেশ করিল। আগার—ঘর। রুষিয়া—রাগ করিয়া। লীলা—খেলা ; আনন্দ। প্রহরের—তিন ঘণ্টা কালের।

অনুশীলনী

১। এই কবিতার গল্পটি নিজের কথায় সংক্ষেপে লিখ।

২। কাশীরাজ ও কাশীর রানীর চরিত্রের পার্থক্য দেখাও।

৩। "সামান্য ক্ষতি' কি বাস্তবিকই সামান্য ক্ষতি ছিল ? এই কবিতা পাঠে কি উপদেশ পাওয়া যায় ?

MESBAH-RONY
সবুজ সাথী
CHITTAGONG
প্রথম ভাগ
MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

কাজলা দিদি

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
মা গো আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই ?
পুকুর ধারে গাছের তলে,
থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে,
ফুলের বাসে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই—
মা গো আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই ?

সেদিন হতে কেন মা আর দিদিরে নাহি ডাকো,—
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো ?
খাবার খেতে আসি যখন,
দিদি ব'লে ডাকি তখন,
ও ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো ?
আমি ডাকি, তুমি কেন চুপটি করে থাকো ?

বল, মা, দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে ?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল বিয়ে হবে।
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে,
আমিও যদি লুকাই গিয়ে,

MESBAH-RONY
সবুজ সাথী
CHITTAGONG
প্রথম ভাগ
MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

তুমি তখন একলা ঘরে কেমন ক'রে রবে ?
আমিও নাই—দিদিও নাই—কেমন মজা হবে।

ভুঁই-চাঁপাতে ভ'রে গেছে শিউলি গাছের তল—
মাড়াস্‌নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল।
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে,
বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
উড়িয়ে তুমি দিও না মা, ছিঁড়তে গিয়ে ফল,
দিদি এসে শুন্‌বে যখন বলবে কি মা বল ?

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
এমন সময় মাগো আমার কাজলা দিদি কই ?
গাছের তলে পুকুর পাড়ে,
ঝিঁ ঝিঁ ডাকে ঝোপে ঝাড়ে,
ফুলের বাসে ঘুম আসে না, তাই ত জেগে রই।
রাত্রি হ'ল মা গো আমার কাজলা দিদি কই ?

—যতীন্দ্র মোহন বাগচী

শব্দার্থ ঃ

শোলক-বলা—যে শ্লোক বা ছড়া বলে। কাজলা দিদি—সম্ভবতঃ দিদির নাম কাজলা বা ঐরূপ কিছু। থোকায়—গুচ্ছে। বাসে—গন্ধে। ভুঁইচাঁপা—এক প্রকার ফুল। শিউলি—শেফালী ; ফুলগাছ বিশেষ।

MESBAH—RONY
সবুজ সাথী
CHITTAGONG
প্রথম ভাগ
MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE

সংক্ষিপ্ত ভাব :

[কাজলা-দিদি মারা গিয়াছে, কিন্তু তাহার ছোট বোন মরণকে বুঝিতে পারে না। সেজন্য প্রতি কাজে সে তাহার কাজলা দিদিকে খোঁজে। তাহার এই খোঁজায় তাহার মায়ের মনে মেয়ের শোক দ্বিগুণভাবে বাড়ে। কিন্তু সে কথা তিনি প্রকাশ করিতে পারেন না, কেবল কাঁদিয়া ভাসান। এদিকে কান্না লুকাইবার জন্য আঁচলে মুখটিও ঢাকিয়া রাখেন।]

অনুশীলনী

১। এই কবিতাটিতে কে কথা বলিতেছে ? সে খোকা না খুকী ? খাইতে বসিয়া সে যখন কাজলা-দিদিকে ডাকে, তখন তাহার মা-ও কেন তাহাকে ডাকেন না ? তিনি আঁচলে মুখ ঢাকেন কেন ?

২। নীচের প্রশ্নগুলির পরে কয়েকটি করিয়া জবাব দেওয়া আছে। ঠিক জবাবটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও—

(ক) কাজলা দিদি কই ?

— ঐ ঘরে/মামা বাড়ী/মারা গিয়াছে।

(খ) শোলক-বলা কাহাকে বলে ?

—যে শ্লোক বলে/যে শ্লোক শুনে/যাহাকে শ্লোক বলা হয়।

৩। নীচের মোটা-হরফে-লেখা শব্দটির সঙ্গে পাশের যে শব্দটির বা শব্দগুলির মিল হয় না, উহার বা উহাদের নীচে দাগ দাও—

(ক) **কবে**—হবে, রবে, সবে, যাইবে।

(খ) **ডাকো**—ঢাকো, জাগো, থাকো, হাঁকো।

(গ) **ফাঁকে**—ঝাঁকে, মাকে, জাগে।

৪। খালি জায়গা পূর্ণ করিয়া পড়িয়া যাও—

(ক) ফুলের বাসে ঘুম আসে না, — — —

— — — — কাজলা দিদি কই ?

(খ) তুমি তখন — — কেমন করে রবে ?

— —, দিদিও নাই, কেমন — — ?

———

MESBAH—RONY—MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE
সবুজ সাথী
CHITTAGONG
প্রথম ভাগ

চৈতালী

গানের সুরে গুনগুনিয়ে
চৈতী-হাওয়া এলো,
চাঁপার বনে চপল হাওয়া
বইছে এলোমেলো।
ঘুম জড়ানো ফুলের দেশে
চুমকুড়ি দেয় ভা:লোবেসে,
পাতার বনে আলগোছে তার
আলোর ছোঁয়া লাগে,
নতুন পাতা এলো বলে
ফুলের মেয়ে জাগে।

আবার এলো চৈতী-হাওয়া
চাঁদ ঝরানো রাতি,
ঝরা পাতার শাখায় এলো
নতুন মাতামাতি।

MESBAH—RONY—
সবুজ সাথী
CHITTAGONG
প্রথম ভাগ
MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE

MESBAH-RONY-MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE
সবুজ সাথী
CHITTAGONG
প্রথম ভাগ

ঝরে গেলো ঝরার যা' তা
আবার এলো নতুন পাতা,
শুকনো শাখা ভরে এলো
নতুন ফুলে ফুলে,
নতুন পাখী এলো অনেক
হাওয়ায় দুলে দুলে।

আবার এলো চৈতী-হাওয়া
ঘুমভাঙানো সুরে,
শিশির-ভেজা শীতের রাতি
মিলিয়ে গেছে দূরে।
ধোঁয়ায়-ঢাকা দিন মিলালো
আবার এলো লালচে আলো,
রং-ঝারি কে ছড়িয়ে গেল
আকাশ ভুবনেতে।
নতুন দিনের উদয় পথে
সবাই ওঠে মেতে।

—আহসান হাবীব

সারমর্ম :

চৈতালী কবিতায় বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবের একটি সুন্দর চিত্র আঁকা হইয়াছে। শীতের পরে আসে বসন্ত, তখন গাছে গাছে শ্যামল সজীবতা, বনে বনে দখিন হাওয়ার চপল নৃত্য। কুয়াশা-ঢাকা মলিন শীতের পরে আনন্দ মুখর পৃথিবী যেন নূতন রূপ লাভ করে।

শব্দার্থ :

চৈতালী—চৈত্রমাস সম্বন্ধীয়। চৈতী-হাওয়া—চৈত্রমাসের বাতাস। চপল—চঞ্চল; অস্থির। চুমকুড়ি—চুমা; চুম্বনের মত শব্দ। আলগোছে—আস্তে, নরম ভাবে। লালচে—ঈষৎ রক্তবর্ণ। রং-ঝারি —রঙিন পানি ছিটাইবার ঝাঁঝরি। ঝরা পাতার শাখায়…মাতামাতি —পাতাহীন শাখায় নূতন পাতা দেখা দিল; বাতাসে নূতন পাতা নাচিতে শুরু করিল। নতুন পাখি—এখানে কোকিলের কথা বলা হইয়াছে। ধোঁয়ায়-ঢাকা দিন—কুয়াশা ভরা দিন। উদয়— আবির্ভাব। ভুবনেতে—আকাশে (এখানে সমগ্র আকাশে)।

অনুশীলনী

১। চৈতালী কাহাকে বলে? চৈতালীর আবির্ভাব কোন্ ঋতুতে?

২ বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির কি পরিবর্তন ঘটে?

৩। 'চৈতালী' কবিতার প্রকৃতির শোভার বর্ণনা নিজের ভাষায় লিখ।

৪। ব্যাখ্যা কর :

(ক) নতুন পাতা………মেয়ে জাগে।

(খ) রং-ঝারি কে………ওঠে মেতে।

৫। নীচের শূন্যস্থানগুলিতে উপযুক্ত বিশেষ্য বসাও :

চৈতী — —; নতুন — —; ঝরা ——; শুকনো——; লালচে — —।

৬। বাক্য রচনা কর :—

গুনগুনিয়ে; চপল; চাঁদ-ঝরানো; শিশির; আলো; ছোঁয়া; লালচে।

———

MESBAH—RONY—HOQUE—MOHAMMAD—MUJIBUL
সবুজ সাথী
CHITTAGONG
প্রথম ভাগ

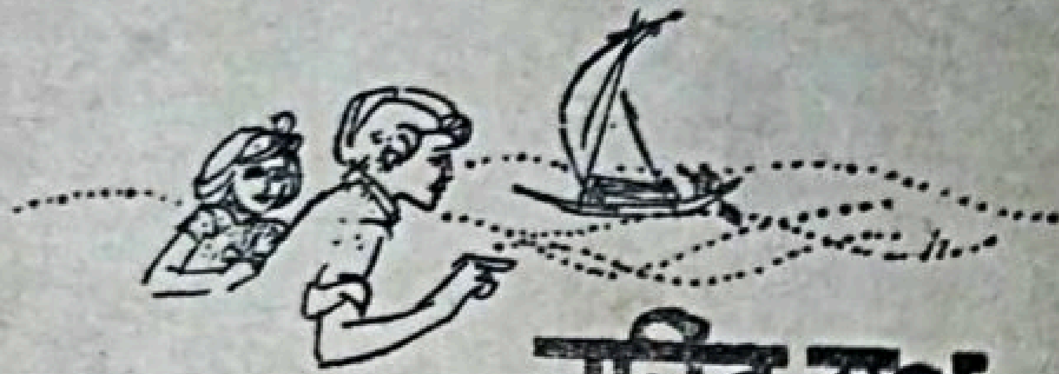

নদীর স্বপ্ন

কোথায় চলেছ ? এদিকে এসো না ! দু'টো কথা শোনো দিকি
এই নাও—এই চক্‌চকে, ছোট, নতুন রূপোর সিকি ।
ছোকান্নুর কাছে দু'টো আনি আছে, তোমারে দেব গো তা-ও,
আমাদের যদি তোমার সঙ্গে নৌকোয় তুলে' নাও ।
নৌকো তোমার ঘাটে বাঁধা আছে—যাবে কি অনেক দূরে ?
পায়ে পড়ি, মাঝি, সাথে নিয়ে চলো মোরে আর ছোকান্নুরে ।
আমারে চেননা ? মোর নাম খোকা, ছোকান্নু আমার বোন
তোমার সঙ্গে বেড়াব আমরা মেঘনা-পদ্মা-শোন্ ।
চুপি-চুপি বলি, ঘুমিয়ে আছে মা, দিদি গেছে ইস্কুলে,
এই ফাঁকে মোরে—আর ছোকান্নুরে—নৌকোয় লও তুলে' ।
কোন ভয় নেই—বাবার কুলি তোমাকে হ'বে না খেতে,
যত দোষ সব, আমার—না, আমি একা ল'ব মাথা পেতে ।
নৌকো তোমার ডুবে যাবে নাকো, মোরা বেশী ভারী নই,
কিচ্ছু জিনিস নেব না সঙ্গে কেবল ঝণ্টু বই ।
চম্‌কালে কেন ? ঝণ্টু পুতুল, ঝণ্টু মানুষ নয়,
একা ফেলে গেলে ছোকান্নুরে ভেবে কাঁদিবে ও নিশ্চয় ।

MESBAH-RONY
CHITTAGONG
MOHAMMAD-MUJIBUL-HOQUE

অনেক রঙের পাল আছে, মাঝি ? বাদামী ? সোনালী ? লাল ?
সবুজও ? তা হ'লে সেটা দাও আজ, সোনালীটা দিও কাল।
সবগুলো নদী দেখাবে কিন্তু। আগে চল পদ্মায়,
দুপুরের রোদে রূপো ঝলমল সাদা জল উছলায়।
কালো-কালো পাখী বাঁকা ঝাঁক বেঁধে উড়ে' চলে' যায় দূরে,
উঁচু থেকে ওরা দেখিতে কি পায় মোরে আর ছোকানুরে ?
রূপোর নদীতে রূপালী ইলিশ—চোখ-ঝলসানো আঁশ,
ওখানে দেখো না, জালে বেঁধে জেলে তুলিয়াছে একরাশ।
ওটা চর বুঝি ? একটু রাখো না, এ তো ভারি সুন্দর।
এ যেন নতুন কার্পেট বোনা! এই পদ্মার চর ?

—বুদ্ধদেব বসু

শব্দার্থ:

মোরে—আমাকে। শোন্—একটি নদীর নাম। ল'ব—লইব। উছলায়—উছলিয়া উঠে। চোখ-ঝলসানো—যাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। বই—ছাড়া, ব্যতীত।

অনুশীলনী

১। খোকা ছোকানু ও ঝণ্টুকে লইয়া কোথায় যাইতে চাহিয়াছিল ?

২। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

৩। পদ্মায় কি কি দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় ?

৪। ব্যাখ্যা কর:

(ক) কোন ভয় নেই……মাথা পেতে।

(খ) কিচ্ছু জিনিস………ঝণ্টু বই।

(গ) রূপোর নদীতে………একরাশ।

———

MESBAH—RONY—MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE সবুজ সাথী CHITTAGONG প্রথম ভাগ

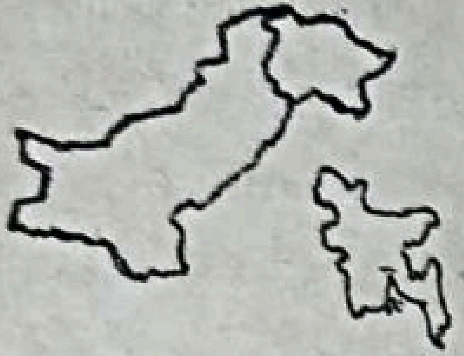

পাকিস্তান

সোনার আমার পাকিস্তানে সোনার ফসল ফলে
শ্যামল শোভার বক্ষতলে লক্ষ মানিক জ্বলে।
ফাগুন-বনে কোকিল ডাকে ফুল-জাগানো বায়,
ধেনু চরায় গাঁয়ের রাখাল আপন মনে গায়।
গ্রীষ্মে হেথায় অনলদাহ—শুকায় সারা দেশ,
কাল-বোশেখীর রুদ্র-মাতন—ছন্নছাড়া বেশ।
শাওন গহন বর্ষা আনে, বর্ষা নামায় ঢল,
নদ-নদী-বিল সীমাহারা, জল করে টল্‌মল্‌।
ঢেউয়ের দোলায় ধানের ক্ষেতে দুলায় চাষীর প্রাণ,
দাওয়ায় বসে আনমনে গায় পাকিস্তানের গান।
শরৎকালে মেঘের লীলা নীল আকাশের গায়
কোন্‌ সুদূরের হাতছানিতে হাওয়ায় ভেসে যায়।
ফুল-শেফালি কাশের বনে নাচন লাগে বায়,
চাঁদনী-রাতে নদীর বুকে খেলায় আলো-ছায়।
হেমন্তে ঐ ধানের ক্ষেতে কাঞ্চা সোনা জ্বলে,
দিবস ভরি গাঁয়ের পথে ধানের ভারা চলে।

MESBAH—RONY—HOQUE—MUJIBUL—MOHAMMAD
সবুজ সাথী

গৃহে খাটে কৃষাণবধূ ভাড়ার ভরে নিত্,
আপন মনে গুনগুনি' গায় পাকিস্তানের গীত ॥
শীতল মধুর পরশ নিয়ে শীতের ঋতু আসে,
ভোরের বেলায় কুসুম হাসে, অঙ্গভরা বাসে।
রাঙা কাঁথা মুড়ি দিয়া কৃষাণ কাটায় রাত,
গাঁয়ের বধূ ভোর না হতে রাঁধে বেজুন-ভাত।
সুখের নীড়ে বুলবুলি গায় আপন মনে গান,
স্বপ্নে ভরা দেশটি আমার সোনার পাকিস্তান।

—রওশন ইজদানী

শব্দার্থ :

শ্যামল—সবুজ। শোভা—দৃশ্য ; সৌন্দর্য। মানিক—মূল্যবান পাথর ; চুনি। বায়—বাতাসে। ধেনু—দুগ্ধবতী গাভী। অনলদাহ—আগুনের মত তাপ। রুদ্র—উগ্র ; ভীষণ। ছন্নছাড়া—আশ্রয়হীন। হাতছানি—ইশারা। ভারা—ভার ; ধানের বোঝা আনার জন্য ব্যবহৃত বাঁশের বাঁক। নিত্—নিত্য। পরশ—স্পর্শ। বাসে—গন্ধে। বেজুন—ব্যঞ্জন। স্বপ্নে ভরা দেশ—যে দেশে আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাল-বোশেখী (কাল বৈশাখী) —চৈত্র-বৈশাখ মাসের বিকাল বেলা যে ঝড়-বৃষ্টি হয়। শাওন—শ্রাবণ মাস। গহন—গভীর .হেমন্ত—একটি ঋতু, কার্তিক-অগ্রহায়ণ দুই মাস। বধূ—বউ কৃষাণ—চাষী। শীতের ঋতু—পৌষ-মাঘ দুই মাস। কুসুম—ফুল। অঙ্গ—শরীর।

অনুশীলনী

১। কবি এখানে পাকিস্তান সম্বন্ধে কি বলিতে চাহিয়াছেন ?

২। এই কবিতায় বর্ণিত বিষয়-বস্তুর উল্লেখ করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানের প্রকৃতির একটি বর্ণনা লিখ।

MESBAH RONY সবুজ সাথী MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

MESBAH—RONY—HOQUE—MUJIB A.—MOHAMMAD
সবুজ সাথী

মেঘনায় বান

—হুমায়ুন কবীর

শোন্ মা আমিনা, রেখে দে'রে কাজ, ত্বরা করে মাঠে চল,
এলো মেঘনায় জোয়ারের বেলা, এখনি নামিবে ঢল।
নদীর কিনার ঘন ঘাসে ভরা,
মাঠ থেকে গোরু নিয়ে আয় ত্বরা,
করিস—নে দেরি, আসিয়া পড়িবে সহসা অথই জল।
মাঠ থেকে গোরু নিয়ে আয় ত্বরা, মেঘনায় নামে ঢল॥

এখনো যে মেয়ে আসে নাই ফিরে, দুপুর যে বয়ে যায়,
ভরা জোয়ারের মেঘনার জল কূলে কূলে উছলায়।
নদীর কিনার জলে একাকার,
যে দিকে তাকাই অথই পাথার,
দেখ্‌তো গোহালে গোরুগুলো রেখে গিয়েছে কি ও-পাড়ায়?
এখনও সে কিরে আসে নাই ফিরে? দুপুর যে বয়ে যায়।

ভর বেলা গেল, ভাটা প'ড়ে আসে, আঁধার জমিছে আসি'—
এখনও এলো না ফিরিয়া আমিনা সর্বনাশী।

MESBAH RONY
সবুজ সাথী
MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

দেখ্‌, দেখ্‌, দূরে মাঝ-দরিয়ায়,
কালো চুল যেন ওই দেখা যায়।
কাহার শাড়ীর আঁচল-আভাস সহসা উঠিছে ভাসি' ?
আমিনারে মোর নিল কি টানিয়া মেঘনা সর্বনাশী ?

হুমায়ুন কবীর

পাঠ-সংকেত ঃ

আলোচ্য কবিতায় এক গ্রাম্য কৃষকের মেয়ে মাঠ হইতে গরু আনিতে যাইয়া মেঘনার জলে কিভাবে প্রাণ হারাইয়াছিল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ নোয়াখালী জেলার পশ্চিম অঞ্চলে মেঘনার তীরে সমুদ্রের 'সর' বা বান আসে। সেই বানে সময়মত হুঁশিয়ার হইতে না পারিলে প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আলোচ্য কবিতায় তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

কবিতাটি "Call the cattle home, Oh call the cattle home" শীর্ষক ইংরেজী কবিতা অবলম্বনে রচিত।

শব্দার্থ ঃ

ত্বরা—তাড়াতাড়ি। অথই—গভীর। সহসা—হঠাৎ। উছলায়—উপচাইয়া পড়ে। পাথার—সাগর। ভর বেলা—সারাবেলা। সর্বনাশী—যে সব কিছু নষ্ট করিয়া দেয় (স্ত্রী)। আভাস—ইঙ্গিত।

অনুশীলনী

১। আমিনা কে ছিল ? সে গরু আনিতে কোথায় গিয়াছিল ? কিভাবে আমিনার মৃত্যু ঘটিল ?

২। 'মেঘনায় বান' কবিতা হইতে মেঘনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি জানিতে পারিলে ? বিপদ এড়াইতে হইলে আমিনার পক্ষে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল ?

৩। কবিতাটির সারাংশ কি ?

৪। ব্যাখ্যা কর :—

ভর বেলা গেল,……মেঘনা সর্বনাশী।

MESBAH RONY
সবুজ সাথী
MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

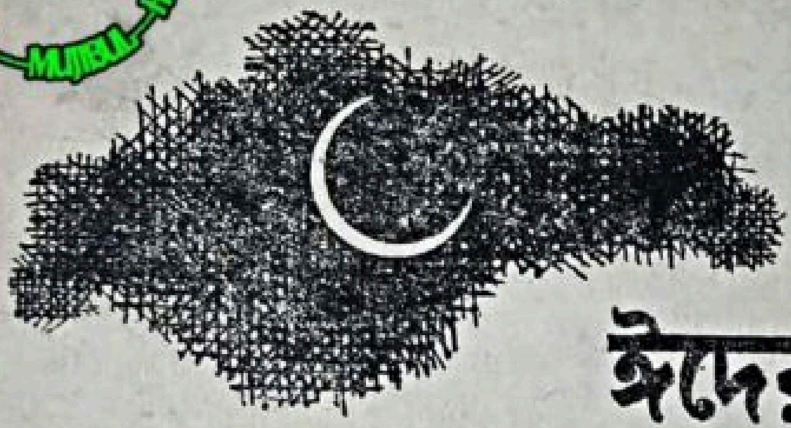

ঈদের চাঁদ

সে আজ অনেক দিন—
কার্তিক শেষে ছোট্ট নদীটি হয়ে আসে সবে ক্ষীণ।
এপারে পড়েছে চর,
সকালে বিকালে বেড়াই সেখানে লয়ে কত সহচর।
নদীতীরে কাশফুল
শ্বেত শাড়ী-পরা পরীদল ব'লে হয় যেন মনে ভুল।
সে দিন সকাল বেলা—
আকাশ জুড়িয়া জমেছিল মেঘ বিজলি করেছে খেলা।
খানিক ফর্সা হ'লে,
বিকাল বেলায় সাথীদের নিয়ে চরেতে গেলাম চলে।
খেলায় ছিলাম ভুলে—
সহসা দেখিনু গাঁয়ের সকলে জুটেছে নদীর কূলে।
পশ্চিম দিক পানে
নির্বাক হয়ে চেয়ে আছে সবে ব্যাকুলতা-ভরা প্রাণে।
ছোট রাঙা মেঘ ভাসে—
তারই এক পাশে রূপালী রেখায় চাঁদের ফালিটি হাসে।

সবুজসাথী

যে আগে দেখিতে পায়—
খুশি ভরা মনে পাশের জনেরে বলে, "ঐ দেখা যায়"।
যে দেখে ধন্য মানে—
দেখিতে না পেলে ঈদের চন্দ্র বড় ব্যথা জাগে প্রাণে।
মোদের গহর চাচা—
না দেখিয়া চাঁদ আপসোসে বলে, "বৃথাই জীবনে বাঁচা"।
অনেকেই তার মত—
চেয়ে চেয়ে চেয়ে না দেখিতে পেয়ে বিলাপ করিল কত।
তাদের মুখের ছবি—
আঁকেনি শিল্পী তুলির রেখায় লেখে নাই কোনও কবি।
আমার মনের খাতা—
বিষাদ-করুণ সে সব ছবিতে ভরেছে কয়েক পাতা।

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

শব্দার্থ ঃ

ক্ষীণ—অস্পষ্ট ; সরু। সহচর—সঙ্গী ; সাথী। পুণ্যবার্তা—মঙ্গল বা সুখবর। ব্যাকুলতা—আগ্রহ। ধন্য—কৃতার্থ; ভাগ্যবান্। আপসোস—দুঃখ ; অনুশোচনা। বিলাপ—শোকপ্রকাশ। বিষাদ—করুণ ; দুঃখপূর্ণ। করুণ—কাতর। বৃথা—অকারণ।

অনুশীলনী

১। ঈদের চাঁদ দেখিবার সময় গ্রামবাসী মুসলমানদের মনের ভাব বর্ণনা কর।

২। এই কবিতাটি পড়িয়া কি বুঝিলে ?

৩। ঈদের চাঁদ দেখিতে না পাইয়া গহর চাচা আক্ষেপ করিয়াছিল কেন ?

৪। ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) নদী তীরে কাশফুল……ভুল।

(খ) তাদের মুখের ছবি……কয়েক পাতা।

———

শিশু যাদুকর

পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর,
এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর।
কোন্ রূপ-লোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই।
নবনীত সুকোমল লাবণি ল'য়ে,
এলি ফিরে অবনীতে দিক্-বিজয়ে।
কত সে তিমির নদী পারায়ে এলি,
নির্মল নভে তুই চাঁদ পহেলী।
কালো দিয়ে করি তোর আলো উজ্জ্বল,
কপালেতে টিপ দিয়ে নয়নে কাজল।
তারা-জুঁই এই ভুঁই আসিলি যবে—
একটি তারা কি কম পড়িল নভে?
বনে কি পড়িল কম একটি কুসুম?
ধরণীর কোলে এলি একরাশ চুম।
স্বরগের সব কিছু চুরি করে চোর,
পলাইয়া এলি তুই পৃথিবীর ক্রোড়।

MESBAH—RONY
সবুজ সাথী
MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE

নিয়ে এলি হুরিদের তুলতুলে গাল,
পরীদের রাঙা ঠোঁট, টুকটুকে লাল।
ছোট তোর মুঠি ভ'রে আনিলি মণি,
সোনার জিয়ন-কাঠি মাযার ননী।
তোর সাথে ঘর ভ'রে এল ফাল্গুন,
সব হেসে খুন হ'ল—কি জানিস্ গুণ।
কুসুমের বাস এল, পাখীদের গান,
ভিড় ক'রে আলো এল, বুক ভরে প্রাণ।
পেলি হেথা ঠোঁট ভরা মধু চুম্বন,
আমি দিনু তোর হাতে নামের কাঁকন।

—কাজী নজরুল ইসলাম

শব্দার্থ :

যাদুকর—যে যাদু করে। এই পারে—এই পৃথিবীতে। রূপকথা—পুরাতন কাল্পনিক কথা-কাহিনী। ভুঁই—ভূমি। নবনীত—ননী। লাবনি—লাবণ্য, মাধুর্য। অবনী—পৃথিবী। তিমির—অন্ধকার। নির্মল—স্বচ্ছ, পরিষ্কার। পহেলি—প্রথম। নভে—আকাশে। কুসুম—ফুল। ধরণী—পৃথিবী। একরাশ—একগাদা। স্বরগের—বেহেশ্‌তের। ক্রোড়—কোল। মণি—প্রবাল, মুক্তা, রত্নাদি। হেসে খুন হ'ল—হাসিতে হাসিতে মরিবার উপক্রম হইল। কি জানিস্ গুণ—কি যাদু জানিস্। বাস—গন্ধ। কাঁকন—চুড়ি।

MESBAH RONY সবুজ সাথী MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

অনুশীলনী

১। কবি শিশুকে যাদুকর বলিতেছেন কেন? কবি শিশুকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? "নির্মল নভে তুই চাঁদ পহেলি"—ইহা কে কাহাকে বলিতেছেন? টুকটুকে লাল ঠোঁট, তুলতুলে গাল শিশু কোথায় পাইল? কবি শিশুকে সোনার জিয়ন-কাঠির সঙ্গে তুলনা করিতেছেন কেন?

২। শিশুর পৃথিবীতে আগমন সম্বন্ধে কবির মনের ধারণাটি তোমার ভাষায় বল।

৩। কবি শিশুকে এই কবিতার মধ্যে যাহা কিছুর সহিত তুলনা করিতেছেন, তাহাদের নাম নীচে দেওয়া আছে। যেগুলি তোমার মতে ঠিক, সেগুলির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

যাদুকর, রূপকথা মমতার ভূঁই, নবনীত, চাঁদ পহেলি, কুসুম, সোনার জিয়ন-কাঠি, পাখীদের গান, হাতের কাঁকন।

৪। ব্যাখ্যা কর :—"কত সে তিমির নদী পারায়ে এলি,
নির্মল নভে তুই চাঁদ পহেলি।"

৫। নীচে এলোমেলো করিয়া কবিতার কয়েকটি লাইন দেওয়া হইল। ঠিক করিয়া সাজাও :—

পার হ'য়ে কত নদী কত সে সাগর,
কোন রূপ-লোকে ছিলি রূপকথা তুই,
এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর।
রূপ ধরে এলি তুই মমতার ভূঁই।

———

MESBAH RONY সবুজসাথী MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

সকাল

কাঁচা কাঁচা রোদ-মাখা সকাল বেলা
আকাশে ভাসলো আজ আলোর ভেলা।
গাছে গাছে চিক্ মিক্
আলো হাসে ফিক্ ফিক্
চালে চালে ঝিক্ মিক্ এ কোন্ খেলা
কাঁচা সোনা রোদ-মাখা সকাল বেলা।

শাখে শাখে সে আলোর পরশ লাগে
দিকে দিকে যেন কোন্ জীবন জাগে।
ফুলে ফুলে উতরোল
জাগরণ কলরোল
বাতাসেতে হিল্লোল প্রভাতী ফাগে
দিকে দিকে জীবনের পরশ লাগে।

MESBAH RONY সবুজ সাথী MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

এস আজ মুঠি মুঠি মাখি সে আলো
ধু'য়ে যাক মুছে যাক মনের কালো।
এ আলোর কুম্‌কুম্
দিয়ে যাক্ রাঙা চুম্
মন জুড়ে রেখে যাক অনেক ভালো।
এস ভাই মুঠি মুঠি মাখি এ আলো।

—হাবিবুর রহমান

MESBAH — PONY
সবুজ সাথী
MOHAMMAD — MUJIBUL — HOQUE

শব্দার্থ :

ভেলা—একসঙ্গে বাঁধা কাঠ বা কলাগাছ যাহা পানিতে ভাসে এবং যাহা দ্বারা পার হওয়া যায়। উতরোল—কোলাহল ; অস্থির। জাগরণ—উত্থান ; ঘুম হইতে উঠা। কলরোল—কোলাহল ; সোরগোল। হিল্লোল—তরঙ্গ ; দোলন। প্রভাতী—প্রভাত কালের। ফাগে—লাল রঙে। শাখে—গাছের ডালে। পরশ—ছোঁয়াচ। কুম্‌কুম্—লাল রঙ।

অনুশীলনী

১। কবির অনুসরণে সকাল বেলার বর্ণনা দাও।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) কাঁচা কাঁচা রোদ···সকাল বেলা।

(খ) এস আজ মুঠি মুঠি···মাখি এ আলো।

৩। বুঝাইয়া বল :—

ধুয়ে যাক মুছে যাক মনের কালো।

৪। বাক্য রচনা কর :—

কাঁচা রোদ, চিক্‌মিক্, ফিক্ ফিক্, মুঠি মুঠি।

MESBAH ROWY সবুজ সাথী MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

পল্লী-স্মৃতি

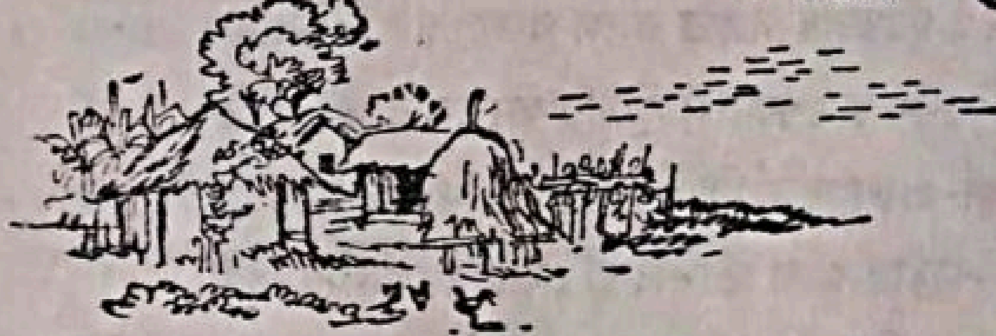

বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লী-মায়ের কোল,
ঝাউ শাখে যেথা বনলতা বাঁধি হরষে খেয়েছি দোল।
কুলের কাঁটার আঘাত সহিয়া কাঁচা-পাকা কুল খেয়ে,
অমৃতের স্বাদ যেন লভিয়াছি গাঁয়ের দুলালী মেয়ে।
পউষ মাসের পিঠা খেতে বসে খুশিতে বিষম খেয়ে,
আরো উল্লাস বাড়িয়াছে মনে মায়ের বকুনি পেয়ে।
চৈত্র-নিশিতে চাঁদিমায় বসি' শুনিয়াছি রূপকথা,
মনে বাজিয়াছে সুয়ো দুয়ো রানী দুঃখিনী মায়ের ব্যথা।
তবু বলিয়াছি মা'র গলা ধরে, "মাগো সেই কথা বল
রাজার দুলালে পাষাণ করিতে ডাইনী করে কি ছল।
সাত শ' সাপের পাহারা কাটায়ে পাতালবাসিনী মেয়ে,
রাজার ছেলেরে বাঁচায়ে কি করে পৌঁছিল দেশে যেয়ে।"

MESBAH ROMY সবুজ সাথী MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

কল্পপুরীর স্বপনের কাঠি বুলাইয়া শিশু চোখে
তন্দ্রা-দোলায় ল'য়ে যেত মোরে কোথা দুর ঘুমলোকে।
ঘুম হ'তে জেগে বৈশাখী ঝড়ে কুড়ায়েছি ঝরা-আম ;
খেলার সাথীরা কোথা আজ তারা ? ভুলিয়াও গেছি নাম।
নব-বর্ষার জলে অবগাহি কভু পুলকিত মনে
গান গাহিয়াছি মল্লার রাগে বাদলের ধারা সনে।
শিশির-সিক্ত শেফালি ফুলের ঘন সৌরভে মাতি'
শারদ-প্রভাতে সখীগণ সাথে আনিয়াছি মালা গাঁথি।
পল্লী-নদীর জলে ভাসাইয়া মোচার খোলার তরী,
কাঁদিয়া ফিরেছি সাঁঝের আলোতে পুতুলে বিদায় করি'।
আগামী দিনের আশা-ভরসার কত না মধুর ছবি
ভাসিয়া উঠিছে আঁখির পাতায় ডুবেছে যখন রবি।

—বেগম সুফিয়া কামাল

শব্দার্থ :

হরষে—খুশিতে। **দুলালী**—আদুরী। **বিষম**—শ্বাসনালীতে খাদ্যাদি প্রবেশের ফলে হিক্কা। **উল্লাস**—আনন্দ। **চৈত্র-নিশিতে**—চৈত্র মাসের রাতে। **চাঁদিমায়**—চাঁদের আলোতে। **দুলাল**—ছেলে। **পাষাণ**—শক্ত। **স্বপনের**—স্বপ্নের। **ছল**—ছলনা। **কল্প-পুরীর**—কল্পনা রাজ্যের। **অবগাহি**—গোসল করিয়া। **পুলকিত**—আনন্দিত। **মল্লার রাগ**—বর্ষাকালের সুরবিশেষ। **ধারা**—বৃষ্টি। **শিশির-শিক্ত**—শিশিরে ভিজা। **শেফালি**—শিউলি। **সৌরভে**—সুগন্ধে। **মাতি'**—মাতিয়া। **শারদ-প্রভাতে**—শরৎ কালের ভোরে। **অমৃত**—মধু।

MESBAH RONY সবুজ সাথী MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

অনুশীলনী

১। পল্লী-স্মৃতি কবিতায় কবি তাঁহার ছেলেবেলার কোন্ কোন্ কথা প্রকাশ করিয়াছেন ?

২। 'রাজার দুলালে······দেশে যেয়ে।' এই কয় চরণে যে গল্পটির ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৩। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) ফুলের কাঁটার ··· ··· দুলালী মেয়ে।

(খ) পউষ মাসের ··· ··· বকুনি পেয়ে।

(গ) আগামী দিনের··· ··· যখন রবি।

———

পিঁপড়ে ও ঘুঘু পাখী

এক পিঁপড়ে অনেক চেষ্টাতে হায়, শেষটাতে
যবে একটি ফোঁটা জল পেলে না তেষ্টাতে
অতি অধীর হয়ে নদীর ঘাটে যেই গেল,
সে যে অমনি জলের ঢেউ লেগে ভেসেই গেল।
ওই নদীর তটেই একটা বটের গাছ ছিল—
এক ঘুঘু পাখী সেই গাছে গান গাচ্ছিল।
জলে পিঁপড়ে পড়ে খাচ্ছে খাবি তাই দেখে,
দিল একটি পাতা ঝরিয়ে সে ওই গাছ থেকে।
পরে পিঁপড়ে তাতেই উঠলো তীরে প্রাণ পেয়ে,
আর মনের সুখে উঠলো পাখী গান গেয়ে।
ঠিক দু'দিন পরেই নদীর তীরে সেই খানে,
আছে আপন মনে মগন ঘুঘু যেই গানে—
এক ব্যাধের ছেলে শিকার খুঁজে ফিরছিল,
ধনু বাম হাতে, আর ডান হাতে তার তীর ছিল।

সবুজ সাথী

সেই পিঁপড়ে তখন যাচ্ছিল ওই পথ বেয়ে
চেয়ে দেখলে সে যেই ঐ পাখীরেই বধ্‌বে এ।
হাতে বাগিয়ে ধনুক তাকিয়েছে যেই তাক করে—
এসে অমনি সে তায় কামড়ালে পায় রাগ করে।
তাতে হাত কেঁপে তীর লাগলো গিয়ে আগডালে,
আর ব্যাপার বুঝে উড়লো পাখী ফাঁক তালে।
পাখী মরতে গিয়েও এমনি করে যায় বেঁচে
তাই পিঁপড়ে মনের আহ্লাদে বেড়ায় নেচে।

—কৃষ্ণদয়াল বসু

দ্রষ্টব্য ঃ এই কবিতাটির ছন্দ-মাধুর্য লক্ষণীয়। শিক্ষকগণ ছন্দ ঠিক রাখিয়া কবিতাটি পড়াইবেন।

শব্দার্থ ঃ

তেষ্টাতে—তৃষ্ণাতে। অধীর—অস্থির। তটে—পাড়ে। খাবি—অবশ অবস্থায় নিঃশ্বাস গ্রহণের চেষ্টা। মগন—মগ্ন। ব্যাধ—শিকারী। বেয়ে—বাহিয়া। বধ্‌বে—হত্যা করিবে, মারিবে। বাগিয়ে—তাক করিয়া।

অনুশীলনী

১। ঘুঘু পিঁপড়েকে কেমন করিয়া বাঁচাইয়া দিল? পিঁপড়ে ঘুঘুকে কেমন করিয়া বাঁচাইল? এই কবিতাটি পড়িয়া কি উপদেশ পাইলে?

২। কবিতার গল্পটি নিজের ভাষায় লিখ।

৩। বাক্য রচনা কর ঃ—

তেষ্টা, খাবি খাওয়া, পথ বেয়ে, আগডাল, ফাঁক তাল।

NESBAH ROY সবুজসাথী MAHMUD MUJIB

গাঁয়ের ডাক

ধানের ক্ষেতে বাতাস নেচে' যায়
দামাল ছেলের মতো ;
ডাক দে' বলে "আয়রে তোরা আয়,
ডাকব তোদের কত।
মুক্ত মাঠের মিষ্টি হাওয়া—
জোটে না যা ভাগ্যে পাওয়া,
হারাস্‌নে ভাই অবহেলায় রে,—
দিন যে হ'লো গত।"
ধানের ক্ষেতে বাতাস নেচে' যায়
চপল ছেলের মতো।
ছোট্ট নদী কোন্ সুদূরে ধায়—
বক্ষে রজত-ধারা।
ডাক দে' বলে, "আয় রে ছুটে আয়
রুগ্ন, সাহস হারা।

MESBAH RONY সবুজসাথী MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

লাগলে মাথায় বৃষ্টি-বাতাস
উল্টে কি যায় সৃষ্টি-আকাশ ?
রোদের ভয়ে থাক্‌লে শুয়ে' রে
নৌকা বাইবে কা'রা ?"
ছোট্ট নদী কোন্ সুদূরে ধায়—
বক্ষে রজত-ধারা ।

সবুজ বনের শীতল কোলের কাছে
একটি খড়ো ঘর ;
ডাক দে' বলে, "ভুলেছ ভাই মোরে,
তাই ভেবেছ পর ।
ইটের পাঁজায় চক্ষু বুজে'
নিত্য নূতন অভাব খুঁজে—
শেষ হবে তোর জীবন ধারা যে,
থাকবে বালুচর ।"
সবুজ বনের শীতল কোলে রে
একটি খড়ো ঘর ।

সাত-সকালে ঝাঁপি মাথায় চাষী
মাঠের দিকে ধায়,
ডাক দে' বলে, "এইত তাদের পথ,—
বাঁচ্‌তে যা'রা চায় ।

MESBAH PONY সবুজ সাথী MOHAMMAD MUJIBAR HOQUE

পেটের ক্ষিদে মেটে না যা'র
এই ধরাতে ঠাঁই কোথা তা'র ?
বাঁচ্‌তে হলে লাঙ্গল ধর রে
আবার এসে গাঁয়।"
সাত-সকালে ঝাঁপি মাথায় চাষী
মাঠের দিকে যায়॥

—শেখ ফজলুল করিম

শব্দার্থ ঃ

দামাল—দুরন্ত। চপল—চঞ্চল। মুক্ত—খোলা। অবহেলায়—উপেক্ষায় ; অনাদরে। সুদূরে—অনেক দূরে। বক্ষে—বুকে। রজত—রূপা। রজত-ধারা—রূপার মত ধারা অর্থাৎ সাদা রং-এর পানির স্রোত। রুগ্ন—পীড়িত। খড়ো ঘর—খড়ের তৈয়ারী ঘর। ইটের পাঁজা—ইট পোড়াইবার ভাটি। নিত্য—প্রতিদিন। ঝাঁপি—ঢাকনি-যুক্ত বেত বা তালপাতার টুক্‌রি। ক্ষিদে—ক্ষুধা। ধরাতে—পৃথিবীতে। ঠাঁই—আশ্রয়।

অনুশীলনী

১। কবি এই কবিতায় কিসের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন ?

২। এই কবিতায় পল্লীর যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজ ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। গ্রামের জীবন এবং শহরের জীবন—এই দুইটির মধ্যে তোমার কোন্‌টি ভাল লাগে ?

৪। পূর্ব পাকিস্তানের চাষীদের জীবনের একটি বর্ণনা দাও।

MESBAH — RONY
সবুজ সাথী
MOHAMMAD — MUJIBUL — HOQUE

প্রতিবেশী

এই এক গাঁও, ওই এক গাঁও,—মধ্যে ধূ ধূ মাঠ—
ধান কাউনের লিখন লিখি করছে সদা পাঠ।
এ-গাঁও যেন ফাঁকা ফাঁকা, হেথায় হোথায় গাছ ;
গেঁয়ো চাষীর ঘরগুলি সব দাঁড়ায় তারি পাছ।
ও-গাঁয় যেন জমাট বেঁধে বনের কাজল কায়া
ঘরগুলিরে জড়িয়ে ধ'রে বাড়ায় ঘরের মায়া।
এ-গাঁও চেয়ে ও-গাঁর দিকে, ও-গাঁও এ-গাঁর পানে,—
কতদিন যে কাটবে এমন, কেই বা তাহা জানে!
মাঝখানেতে জলীর বিলে, জ্বলে কাজল জল,
বক্ষে তাহার জলকুমুদী মেলছে শতদল।
এ-গাঁর ও-গাঁর দু'ধার হতে পথ দু'খানি এসে—
জলীর বিলের জলে তাঁরা পদ্ম ভাসায় হেসে।
মাঠের মাঝে জলীর বিলের জোলো রঙের টিপ—
জ্বলছে যেন এ-গাঁর ও-গাঁর বিরহেরি দীপ।

MESBAH RONY
সবুজ সাথী
MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

বুকে তাহার এ-গাঁর ও-গাঁর হরেক রঙের পাখী,
মিলায় সেথা নূতন জগৎ নানান সুরে ডাকি।
সন্ধ্যা হলে এ-গাঁর পাখী ও-গাঁও পানে ধায়,
ও-গাঁর পাখী এ-গাঁয় চলে বনের কাজল ছায়।
এ-গাঁর লোকে নাইতে আসে, ও-গাঁর লোকেও আসে,
জলীর বিলের জলে তারা জলের খেলায় ভাসে।
এ-গাঁও ও-গাঁও মধ্যে ত দুর—শুধুই জলের ডাক,
তবু যেন এ-গাঁয় ও-গাঁয় নাইক কোনো ফাঁক।

—জসীম উদ্‌দীন

শব্দার্থ :

কাউন—একপ্রকার খাদ্যশস্য। পাছ—পিছন। জমাট—একত্রিত। ঘনীভূত। কাজল কায়া—কাল শরীর। কুমুদী—সাপলা ফুল; শালুক ফুল। শতদল—পদ্ম। (দল—পাঁপড়ি)। জোলো—জলীর। বিরহেরি—প্রিয়জনের অভাবের। দীপ—প্রদীপ; বাতি।

অনুশীলনী

১। এই কবিতায় পাড়াগাঁয়ের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার একটি বর্ণনা দাও।

২। তুমি গ্রামে না শহরে থাকিতে ভালবাস ?

৩। কবি-প্রদত্ত পল্লী-চিত্রের সঙ্গে তোমার নিজের গ্রাম্য জীবনের মিল আছে কি ?

৪। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) মাঝখানেতে ··· ··· ·· মেলছে শতদল।

(খ) এ গাঁর লোক ··· ··· ··· নাইক কোন ফাঁক

MESBAH RONY সবুজ সাথী MOHAMMAD MUJIBAL HOQUE

কে সে জন

কে সে জন যাঁর গড়া নিখিল-ভুবন,
কে রচিল শশী তারা অগণন ?
গাছপালা ফুল ফল
মেঘ বায়ু মাঠ জল
ঝরনা পাহাড় নদী সাগর গহন
এই আলো এ-আঁধার জীবন-মরণ।
কে সে জন দয়াময় কে দে' ভালোবাসা
বিপদে বন্ধু সে যে নিরাশার আশা।
দিয়েছে আপন জন
পিতা মাতা ভাই বোন,
বুকে দিছে স্নেহ-প্রেম মুখে দিছে ভাষা,
অসীম দয়ায় যাঁর ধরণীতে আসা।
না চাহিতে দয়াময় দিয়াছে সকল
ক্ষুধায় আহার আর পিপাসায় জল,

MESBAH ROMY সবুজ সাথী MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

সবি দেয়, চাহে না সে
সে যে শুধু ভালোবাসে ;
এসো এসো ভাই বোন এসো সাথীদল,
তাঁরি গান গেয়ে করি জনম সফল।

—তালিম হোসেন

শব্দার্থ :

নিখিল-ভুবন—সারা বিশ্ব। রচিল—রচনা করিল ; তৈরি করিল। রবি—সূর্য। শশী—চন্দ্র। অগণন—অসংখ্য। গহন—গভীর। জীবন-মরণ—বাঁচা-মরা। দয়াময়—দয়ালু। নিরাশার—আশা-হীনের। দিছে—দিয়াছে। অসীম—সীমাহীন। ধরণীতে—পৃথিবীতে। জনম—জন্ম।

অনুশীলনী

১। এই কবিতায় কাহার কথা বলা হইয়াছে ? তিনি আমাদের জন্য কি কি করিয়া থাকেন ?

২। কবিতাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় লিখ।

৩। ব্যাখ্যা কর ঃ—

(ক) দিয়েছে আপন ... . ধরণীতে আসা।

(খ) সবি দেয় ... ... করি জনম সফল।

সমাপ্ত

MESBAH—RONY
সবুজ সাথী
MOHAMMAD—MUJIBUL—HOQUE

মোহাম্মদ হামিদুল হক

পঞ্চম শ্রেনী

রোল নং- ৩

কাপাস গোলা প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়

MESBAH RONY
সবুজ সাথী
MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

১৯৭০ সালের জন্য

242299

MESBAH RONY
সবুজ সাথী
MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE

Cover Printed by Abed Press